খণ্ড ৬, সংখ্যা ১৪

জানুয়ারি ১৬-৩১, ২০২৬

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

ভারতের নির্বাচন কমিশন

সমৃদ্ধ গণতন্ত্রের জন্য দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ

‘এক ব্যক্তি, এক ভোট, এক মূল্য’ – এই সাংবিধানিক নীতির ওপর ভিত্তি করে ভারতের নির্বাচন কমিশন সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এবং আস্থা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে গণতন্ত্রের আত্মাকে শক্তিশালী করে তুলছে

For e-copy

‘বিকশিত ভারত’ -এর প্রতিজ্ঞা পূরণ হবেই

প্রতি মাসের শেষ রবিবার সম্প্রচারিত বেতার অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’ দেশের মানুষের কল্যাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার বড় এক মঞ্চ। নতুন উদ্যম, চিন্তাভাবনা এবং উদ্দীপনামূলক নানান আখ্যানের মাধ্যমে ‘মন কি বাত’ দেশের মানুষকে সংযুক্ত করে। ২৮ ডিসেম্বর এই অনুষ্ঠানের ১২৯তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৫ সালে অর্জিত সাফল্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, “২০২৬-এ এই দেশ নতুন আশা ও প্রত্যয় নিয়ে আরও এগিয়ে যেতে প্রস্তুত ...”

- **ভারতীয়দের গর্বের বছর :** ২০২৫ ভারতীয়দের গর্বের এক অধ্যায়। জাতীয় নিরাপত্তা থেকে ক্রীড়া, বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার থেকে বিশ্বের বৃহত্তম মঞ্চ – সবক্ষেত্রেই নিজেকে তুলে ধরেছে এই দেশ।

- **অপারেশন সিঁদুর :** এ বছর ‘অপারেশন সিঁদুর’ প্রতিটি ভারতীয়কে গর্বিত করেছে। বিশ্ব জেনে গেছে, আজকের ভারত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আপোস করে না। ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সময় মা ভারতীয় প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রত্যক্ষ করেছেন দেশের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ।

- **অ্যান্টিবায়োটিক্স:** আইসিএমআর (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ) সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, নিউমোনিয়া এবং ইউটিআই-এর মতো নানান সমস্যায় অ্যান্টিবায়োটিক কাজ দিচ্ছে না। যথেচ্ছ ব্যবহারই এর কারণ। শুধুমাত্র ডাক্তারের পরামর্শেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা উচিত।

- **যুবশক্তি:** আজ সমগ্র বিশ্ব ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এর কারণ, ভারতই প্রধান যুবশক্তি। বিজ্ঞান, উদ্ভাবনা, প্রযুক্তির প্রসার – সবক্ষেত্রেই নজর কেড়েছে এই দেশ।

- **স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন :** নিজেকে তুলে ধরার নতুন নতুন সুযোগ আসছে তরুণ-তরুণীদের সামনে। একের পর এক মঞ্চ তৈরি হচ্ছে, যেখানে তারা নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারে। এরকই একটি মঞ্চ হল ‘স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন’ – যেখানে ধারণা রূপান্তরিত হয় কর্মকাণ্ডে।

- **সোলার প্যানেল :** মণিপুরের যেখানে মরিয়াংথেম শেঠের বাস, সেখানে বিদ্যুতের সমস্যা ছিল খুবই প্রকট। মরিয়াংথেম সোলার প্যানেল বসানোর প্রচারাভিযান শুরু করেন – যার সুবাদে বহু বাড়িতে বসে গেছে সোলার প্যানেল। আজ ‘পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলী যোজনা’র আওতায় সরকার সোলার প্যানেল বসানোর জন্য পরিবারপিছু ৭৫ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা দিচ্ছে।

- **কাশী তামিল সঙ্গমম :** এ বছর বারাণসীতে ‘কাশী তামিল সঙ্গমম’-এ তামিল ভাষা শিক্ষায় জোর দেওয়া হয়। ‘তামিল শিক্ষা – তামিল করকলম’ শীর্ষক বিশেষ কর্মসূচি রূপায়িত হয় বারাণসীর ৫০টিরও বেশি বিদ্যালয়ে।

- **পার্বতী গিরি :** স্বাধীনতা সংগ্রামী পার্বতী গিরির জন্মশতবর্ষ ২০২৬-এর জানুয়ারিতে। ওড়িশার এই সন্তান ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দেন মাত্র ১৬ বছর বয়সে। সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন সমাজসেবা এবং আদিবাসীদের কল্যাণে। বেশ কয়েকটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তিনি প্রেরণার উৎস।

- **জরি শিল্প :** অন্ধ্রপ্রদেশের নারাসাপুরম জেলার জরি শিল্প সারা দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। নতুন নকশা এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষিত করে তুলে বিপণনের ক্ষেত্রে সহায়তায় এগিয়ে এসেছে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার ও নাবার্ড।

- **কচ্ছ রানোৎসব :** এ বছর কচ্ছ রানোৎসব চলবে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। কচ্ছ-এর লোকসংস্কৃতি, সঙ্গীত, নৃত্য এবং হস্তশিল্প সামগ্রী তুলে ধরা হয়েছে সেখানে। এখানে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এই সমারোহ।

- **বিকশিত ভারত :** প্রতি মাসে আমি মানুষের কাছ থেকে ‘বিকশিত ভারত’ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা সম্বলিত বার্তা পেয়ে থাকি। এর থেকে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হচ্ছে যে ‘বিকশিত ভারত’-এর স্বপ্ন অবশ্যই পূরণ হবে।

“মন কি বাত”-এর পুরো পর্বটি শুনতে এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৬, সংখ্যা ১৪। জানুয়ারি ১৬-৩১, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহা নির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধুরি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

সিনিয়র ডিজাইনার
ফুল চাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার
অভয় গুপ্তা
সত্যম সিং

১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার'-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভিতরের পৃষ্ঠায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রই শুধু নয়, সবচেয়ে প্রাণবন্ত। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় মানুষের মতামতই চূড়ান্ত এবং তার প্রকাশ ঘটে নাগরিকদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে। সেই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়পর্বে ধারাবাহিকভাবে ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত করে তোলা দরকার। এক্ষেত্রে নীতিগত উদ্যোগ এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ জরুরি – যাতে গণতন্ত্র নির্বাচনী সংস্কারের মাধ্যমে আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। গণপরিষদের সভায় 'এক ব্যক্তি, এক ভোট, এক মূল্য'-এর কথা বলে গেছেন বাবাসাহেব আম্বেদকর। এই বিষয়টি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংস্কারের ভিত্তি। | ১০-২৯

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নিবন্ধ

লিঙ্কডিন পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৫-এর সাফল্য তুলে ধরেছেন | ৬-৯

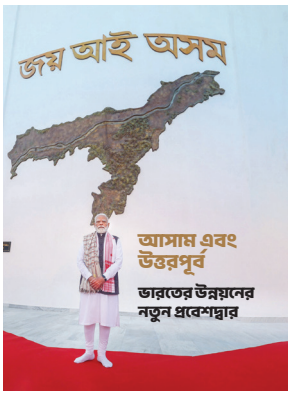

আসামের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, দেশে ভবিষ্যতের উষা লগ্নের সূচনা হবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে ... | ৩৮-৪০

সংবাদ এক নজরে | ৪-৫

নতুন চেহারায় এমএনরেগা : বিকাশিত ভারত – জি রাম জি বিল
সংসদে কর্মনিশ্চয়তার নতুন গ্যারান্টি গৃহীত | ৩০-৩৩

কন্যার ক্ষমতায়ন : সমৃদ্ধ এবং উন্নত ভারত
শিশুকন্যার জন্ম উদযাপনের বিষয়, কোনো বোঝা নয় | ৩৪-৩৫

চিরাচরিত ওষুধ : বড় ধরনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান
দ্বিতীয় ডব্লিউএইচও-র সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ | ৩৬-৩৭

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত : দিল্লি মেট্রো আরও সম্প্রসারিত হবে
মহারাষ্ট্র এবং ওড়িশার আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পও অনুমোদিত | ৪১

পশ্চিমবঙ্গের বিকাশে গতি
পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৩,২০০ কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী | ৪২-৪৩

স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন শক্তির সঞ্চার করেছিলেন নেতাজী
পরাক্রম দিবস, কৃতজ্ঞ জাতির শ্রদ্ধার্ঘ্য | ৪৪-৪৫

আত্মমর্যাদা, ঐক্য ও সেবা পরায়ণতার প্রতীক
প্রধানমন্ত্রী মোদী লক্ষ্ণৌ-এ রাষ্ট্র প্রেরণা স্থলের উদ্বোধন করলেন | ৪৬-৪৭

বীর বাল দিবস : ব্যতিক্রমী সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য তরুণদের সম্মাননা
রাষ্ট্রপতি পিএম রাষ্ট্র বাল পুরস্কার প্রদান করলেন | ৪৮-৪৯

নিরাপদ, পরিবেশ-বান্ধব ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের ভিত্তি
পরমাণু শক্তি : শান্তি বিল, ২০২৫ সংসদে গৃহীত | ৫০-৫২

পাথরে প্রাণের সঞ্চার করেন যে শিল্পী
শ্রদ্ধার্ঘ্য : স্থপতি রাম ভাঞ্জি সুতারের প্রয়াণ | ৫৩

তিনটি দেশ একই বার্তা : সহযোগিতা, বিকাশ এবং আস্থা
প্রধানমন্ত্রী মোদীর জর্ডন, ইথিওপিয়া ও ওমান সফর | ৫৪-৫৮

ব্যক্তিত্ব : মুণীশ্বর চন্দ্র দাওয়ার
দরিদ্র রোগীদের রক্ষাকর্তা | ৫৯

বিশ্ব বইমেলা : সামরিক বাহিনীর শৌর্যের প্রতি সম্মান
পিএম-যুব মেন্টরশিপ প্রকল্পের তৃতীয় পর্বে নির্বাচিত ৪৩ জন নবীন লেখক | ৬০

প্রকাশক ও মুদ্রক : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
মুদ্রণ : জে কে অফসেট গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি-২৭৮, ওকলা শিল্পাঞ্চল, ফেজ-১, নতুন দিল্লি-১১০০২০
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, **আরএনআই নং :** DELENG/2020/78811

সম্পাদকের কলম

জাতীয় ভোটদাতা দিবস
প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের শক্তি

অনেক শুভেচ্ছা,

গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় বাবাসাহেব আম্বেদকর তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপস্থিতির বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। দেশের ১৪০ কোটি নাগরিকের কাছে এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে আমাদের গণতন্ত্র বিশ্বের প্রাচীনতমই নয়, তা হল বৃহত্তম, সবচেয়ে বৈচিত্র্যময়, তারুণ্যে ভরপুর, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সংবেদনশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা। দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যেই বিষয়টি প্রতিফলিত। অবাধ ও ন্যায়সঙ্গত নির্বাচন পরিচালনা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে এই কাজ করে আসছে। মনে রাখতে হবে যে নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা হয় এই দেশ সাধারণতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হওয়ার একদিন আগে। এর থেকেই এই কমিশনের তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই সময়ে ভোটদানের অধিকারকে নাগরিকের সবচেয়ে বড় অধিকার বলে মন্তব্য করেছিলেন ডঃ আম্বেদকর।

যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশে ভোটদান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া – যার মাধ্যমে দেশটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়। কাজেই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ধারাবাহিকভাবে উন্নত করে তুলতে হবে। এটাও দেখতে হবে যাতে ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত থাকে।

৭৬ বছরের যাত্রায় নির্বাচন কমিশন বেশ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার প্রক্রিয়া রূপায়ণের মধ্য দিয়ে গেছে। ভোট প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ভোটদান সম্পর্কে সচেতনতার প্রসারে নানান উদ্যোগ নিয়েছে কমিশন। সেই কারণেই বিশ্বের বহু দেশ ভারতের নির্বাচন প্রণালী ও ব্যবস্থাপনা থেকে শিক্ষা নিচ্ছে। দেশের ভোটদাতারা এবং নির্বাচন কমিশন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সারা বিশ্বের সামনে। নির্ভীকভাবে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নেওয়া নির্বাচন কমিশনের অধিকার। এই প্রতিষ্ঠান হল গণতন্ত্রের রক্ষক।

২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটদাতা দিবস। এ বছর এই দিন একটি উল্লেখযোগ্য সমাপতন ঘটেছে। ভারত ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স-এর শীর্ষ পদে আসীন হয়েছে। এ এক বড় সাফল্য। এই বিষয়গুলি মাথায় রেখেই এই সংখ্যায় নির্বাচন কমিশন নিয়েই প্রচ্ছদ নিবন্ধ রাখা হয়েছে।

এছাড়াও ব্যক্তিত্ব বিভাগে পড়ুন গরিব রোগীদের রক্ষাকর্তা বলে পরিচিত মুণীশ্বর চন্দ্র দাওয়ারের কথা। পরমাণু শক্তি সম্পর্কিত শান্তিবিল, ২০২৫; বিকশিত ভারত – গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল, ২০২৫; বিশিষ্ট স্থপতি রাম ভাঞ্জি সুতারের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিবিধ সিদ্ধান্তের বিষয়গুলিও জায়গা করে নিয়েছে এই সংখ্যায়। সংস্কারের বছর – ২০২৫ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিবন্ধ এবং রাষ্ট্র প্রেরণা স্থলের উদ্বোধন সহ সাম্প্রতিক পক্ষকালে তাঁর নানান কর্মসূচি নিয়েও লেখা রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রচ্ছদে "মন কি বাত" এবং চতুর্থ প্রচ্ছদে রাজস্থানের আলোয়ারে সিলসের হ্রদ এবং ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে কোপ্রা জলাশয়ের রামসর সাইট হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়া নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

আপনাদের মতামত পাঠাতে থাকুন

(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি ও আরও ১১টি ভাষায় এই পত্রিকা পড়ুন / ডাউনলোড করুন
https://newindiasamachar.pib.gov.in/

চিঠির বাক্স

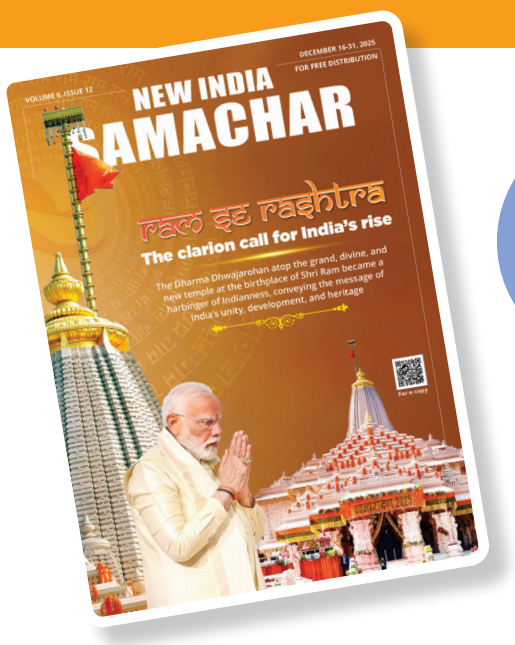

পত্রিকাটির প্রতিটি সংস্করণের প্রতিটি লেখা মন দিয়ে পড়ে থাকি

আমি রামু ভার্মা। সাংবাদিকতা ও মাস কমিউনিকেশনে এমএ করেছি। নিয়মিত এই পত্রিকাটির ডিজিটাল সংস্করণ পড়ে থাকি। একটি লেখাও বাদ দিই না। আকর্ষণীয় এই পত্রিকা পড়লে সাম্প্রতিক সব বিষয়েও ওয়াকিবহাল থাকা যায়।

bjpramu27@gmail.com

মহিলাদের ক্ষমতায়নে দ্রুত অগ্রগতি, দেশ স্বনির্ভর হয়ে উঠছে

ভারতীয়দের কাছে অত্যন্ত গর্বের যে জ্বালানি, স্বাস্থ্য, উদ্ভাবনা এবং কাঠামোগত সংস্কারের মতো ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। এর ফলে দেশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। জাতীয় নিরাপত্তা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নের কাজেও দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভারত। ২০৪৭ নাগাদ নিজেকে উন্নত দেশগুলির তালিকায় দেখতে চায় ভারত। পাক্ষিক ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী পরিবেশনের জন্য এই পত্রিকাকে কুর্ণিশ জানাই।

bhagwan.sel@gmail.com

অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি হাতের কাছে

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকা নিয়মিত হাতে পাই। এখানে এমন অনেক তথ্য নির্ভুলভাবে থাকে যা অন্য পত্র-পত্রিকায় থাকে না। নিউ ইন্ডিয়া সমাচার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও সহায়ক। পত্রিকাটির বিন্যাস এবং সজ্জাও সুপরিকল্পিত।

-সঞ্জয় মালব্য
akhiri.aghat@gmail.com

সরকারি প্রকল্পের খুঁটিনাটি তুলে ধরে এই পত্রিকা

আমি কুমার চেল্লাপ্পান। থাকি কেরালায়, পেশায় সাংবাদিক। নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের নিয়মিত পাঠক। ভারত সরকারের যাবতীয় প্রকল্প সম্পর্কে সব ধরনের তথ্য পাওয়া যায় এখানে। পাঠককে সমৃদ্ধক রে এই পত্রিকা।

kumarchellappan@gmail.com

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে টাটকা খবর পাই এখানে

আমি জাতীয় তদন্ত সংস্থার কোচির দপ্তরে সরকারি কৌশুলি হিসেবে কাজ করি। দীর্ঘদিন ধরে এই পত্রিকা পড়ছি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে বিশদে জানতে পারি এখান থেকে।

advsreenaths@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং- ১০৭৭,
সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি – ১১০০০৩,
ই-মেল- response-nis@pib.gov.in

আকাশবাণী সমাচার
Akashvani

আকাশবাণীর এফএম গোল্ডে প্রতি শনি – রবিবার বিকেল ৩.১০ থেকে ৩.২৫ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার শুনতে এই QR কোড স্ক্যান করুন।

প্রথম জেন-জেড ডাকঘর চালু করল ডাক বিভাগ

ভারতের ডাকঘরগুলির ছবি পুরোপুরি পালটে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বড় উদাহরণ হল জেন-জেড পোস্ট অফিস। এখানে নতুন প্রজন্মের জন্য দক্ষ পরিষেবার সংস্থান রয়েছে। শিক্ষার্থীরা চিঠি, পার্সেল, স্পিড পোস্ট পরিষেবাই শুধু পান না, এই ডাকঘরগুলিতে নিখরচায় ওয়াই-ফাই এবং কিউআর কোড-ভিত্তিক বুকিং-এর ব্যবস্থাও থাকছে। এই ডাকঘরগুলিকে সাজানো হয়েছে আধুনিক ক্যাফের অনুকরণে। ভারতের নতুন প্রজন্মের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এই জেন-জেড পোস্ট অফিসগুলি তৈরি হচ্ছে।

এই ডাকঘরগুলি গড়ে উঠছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কলেজ চত্বরে। প্রথমটি চালু হল আইআইটি দিল্লিতে। এখানে ডাক পরিষেবার ধরনটাই আলাদা। আরও নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গড়ে তোলা হচ্ছে এই ধরনের ডাকঘর। খুব শীঘ্রই আরও ৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের ডাকঘর চালু হবে।

রেড রোডস, গ্রিন ইন্টেন্ট : ভারতের প্রথম টেবিল-টপ রেড মার্কিং

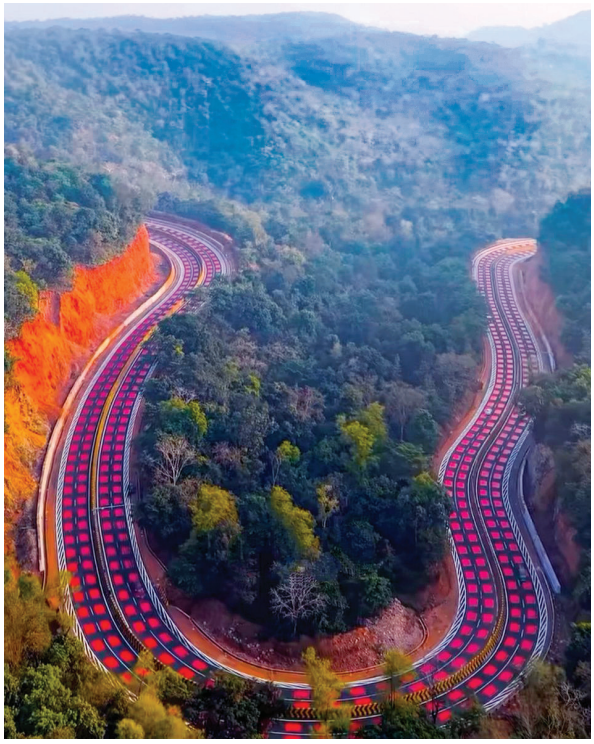

ভারতে সড়ক পরিষেবা দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের আওতাধীন জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ পরিকাঠামো বিকাশের ধরনটাই আমূল পালটে দিচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ৪৫ নং জাতীয় সড়কের ১২ কিলোমিটার অংশে বন্যপ্রাণীদের যাতায়াতের ২৫টি আন্ডারপাসে টেবিল-টপ রেড মার্কিং করা হয়েছে। এই এলাকাগুলি মধ্যপ্রদেশের বীরাঙ্গনা দুর্গাবতী ব্যাঘ্র সংরক্ষণ অঞ্চলে। জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগের সুবাদে ৪৫ নং জাতীয় সড়কের এই অংশটি দেশের প্রথম বন্যপ্রাণ সহায়ক মহাসড়ক হয়ে উঠেছে।

এই কাজ করা হয়েছে দুবাইয়ের শেখ জায়েদ রোডের অনুকরণে। রাস্তার নির্দিষ্ট অংশগুলিতে ৪৫ মিলিমিটার পুরু লাল রঙের থার্মোপ্লাস্টিক সেঁটে দেওয়া হয়েছে। ফলে, গাড়ির চালকরা সহজেই সচেতন হয়ে উঠতে পারেন। রাস্তা সামান্য উঁচু থাকায় স্বাভাবিকভাবেই গাড়ির গতি কমিয়ে দেন তাঁরা।

বড় সাফল্য...

সব থেকে ভারী উপগ্রহের উৎক্ষেপণ

এলভিএম৩-এম৬-এর সফল উৎক্ষেপণ ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির আরও একটি বড় সাফল্য। এলভিএম৩-এম৬-ব্লু বার্ড ব্লক-২ একটি বাণিজ্যিক অভিযান। এর সুবাদে ভারতের মাটি থেকে উৎক্ষেপিত সবচেয়ে ওজনদার উপগ্রহ – আমেরিকার 'ব্লু বার্ড ব্লক-২' বাণিজ্যিক উপগ্রহকে পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে পাঠানো হয়েছে। এই উপগ্রহটি ব্লু বার্ড ব্লক-২ উপগ্রহগুলির নতুন সংস্করণ, যা মহাকাশ থেকে মোবাইল ফোনে সরাসরি ব্রডব্যান্ড পরিষেবা দিতে পারে। ভারতীয় উৎক্ষেপণ যানটির ওজন ৬৪০ টন এবং সেটি ৪৩.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ। ভূস্থানিক কক্ষপথে ৪,২০০ কেজি ওজন পর্যন্ত ভার নিয়ে যেতে সক্ষম এই উৎক্ষেপণযান। এলভিএম৩-র এটি ছিল ষষ্ঠ উড়ান। এর আগে এলভিএম৩-র মাধ্যমে চন্দ্রযান২, চন্দ্রযান৩ এবং দুটি ওয়ানওয়েব অভিযান সম্পন্ন হয়েছে।

এই উৎক্ষেপণের পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামাজিক মাধ্যমে বলেন, এলভিএম৩-এম৬-এর সফল উড়ান ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির আরেকটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ভারি উপগ্রহ মহাকাশে নিয়ে যেতে ভারতের সাফল্য প্রমাণিত এবং সারা বিশ্বে বাণিজ্যিক উৎক্ষেপণের ক্ষেত্র হিসেবে দেশকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলায় এই বিষয়টি বিশেষভাবে সহায়ক। পাশাপাশি এই সাফল্য আত্মনির্ভর ভারতের দিকে আমাদের যাত্রাতেও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দেশের মহাকাশ বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী।

'প্রগতি'-র ৫০তম বৈঠক

৮৫ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্পে গতি এনেছে 'প্রগতি'

বিগত দশকে প্রশাসনিক সংস্কৃতিতে বড় ধরনের রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেছে ভারত। উপযুক্ত সময়ে সিদ্ধান্ত, কার্যকর সমন্বয় এবং সুনির্দিষ্ট দায়বদ্ধতা প্রশাসনিক কাজকর্মে স্বাভাবিকভাবেই গতি আনে। তার প্রত্যক্ষ প্রভাব নাগরিকদের জীবনে পরিলক্ষিত।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

নতুন ভারত প্রকল্প রূপায়নে বিলম্ব নয় বরং নির্ধারিত সময়ের আগেই তা সম্পন্ন করায় বিশ্বাস করে। ৩১ ডিসেম্বর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সক্রিয় প্রশাসন এবং সময়োপযোগী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত আইসিটি-সক্ষম মাল্টি-মডেল প্ল্যাটফর্ম, প্রগতির ৫০তম বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন। সেখানে পাঁচটি রাজ্যের ৪০,০০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্প পর্যালোচনা করা হয়। গত দশকে, প্রগতি পরিমণ্ডল ৮৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রকল্পের রূপায়ণ ত্বরান্বিত করেছে। ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে, প্রগতি মঞ্চে ৩৭৭টি প্রকল্পের পর্যালোচনা হয়েছে। এইসব কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত জটিলতার ৯৪% (৩,১৬২টির মধ্যে ২,৯৫৮টি) সমাধান করা হয়েছে, যা বিলম্ব, ব্যয় বৃদ্ধি এবং সমন্বয়ের ব্যর্থতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে ভারত দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েচে প্রগতির প্রাসঙ্গিকতা। সংস্কারের গতি বজায় রাখতে এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রগতি মঞ্চ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন, পিএম-শ্রী প্রকল্পটি সামগ্রিক এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জাতীয় মানদণ্ড হওয়া উচিত। এর বাস্তবায়নে নিছক পরিকাঠামো-কেন্দ্রিকতা নয়, দরকার কার্যকারিতা ভিত্তিক উদ্যোগ। তিনি সব রাজ্যের মুখ্য সচিবদের প্রধানমন্ত্রী-শ্রী প্রকল্পটি নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানান। প্রগতির পরবর্তী পর্যায়ের জন্য, প্রধানমন্ত্রী মোদী-র মন্ত্র হ'ল: "সরলীকরণের জন্য সংস্কার, প্রদানের জন্য কার্য সম্পাদন, প্রভাবের জন্য রূপান্তর।" ●

২০২৫
সংস্কারের বছর

উন্নত দেশ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে ভারতের যাত্রায় ২০২৫ বছরটি একটি নতুন মাইলফলক যোগ করেছে। এই সময়কালেই সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন প্রাণময়তা, কৃষি ক্ষেত্রে বিকাশ, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, দরিদ্র ও যুবাদের উন্নয়ন, বিজ্ঞানে অগ্রগতি, সমুদ্র পরিসরে সক্রিয়তা বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বলয় জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বমঞ্চে নতুন পরিচয় লাভ করেছে ভারত। ২০২৫-এ বিকাশমুখী কর্মকান্ডই স্বাভাবিক এক প্রবণতায় পরিণত হয়েছে – যার মূল নীতি হ'ল দেশ গঠন। ১১ বছরের ধারাবাহিক উন্নয়নের পর ২০২৫-এও নেওয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ নানা সংস্কারমূলক উদ্যোগ। এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী লিঙ্কডইন-এ পোস্ট করেছেন...

সারা বিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে ভারতের দিকে। এর কারণ এদেশের মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা। নতুন প্রজন্মের সংস্কারের মাধ্যমে ভারতে বিকাশ যেভাবে ত্বরান্বিত হয়েছে তাতে চমকিত বিশ্ব। বহু ক্ষেত্রিক সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নের দিশায় দ্রুত এগিয়ে চলেছে দেশ।

আমি অনেককেই বলছি যে ভারত এখন রিফর্ম এক্সপ্রেসের সওয়ার।

এই রিফর্ম এক্সপ্রেসের মূল চালিকা শক্তি হল ভারতের জনবিন্যাস – আমাদের তরুণ প্রজন্ম এবং মানুষের অদম্য স্পৃহা।

২০২৫-কে মনে রাখা হবে এমন একটি বছর হিসেবে যখন জাতীয় অভিযান হিসেবে সংস্কার কর্মসূচি সাধিত হয়েছে – যার ভিত গড়ে উঠেছে আগের ১১ বছর ধরে। আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আধুনিকীকরণ, প্রশাসনকে জটিলতা মুক্ত করা এবং দীর্ঘমেয়াদী, অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশের ভিত গড়েছি।

আমরা এগিয়েছি দৃঢ় পদক্ষেপে – উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কর্মসম্পাদনায় দ্রুতি এবং মূলগত পরিবর্তনকে পাথেয় করে। এই সংস্কার কর্মসূচির মূল কথা হল নাগরিকদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করা, উদ্যোগপতিদের উদ্ভাবনামূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা নিয়ে আসা।

সংস্কারের কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরি।

জিএসটি সংস্কার

- স্পষ্ট দ্বিস্তরীয় কাঠামো – ৫% এবং ১৮%।
- সাধারণ পরিবার, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্র, কৃষক এবং শ্রমনিবিড় ক্ষেত্রগুলির উপর বোঝা কমেছে।
- লক্ষ্য হ'ল বিবাদ কমানো এবং স্বেচ্ছায় বিধি পালনে উৎসাহিত করা।
- এই সংস্কারের সুবাদে উপভোক্তার চাহিদা বেড়েছে। উৎসবের মরশুমে বিক্রিবাটাও বেড়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উপকৃত

- "ছোট সংস্থা"র সংজ্ঞা পরিমার্জিত – লেনদেন ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত হলে এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত।
- বাধ্যবাধকতার বোঝা হ্রাস এবং হাজার হাজার সংস্থার ব্যয়সাশ্রয়।

নজিরবিহীন স্বস্তিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী

- এই প্রথম ১২ লক্ষ টাকা আয় পর্যন্ত কর দিতে হবে না।
- সেকেলে, ১৯৬১-র আয়কর আইনের জায়গা নিয়েছে আয়কর আইন ২০২৫।
- সব মিলিয়ে এইসব সংস্কার স্বচ্ছ এবং প্রযুক্তিচালিত কর প্রশাসনের দিকে নিয়ে যাবে দেশকে।

বীমা ক্ষেত্রে সংস্কার – ১০০% এফডিআই

- ভারতীয় বীমা সংস্থায় ১০০% এফডিআই অনুমোদিত।
- এর ফলে আরও বেশি সংখ্যায় মানুষ বীমার আওতায় আসবেন।
- প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং মানুষের কাছে বীমা সংস্থা বেছে নেওয়ারও আরও বেশি সুযোগ।

সমুদ্র পথ ও নীল অর্থনীতি সংক্রান্ত সংস্কার

- সংসদের একটি মাত্র অধিবেশনে, অর্থাৎ বর্ষাকালীন অধিবেশনে এ সংক্রান্ত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ আইন গৃহীত হয়েছে: বিল অফ ল্যাডিং অ্যাক্ট ২০২৫; ক্যারেজ অফ গুডস বাই সি বিল ২০২৫; কোস্টাল শিপিং বিল ২০২৫; মার্চেন্ট শিপিং বিল ২০২৫ এবং ইন্ডিয়ান পোর্টস বিল ২০২৫।
- এসব সংস্কার নথি সংরক্ষণ সহজ করার পাশাপাশি বিবাদ নিষ্পত্তিতে দ্রুতি আনবে, কমবে লজিস্টিক্সের খরচ।
- ১৯০৮, ১৯২৫ এবং ১৯৫৮-র সেকেলে আইন বাতিল হয়েছে।

শেয়ার বাজারে সংস্কার

- সংসদে সিকিউরিটি মার্কেট কোড বিল পেশ হয়েছে। এর ফলে সেবির প্রশাসনিক বিধির আওতা বাড়বে। লগ্নিকারীরা আরও সুরক্ষিত থাকবেন, কমবে বাধ্যবাধকতার বোঝা এবং বিকশিত ভারতের উপযোগী প্রযুক্তিচালিত সিকিউরিটি বাজার গড়ে উঠবে।
- বাধ্যবাধকতার বোঝা কমায় অকারণ খরচও কমবে এবং সঞ্চয় বাড়বে।

জন বিশ্বাস...অকারণে ফৌজদারি অপরাধীর তকমা দেওয়ার দিন শেষ

- বেশ কয়েকশো সেকেলে আইন বাতিল হয়েছে।
- খারিজ এবং সংশোধন বিল ২০২৫-এর মাধ্যমে ৭১টি আইন বাতিল হয়েছে।

ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস জোরদার হওয়া

- বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম তন্তু, প্লাস্টিক, সাধারণ ধাতুর ক্ষেত্রে গুণমান যাচাই সংক্রান্ত ২২টি কিউসিও বাতিল করা হয়েছে, ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সংকর ধাতু, ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে ৫৩টি কিউসিও আপাতত স্থগিত।
- এর ফলে, পোশাক রপ্তানিতে ভারতের অংশ বাড়বে; জুতো, গাড়ি প্রভৃতি শিল্পে উৎপাদন ব্যয় কমবে; কমদামে বৈদ্যুতিন পণ্য, বাইসাইকেল কিংবা গাড়ির যন্ত্রাংশ কিনতে পারবেন মানুষ।

ঐতিহাসিক শ্রম সংস্কার

- বিভিন্ন শ্রম আইনের নতুন চেহারা দেওয়া হয়েছে, বিচ্ছিন্ন ২৯টি আইনকে চারটি আধুনিক বিধিতে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।
- ভারত এমন এক শ্রম কাঠামো তৈরি করেছে যাতে কর্মীর স্বার্থরক্ষার পাশাপাশি বাণিজ্য পরিমণ্ডল জোরদার হয়।
- এসব সংস্কারের লক্ষ্য ন্যায্য মজুরি, সময় মতো মজুরি প্রদান, কাজের সুষ্ঠু পরিমণ্ডল, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- এর ফলে কাজের দুনিয়ায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়বে।
- অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদেরও ইএসআইসি এবং ইপিএফও-র আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতীয় পণ্যের জন্য বিশ্বের বাজার

- নিউজিল্যান্ড, ওমান এবং ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত। এর ফলে, বিনিয়োগ বাড়বে, কর্মসংস্থানে গতি আসবে এবং স্থানীয় উদ্যোগপতিরা উৎসাহিত হবেন। বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অংশীদারিত্ব সুদৃঢ় হবে।
- সুইৎজারল্যান্ড, নরওয়ে, আইসল্যান্ড এবং লিখটেনস্টাইন-কে নিয়ে গঠিত ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংগঠনের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হয়েছে। এটি উন্নত ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে ভারতের প্রথম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি।

পরমাণু শক্তি ক্ষেত্রে সংস্কার

- ভারতের পরিবেশবান্ধব শক্তি ক্ষেত্র এবং প্রযুক্তিগত যাত্রায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ শান্তি আইন (সাস্টেনেবল হার্নেসিং অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অফ নিউক্লিয়ার এনার্জি ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া - এসএইচএএনটিআই)।
- এর ফলে পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের ক্ষেত্রে একটি নিরাপদ ও শক্তিশালী পরিমণ্ডল গড়ে উঠবে।
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে ডেটা সেন্টার, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও উৎপাদন ক্ষেত্রে জ্বালানির বর্ধিত চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে।
- স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কৃষি, খাদ্য উৎপাদন, জল ব্যবস্থাপনা, শিল্প ক্ষেত্র, গবেষণা প্রভৃতি অসামরিক ক্ষেত্রে পরমাণু প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বাত্মক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে।
- বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণের নতুন পথ খুলে যাবে। উদ্ভাবনা এবং দক্ষতায়নের কাজে গতি আসবে। ভারতের তরুণ প্রজন্ম অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং পরবর্তী প্রজন্মের জ্বালানি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে পারবেন।
- লগ্নিকারী, উদ্ভাবক এবং আন্তর্জাতিক নানা প্রতিষ্ঠানের সামনে ভারতের সঙ্গে অংশীদারিত্বের সুযোগ বাড়বে। গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক জ্বালানি পরিমণ্ডল।

গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সংস্কার

- বিকশিত ভারত-জি রাম জি আইন ২০২৫ রোজগার গ্যারান্টি ফ্রেমওয়ার্ক ১০০ দিনের বদলে ১২৫ দিন কাজ পাওয়া নিশ্চিত করবে।
- এর ফলে, গ্রামীণ পরিকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বাড়বে, গ্রাম ভারতের মানুষের জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রেও তা হবে সহায়ক।
- গ্রামীণ কর্মকাণ্ড অধিকতর আয় এবং উন্নততর সম্পদ সৃজনের অনুঘটক হয়ে উঠবে।

শিক্ষা সংক্রান্ত সংস্কার

- সংসদে বিল পেশ হয়েছে।
- সংযুক্তিকরণের ভিত্তিতে একটি মাত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থা গড়ে তোলা হবে।
- ইউজিসি, এআইসিটিই কিংবা এনসিটি-র মতো সংস্থাকে এক ছাতার তলায় এনে গড়ে উঠবে বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান।
- প্রাতিষ্ঠানিক স্বয়ংশাসন জোরদার হবে, উদ্ভাবনা এবং গবেষণার পালে হাওয়া লাগবে।

২০২৫-এ সাধিত সংস্কার কর্মসূচিগুলি শুধুমাত্র মাত্রার দিক থেকে নয়, তাদের মূলে থাকা চিন্তা ও দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের সরকার নিয়ন্ত্রণের বদলে প্রকৃত অর্থে সহযোগিতায় ও সহায়তায় বিশ্বাসী – যা আধুনিক গণতন্ত্রের মূল কথা। ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক সংস্থা, তরুণ পেশাদার, কৃষক, কর্মী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা মাথায় রেখে এই সংস্কার কর্মসূচিতে হাত দেওয়া হয়েছে। আলাপ আলোচনা, তথ্য সংগ্রহের উপর ভিত্তি করে ভারতের সাংবিধানিক মূল্যবোধকে সামনে রেখে এই কাজ হয়েছে। এর ফলে, নিয়ন্ত্রণ-ভিত্তিক অর্থনীতি থেকে বিশ্বাস ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের দিকে আমাদের যাত্রা আরও গতি পাবে। যাবতীয় উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন দেশের নাগরিকরা।

স্বাবলম্বী ও সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে এই সংস্কার কর্মসূচি। আমাদের বিকাশ যাত্রার মূল লক্ষ্য হল বিকশিত ভারতের স্বপ্নপূরণ। আগামী বছরগুলিতে সংস্কারের এই ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবো আমরা।

দেশে ও দেশের বাইরে থাকা ভারতের প্রতিটি নাগরিককে আমি এই দেশের বিকাশ আখ্যানে নিজেদের অবদান ও সংযোগ আরও গভীরতর করার আহ্বান জানাচ্ছি। ভারতের উপর আস্থা রাখুন এবং আমাদের মানবসম্পদে বিনিয়োগ করুন! ●

প্রধানমন্ত্রীর নিবন্ধটি পড়তে এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

ভারতের নির্বাচন কমিশন

ভারতীয় গণতন্ত্র

ভোটার, সংস্কার এবং ভবিষ্যৎ

ভারত হল বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের দেশ। গণতন্ত্রে জনাদেশই সবার ওপরে, যা নাগরিকদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রতিপালন করা হয়ে থাকে। ভারত শুধুমাত্র বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রই নয়, সেইসঙ্গে অত্যন্ত প্রাণবন্ত দেশও। গণতন্ত্রে জনাদেশই সবার ওপরে এবং নাগরিকদের ভোট দানের অধিকারের মাধ্যমে এই জনাদেশ নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সময়ে ভোটার তালিকাকে সংশোধন করা কিংবা নীতি, উদ্যোগ এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করা, ক্ষমতায়ন ও নির্বাচনী সংস্কারের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বিগত দশকগুলিতে এই প্রয়াস গণতন্ত্রকে আরও মজবুত এবং সমৃদ্ধ করেছে। দেশ এখন বিকশিত ভারতের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার পথে এগোচ্ছে, তাই গণ পরিষদে বাবাসাহেব আম্বেদকরের বার্তা অনুসরণ করে ‘এক ব্যক্তি, এক ভোট, এক মূল্য’ নীতিকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংস্কারের ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে...

২৫ জানুয়ারি, ১৬তম জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন, ২০২৬ সালটি ভারতের জন্য আরও একটি গর্বের মুহূর্ত নিয়ে এসেছে। এই বছর ভারত কাউন্সিল অফ মেম্বার স্টেটস অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স (ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ)-র সভাপতিত্বের দায়িত্ব পেয়েছে। এই উপলক্ষে আসুন, আমরা দেখে নিই, প্রযুক্তির শক্তি কীভাবে মানুষের ক্ষমতায়ন ঘটিয়েছে এবং ভারতের ভোটদান প্রক্রিয়াকে নিরবচ্ছিন্ন, কার্যকর এবং আধুনিক করে তুলেছে।

ভারতে নির্বাচন শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং সরকার গঠনের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, সেইসঙ্গে এটিকে গণতন্ত্রের বড় উৎসব হিসেবে উদযাপন করা হয়, প্রকৃত অর্থে মানুষের উদযাপন। গণতন্ত্রের ধাত্রীভূমি বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারতে এ বছরের ২৫ জানুয়ারি ১৬তম জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন। ভারত এ বছর কাউন্সিল অফ মেম্বার স্টেটস অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স (ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ)-এর সভাপতিত্বের দায়িত্ব পেয়েছে। দুই দশক পর ভারতে ভোটার তালিকা পরিশুদ্ধ করার লক্ষ্যে এক বিশেষ অভিযান চলছে। গণতন্ত্রের মন্দির সংসদে নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল, স্বাধীনতার ১০০তম বর্ষে বিকশিত ভারতে পরিণত হওয়ার পথে যাত্রা শুরু করেছে দেশ এবং গণতন্ত্রের এই যাত্রাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভারতের নির্বাচন কমিশন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দেশের কোটি কোটি মানুষ তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচনের লক্ষ্যে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকেন। একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের এটাই হচ্ছে প্রকৃত চেতনা। এটাই হচ্ছে মূল ভিত্তি, যার ওপর ভারতীয় গণতন্ত্রের অনন্য কাঠামো তৈরি হয়েছে। স্বাধীনতার পর সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারত সংসদীয় গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে। এই ব্যবস্থায় প্রাপ্ত বয়স্কদের সর্বজনীন ভোটদানের মধ্যে দিয়ে প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করা হয়। সংবিধান প্রণেতারা নির্বাচন কমিশনের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন, যা এর প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে নিজের সাক্ষ্য বহন করছে। ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০-এ ভারতের সংবিধান কার্যকর করা হয় এবং এর একদিন আগে ২৫ জানুয়ারি ১৯৫০-এ নির্বাচন কমিশন আত্মপ্রকাশ করে। দেশ একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হওয়ার একদিন আগেই নির্বাচন কমিশন তৈরি হয়, কারণ সংবিধান প্রণেতারা জানতেন যে, অবাধ এবং শক্তিশালী নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই একমাত্র প্রাণবন্ত গণতন্ত্র সম্ভব। কোনও সন্দেহ নেই যে, সংবিধান প্রণেতাদের কাছে নির্বাচন কমিশন ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সংবিধানের ৩২৪ ধারায় নির্বাচন কমিশনকে লোকসভা, রাজ্যসভা, রাজ্যগুলির বিধানসভা, রাজ্যগুলির বিধান পরিষদ এবং রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এ পর্যন্ত ১৮টি লোকসভা নির্বাচন এবং ৪০০টির বেশি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন করেছে, যা ২৫ জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে এর প্রাসঙ্গিকতার প্রমাণ দিয়েছে।

গণতন্ত্রের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য

ভারত আজ বিশ্ব গণতন্ত্রের ধ্রুবতারা হয়ে উঠেছে। যে কোনও গণতন্ত্রিক দেশে 'নির্বাচন' শব্দটি সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রতীক। গোটা

গণতন্ত্র

ভারতীয় গণতন্ত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

মহিলা ভোটারের সংখ্যা (১৯৫২-২০২৪)

নির্বাচনের বছর	মহিলা ভোটারের সংখ্যা
১৯৫২	-
১৯৫৭	৯.২১+
১৯৬২	-
১৯৬৭	-
১৯৭১	১৩.০৬+
১৯৭৭	১৫.৪১+
১৯৮০	১৭.০৬+
১৯৮৪-৮৫	১৯.২৩+
১৯৮৯	২৩.৬৮+
১৯৯১-৯২	২৪.২৫+
১৯৯৬	২৮.২৭+
১৯৯৮	২৮.৯১+
১৯৯৯	২৯.৫৭+
২০০৪	৩২.১৯+
২০০৯	৩৪.২২+
২০১৪	৩৯.৭০+
২০১৯	৪৩.৮৫+
২০২৪	৪৭.৬৩+

(ভোটারের সংখ্যা কোটিতে)

বিশ্ব এখন ভারতকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী গণতন্ত্রের দেশ হিসেবে মেনে নিয়েছে। স্বাধীন সংস্থা হিসেবে ভারতের নির্বাচন কমিশন দেশের এই

বিশ্বের বৃহত্তম নির্বাচনী প্রক্রিয়া- ২০২৪

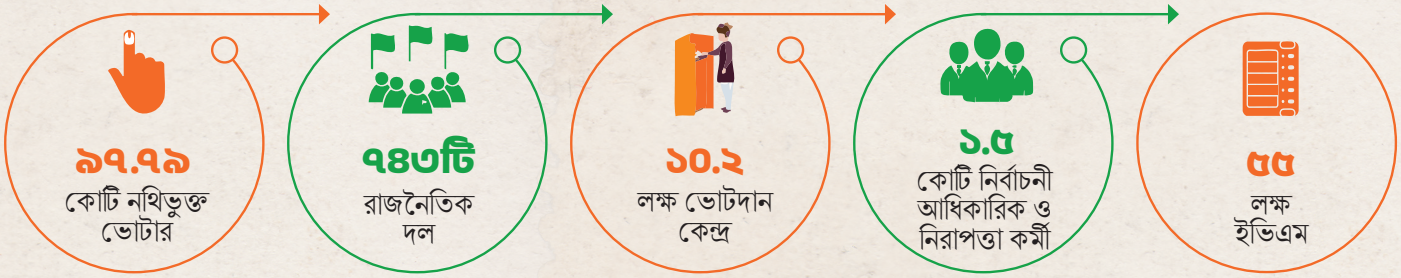

লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে ৩৩% সংরক্ষণের জন্য আইন পাশ

গণতন্ত্রে শুধুমাত্র ভোটদান নয়, নেতৃত্বের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রেও মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। ১৯৫৭তে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর হার ছিল মাত্র ৩%। ২০২৪-এ এই অংশগ্রহণের হার বেড়ে হয়েছে ১০% এবং প্রথম লোকসভায় নির্বাচিত মহিলা সদস্যের সংখ্যা ছিল ২২ এবং দ্বিতীয় লোকসভায় ২৭, ১৭তম এবং ১৮তম লোকসভায় তা বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ৭৮ ও ৭৫। ২০২৩-এ নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম আইন পাশ হয়েছে। এতে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে। একইভাবে ১৯৫২তে রাজ্যসভায় মোট মহিলা সদস্যের সংখ্যা ছিল ১৫, যা এখন বেড়ে হয়েছে ৪২। এটি হল মোট সদস্যের প্রায় ১৭%। অন্যদিকে দেশের পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রায় ১.৪৫ মিলিয়ন নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধি রয়েছেন, যা মোট নির্বাচিত প্রতিনিধির প্রায় ৪৬%। এটি বিশ্বে অনন্য। দেশের ২১টি রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলিতে ৫০% সংরক্ষণ রয়েছে, যেখানে ৩৩% সংরক্ষণের নির্দেশ রয়েছে।

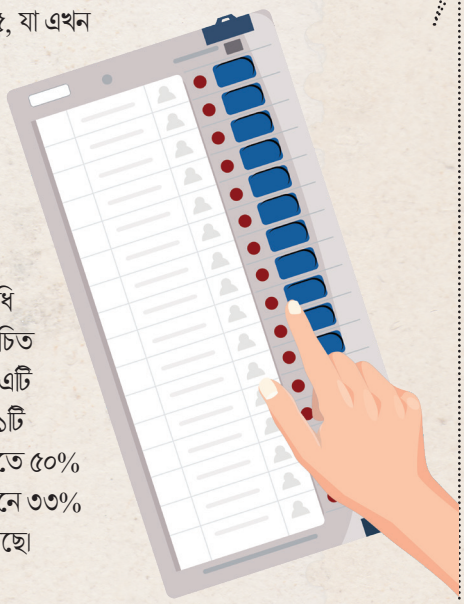

প্রতিটি লোকসভায় কত ভোটার নথিভুক্ত হয়েছিলেন?

নির্বাচন	ভোটারের সংখ্যা (ভোটারের সংখ্যা কোটিতে)	ভোট দানের হার
প্রথম	১৭.৩২+	৪৫.৬৭%
দ্বিতীয়	১৯.৩৬+	৪৭.৭৪%
তৃতীয়	২১.৬৩+	৫৫.৪২%
চতুর্থ	২৫.০২+	৬১.০৪%
পঞ্চম	২৭.৪১+	৫৫.২৭%
ষষ্ঠ	৩২.১১+	৬০.৪৯%
সপ্তম	৩৫.৬২+	৫৬.৯২%
অষ্টম	৪০.০৩+	৬৪.০১%
নবম	৪৯.৮৯+	৬১.৯৫%
১০ম	৫১.১৫+	৫৫.৮৮%
১১তম	৫৯.২৫+	৫৭.৯৪%
১২তম	৬০.৫৮+	৬১.৯৭%
১৩তম	৬১.৯৫+	৫৯.৯৯%
১৪তম	৬৭.১৪+	৫৮.০৭%
১৫তম	৭১.৬৯+	৫৮.২১%
১৬তম	৮৩.৪০+	৬৬.৪৪%
১৭তম	৯১.১৫+	৬৭.৪০%
১৮তম	৯৭.৭৯+	৬৫.৭৯%

স্বীকৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুতপক্ষে ভারতে প্রজাতান্ত্রিকতার এক সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। ভারতের স্বাধীনতার পর সংবিধানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের লালন-পালন করা হয়েছে। হাজার হাজার বছরের পুরনো প্রজাতান্ত্রিক পরম্পরা থেকে এর অনুপ্রেরণা মিলেছে। সম্ভবত সেই কারণেই এই সময়ে বিশ্বজুড়ে যখন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, তখন ভারতের গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে চলেছে। বৈশালী, কপিলাবস্তু এবং মিথিলা থেকে ভারত শিখেছে যে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটি শ্রেণী বা রাজত্বের একচেটিয়া অধিকার থাকতে পারে না।

দেশে একজনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে আমরা ভোট দিতে দেব না। আমাদের নীতি হল - ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম চিহ্নিত করে বাদ দেওয়া এবং তাঁদের প্রত্যর্পণ করা। সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা তাঁদের চিহ্নিত করব, বাদ দেব এবং প্রত্যর্পণ করব।

অমিত শাহ, *কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী*
(লোকসভায় নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে আলোচনার সময়)

গণতন্ত্রে মানুষের ইচ্ছাই সবার ওপরে। শিক্ষিত ভোটাররাই হলেন নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মেরুদণ্ড। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ভারতের যাত্রার একদিন আগেই ভারতের নির্বাচন কমিশনের যাত্রার সূচনা হয়েছিল। নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তুলতে নির্বাচন কমিশন ধারাবাহিকভাবে যথার্থ পদক্ষেপ নিয়েছে। একটি শক্তিশালী নির্বাচনী ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে ভারতের নির্বাচন কমিশন গোটা বিশ্বের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

গোটা বিশ্বের মানুষ ভোটাধিকার পেতে কঠোর লড়াই করেছেন। গণ পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে সংবিধান বিশেষজ্ঞ আহ্লাদি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারকে সরকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাফল্যের মূল ভিত্তি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। উন্নত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উৎকর্ষতার দিক থেকে আদর্শ গণতন্ত্র হিসেবে মনে করা হয়। দশকের পর দশক ধরে লড়াই, অবিচল সাহস ও দৃঢ় সংকল্পকে সঙ্গী করে সেখানে মহিলাদের ভোটাধিকার অর্জিত হয়েছিল। ব্রিটেনেও ভোটের অধিকার পেতে মহিলাদের দীর্ঘ লড়াই চালাতে হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতে একেবারে শুরু থেকেই ২১ বছর বা তার বেশি বয়সীদের ভোটাধিকারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। পরে ভোটারদের বয়স কমিয়ে ১৮ বছর করা হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা, ধর্ম, জাতি বা বর্ণ নির্বিশেষে ধনী বা গরিব সমস্ত নারী-পুরুষের ভোটাধিকার রয়েছে এবং প্রতিটি ব্যক্তির ভোটকে সমান মূল্য দেওয়া হয়। মহিলাদের ভোটাধিকারের জন্য বিশ্বজুড়ে অভিযানের দৃষ্টিকোণ থেকেই ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি দেশ স্বাধীন হয়েছিল ১৭৭৬ সালে। কিন্তু সেদেশের নারীদের ভোটাধিকার পেতে ১৪৪ বছর সময় লেগেছিল। যে ইংল্যান্ডের অনুকরণে ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, সেখানে ১৯১৮ সালে ৩০ বছরের বেশি বয়সী মহিলারা ভোটাধিকার পেয়েছিলেন এবং ১৯২৮-এ সমস্ত মহিলার ভোটাধিকার অনুমোদন করা হয়েছিল। অন্যদিকে, ভারতে একেবারে প্রথম দিন থেকেই মহিলারা ভোটাধিকার পেয়েছিলেন। গণ পরিষদে যখন এই বিষয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তখন বাবাসাহেব আম্বেদকর বলেছিলেন যে, ভারতের পর বহু দেশ স্বাধীনতা অর্জন করবে এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে ভারতের পথ দেখানো উচিত। তিনি বলেছিলেন, যদি আমরা প্রত্যেককে ভোটাধিকার দিই এবং এক ব্যক্তি, এক ভোট, এক মূল্যের নীতি গ্রহণ করি, তবে এর প্রভাব গোটা বিশ্বে অনুভূত হবে। বাবাসাহেব যখন গণ পরিষদে একথা বলেছিলেন, তখন এক সদস্য প্রশ্ন তুলে বলেছিলেন, মহিলারা যেহেতু শুধুমাত্র পরিবারের কর্তার ইচ্ছানুযায়ী ভোট দিয়ে থাকেন,

নির্বাচন

কমিশন ১৮টি লোকসভা এবং ৪০০টির বেশি বিধানসভার নির্বাচন পরিচালনা করেছে

প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ৭৫ বছরে নির্বাচন কমিশন ১৮টি সাধারণ নির্বাচন, অসংখ্য রাজ্যসভার নির্বাচন, ৪০০টির বেশি বিধানসভা নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি পদে ১৬টি নির্বাচন এবং উপরাষ্ট্রপতি পদে ১৭টি নির্বাচন পরিচালনা করেছে। ভারতের সংবিধানের ৩২৪ ধারা অনুযায়ী, ভারতের নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা তৈরি করে থাকে এবং সংসদ ও প্রতিটি রাজ্যের সমস্ত বিধানসভা নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন সম্পন্ন করে থাকে। সংবিধানের ৩২৪ থেকে ৩২৯ পর্যন্ত ধারাগুলিতে নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপ, দায়দায়িত্ব, কাঠামো এবং ক্ষমতার উল্লেখ রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ভূমিকা

আন্তর্জাতিকভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ভারতের নির্বাচন কমিশনের

ভারতের নির্বাচন কমিশন দেশে শুধুমাত্র মুক্ত ও অবাধ নির্বাচনই সুনিশ্চিত করেনি, সেইসঙ্গে বিশ্ব জুড়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯৯৫ সাল থেকেই ভারত আন্তর্জাতিক আইডিইএ-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে কাজ করে আসছে। এই সংস্থা বিশ্ব জুড়ে গণতন্ত্র এবং নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। ২০২৬-এ এর কাউন্সিল চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এই পর্বে ভারত "অন্তর্ভুক্তিমূলক, শান্তিপূর্ণ, বলিষ্ঠ এবং সুস্থিতিশীল গণতন্ত্র"-এর ওপর নজর দেবে। পাশাপাশি আইআইআইডিইএম-এর মাধ্যমে বিশ্ব জুড়ে ভারতের নির্বাচনী অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে।

১৪২টি দেশের অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণদান

নির্বাচন কমিশন ২৮টি দেশের নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত সংস্থা এবং ৩টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। জুন ২০১১তে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ১৫ বছরে এই প্রতিষ্ঠান ১৪২টি দেশের প্রায় ৩১৭০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য আন্তর্জাতিক স্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে। মিশর, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, রাশিয়া, কাজাখস্তান, ভেনিজুয়েলা, মেক্সিকো, নামিবিয়া এবং গিনির মতো দেশগুলিতে পর্যবেক্ষক ও বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

তাই তাঁদের কেন ভোটাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এই প্রশ্নের উত্তরে বাবাসাহেব বলেছিলেন "এটি কোনও কারণ হতে পারে না। ভারতীয় মহিলারা বুদ্ধিমতী এবং তাঁরা ভোটে অংশ নিলে গণতন্ত্র মজবুত হবে।" আজ তার ফল দেখা যাচ্ছে। ভোটদান প্রক্রিয়ায় মহিলারা প্রচুর সংখ্যায় অংশ নিচ্ছেন।

বিশেষ নিবিড় সংশোধনী: শুদ্ধিকরণের ভিত্তি

বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)কী? যদি একজন ভোটার মৃত হন, তখন তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া উচিত। যাঁরা ১৮ বছরে পা রেখেছেন, তাঁদের নাম যুক্ত হওয়া উচিত। যাঁদের নাম একাধিক জায়গার ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত রয়েছে, তাঁদের নাম বাদ দেওয়া উচিত এবং বিদেশী নাগরিকদের নাম সতর্কতার সঙ্গে বাদ দেওয়া উচিত। এটাই হল নিবিড় সংশোধনী। এটি হচ্ছে ভোটার তালিকার শুদ্ধিকরণ। দ্রুত নগরায়ন, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের জন্য স্থানান্তর এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের কারণে নাগরিকদের বাসস্থান প্রায়ই বদলে যায়, তাঁদের বসতি স্থল নির্ধারণ করা জরুরি হয়ে পড়ে।

ভোট-কথা

হাতিদের রক্ষায় দল মোতায়েন

ঘটনাটি ঘটেছিল মেঘালয়ের ৫৫ সলমনপাড়া নির্বাচনী এলাকায়। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় হাতিদের নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে দূরে রাখতে বন দপ্তরের আধিকারিকরা এক জরুরি বৈঠক করেন। বৈঠকের পর স্থির হয় যে, ১৯টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র, যেখানে হাতিরা সমস্যা তৈরি করতে পারে, সেখানে বন কর্মীদের নিয়ে গঠিত ৫টি দল মোতায়েন করা হবে।

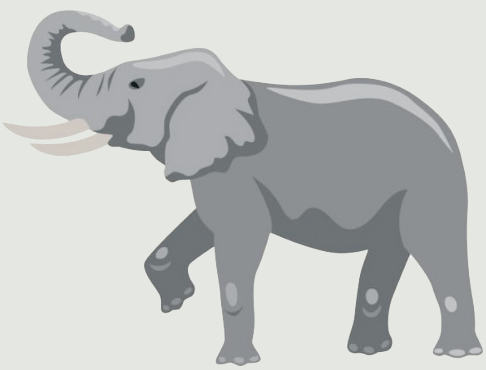

‘এক দেশ-এক ভোটার তালিকা’ এবং ‘এক দেশ-এক নির্বাচন’ নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখা উচিত। যখন আলাপ-আলোচনা হয়, যখন দুই পক্ষ এক জায়গায় আসে এবং মতবিনিময় হয়, একমাত্র তখনই সবচেয়ে ভালো সমাধান বেরিয়ে আসে। এই আলোচনা বন্ধ করা উচিত নয় ; এটি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া উচিত। গণতন্ত্রে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পথ।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

মানুষ প্রায়ই নতুন নির্বাচনী কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত করে থাকেন, কিন্তু পূর্ববর্তী কেন্দ্র থেকে তাঁদের নাম বাতিল করেন না। এর ফলে কখনও কখনও একাধিক জায়গায় নাম নথিভুক্ত থাকে। অবৈধ অনুপ্রবেশ আজ একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই গণতন্ত্রে ভোটার তালিকা সংশোধন আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, গোটা দেশে নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির লক্ষ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চালানোর বৈধ এবং সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে নির্বাচন কমিশনের।

বাবাসাহেব আম্বেদকর গণ পরিষদে যা বলেছিলেন, তা ভোটার তালিকা সংশোধন এবং এসআইআর-এর ক্ষেত্রেও মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছিলেন, “রাজনীতিতে আমরা এক ব্যক্তি, এক ভোট, এক মূল্য নীতির পক্ষে সওয়াল করে থাকি।” এটাই আজ নির্বাচন কমিশনের ভাবনায় স্থান পেয়েছে। একজন ব্যক্তির একটি মাত্র ভোট থাকা উচিত এবং সেই ভোটের সমান মূল্য থাকা উচিত। বাবাসাহেবের মতে, অবৈধ ভোটারদের নাম ভোটার তালিকায় থাকা উচিত নয় এবং বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া উচিত নয়। এটাই আজ স্পেশাল ইলেক্টোরাল রিভিশন (এসআইআর)-এর ভিত্তি হয়ে উঠেছে। এই প্রক্রিয়ায় কোনও বৈধ ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে না এবং তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে না। একইভাবে কোনও অবৈধ ব্যক্তিকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। এটি সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন পর্যায়ক্রমে এসআইআর প্রক্রিয়া চালিয়ে থাকে। সাংবিধানিক কাঠামো অনুযায়ী, ৩২৪ ধারার আওতায় নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকা তৈরির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গণ পরিষদে এই ক্ষমতা অনুমোদন করা হয়েছিল। এর অর্থ হল, একটি বিশ্বস্ত

নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগে নতুন আইন

সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগে এক প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়েছে। সংসদের উভয় কক্ষে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য নির্বাচন কমিশনারদের (অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কন্ডিশন্স অফ সার্ভিস অ্যান্ড টার্ম অফ অফিস) আইন, ২০২৩ সংসদের উভয় কক্ষে ডিসেম্বর ২০২৩-এ অনুমোদিত হয়েছে। আগের নির্বাচন কমিশন (কন্ডিশন্সস অফ সার্ভিস অফ ইলেকশন কমিশনার্স অ্যান্ড ট্রানজ্যাকশন অফ বিজনেস) আইন ১৯৯১-এর পরিবর্তে এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। সার্চ কমিটির প্যানেল অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী, একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা, কিংবা স্বীকৃত বিরোধী দলনেতা না থাকলে, বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতা কমিশনারদের নাম চূড়ান্ত করবেন। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে এই নিয়োগ চূড়ান্ত করা হবে। নতুন এই আইন কার্যকর হওয়ার আগে, সরকারের সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করতেন এবং প্রথা অনুযায়ী সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হত।

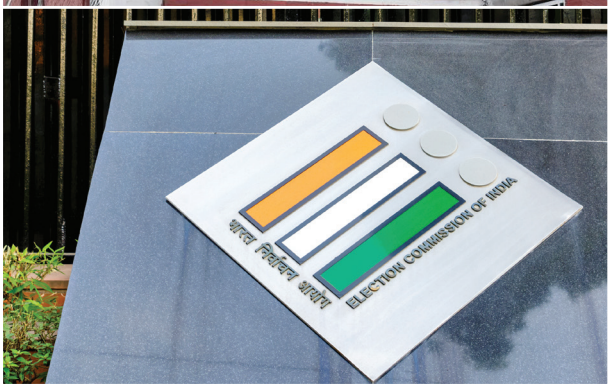

ভারতে নির্বাচনী ব্যবস্থার বিবর্তন

- ভারত হল বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ এবং গত ৭ দশক ধরে নির্বাচনী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অগ্রগণ্য প্রবক্তা হিসেবে কাজ করে চলেছে। ১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্ট দেশ যখন স্বাধীনতা অর্জন করে, তখন অন্যতম সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের মধ্যে ছিল প্রাপ্তবস্কদের সর্বজনীন ভোট দানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের পরিকল্পনা ও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।
- ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের একদিন আগে ২৫ জানুয়ারি, ১৯৫০-এ আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়।
- বিভিন্ন সময়ে এক সদস্যের বা বহু সদস্য বিশিষ্ট সংস্থা গঠনের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের ওপর অর্পণ করেছে সংবিধান। ২১ মার্চ, ১৯৫০-এ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়। বর্তমানে নির্বাচন কমিশনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সহ তিন জন সদস্য রয়েছেন, অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার হলেন, ডঃ সুখবীর সিং সান্ধু এবং ডঃ বিবেক যোশী।

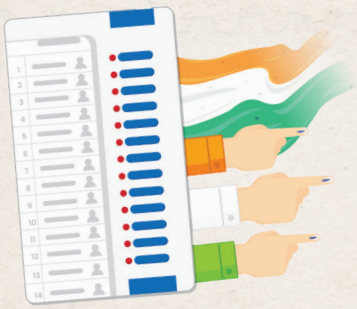

১৯৫০	আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন কমিশন গঠন।
১৯৮৯	১৬ অক্টোবর, ১৯৮৯-এ নির্বাচন কমিশনে সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে ৩ করা হয়।
১৯৯০	১ জানুয়ারি, ১৯৯০-এ নির্বাচন কমিশনকে আবার এক সদস্যের সংস্থায় পরিণত করা হয়।
১৯৯৩	১ অক্টোবর, ১৯৯৩-এ নির্বাচন কমিশনকে আবার ৩ সদস্যের সংস্থায় পরিণত করা হয়।

ভোটার তালিকা তৈরি করা কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। এই ধারা অনুযায়ী কমিশনকে তদারকি, নির্দেশ দান, ভোটার তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ এবং সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করার অধিকার দেওয়া হয়। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫০ এবং রেজিস্ট্রেশন অফ ইলেকটরস রুলস, ১৯৬০ (আরইআর-১৯৬০)-এর মাধ্যমে এই সাংবিধানিক সংস্থাকে আরও ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ৩২৬ ধারায় বলা হয়েছে, ১৮ বছর বয়সে পা দিলেই কোনও আইনের মাধ্যমে ভোটার হিসেবে তাঁর নাম নথিভুক্তির অধিকার বাতিল করা যাবে না।

নির্বাচন কমিশনারদের কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর

সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতির মতই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য দুই কমিশনারকে সমপরিমাণ বেতন ও ভাতা দেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ৩ কমিশনারেরই সমান ক্ষমতা রয়েছে। যদি কোনও ক্ষেত্রে মতের পার্থক্য হয়, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য দুই কমিশনারের কার্যকালের মেয়াদ হল ৬ বছর, কিংবা ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁরা পদে থাকতে পারবেন।

ভোট-কথা

মহিলারা তাঁদের নাম প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিলেন

দেশে যখন প্রথম সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করা হয়, তখন নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা গ্রামে গ্রামে ঘুরতে থাকেন। গ্রামগুলিতে তাঁদের এই পরিদর্শনের সময় বিপুল সংখ্যক মহিলা ভোটারদের প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়, যাঁরা অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির কাছে তাঁদের নাম জানাতে অস্বীকার করেন। তার বদলে এইসব মহিলারা নিজেদের কারোর স্ত্রী, মা, কন্যা, বোন অথবা বিধবা হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করেন। এর ফলে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ২৮ লক্ষ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে।

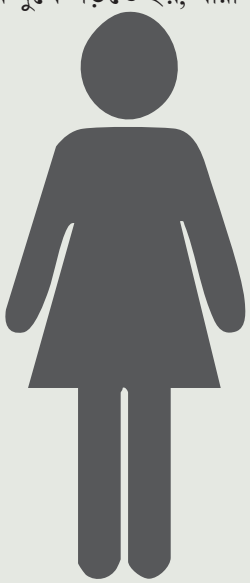

প্রথম লোকসভা নির্বাচনে দেশে ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৭.৩২ কোটি, ২০২৪-এ তা ৯৭ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভোটার সংখ্যায় ৫ গুণের বেশি এই বৃদ্ধি ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট ছাড়া সামাল দেওয়া সম্ভব হত না।

সংবিধানের ১৬, ১৯ ধারা এবং ১৯৫০-এ জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে নাম নথিভুক্তির যোগ্যতা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই মাপকাঠিগুলি হল : আবেদনকারীকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক, মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে, ১৮ বছর বয়স হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের বাসিন্দা হতে হবে। নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা হল, শুধুমাত্র বৈধ নাগরিকদের নাম ভোটার তালিকায় যাতে নথিভুক্ত হয়, তা সুনিশ্চিত করা। ভোটার তালিকা নিখুঁত ও নির্ভুল করা এবং মুক্ত ও অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে এটি গুরুত্বপূর্ণ। ভোটার তালিকা থেকে অবৈধ ভোটার এবং একাধিক জায়গায় নথিভুক্ত হওয়া ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া, যা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।

ভোটারদের নথিভুক্তি সংক্রান্ত বিধি, ১৯৬০-এর ২১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি কেন্দ্রে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী অথবা সংক্ষিপ্ত সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। বছরে চার বার এই সংশোধনী করা হয় এবং সেই অনুযায়ী তালিকা সংশোধন করা হয়। সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকা পুরোপুরি সংশোধনের ক্ষমতা দিয়েছে। দেশে এই প্রথম এসআইআর (বিশেষ নিবিড় সংশোধনী) হচ্ছে না। আগেও বেশ কয়েকবার এটি করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় সংক্ষিপ্ত সংশোধনী হল একটি রুটিন প্রক্রিয়া। অন্যদিকে এসআইআর হল একটি সর্বাত্মক প্রক্রিয়া। এসআইআর-এ বুথ স্তরের আধিকারিকরা (বিএলও) বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাচাইয়ের কাজ করেন। দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল ১৯৫২ সালে এবং ওই একই বছরে প্রথম বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) করা হয়। ১৯৫৭-তে দ্বিতীয়, ১৯৬১-তে তৃতীয়, এরপর ১৯৬৫-৬৬তে এসআইআর করা হয়। এরপর ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৭-৮৯, ১৯৯২, ১৯৯৩ এবং ১৯৯৫-এ এসআইআর করা হয়। এরপর ২০০২ এবং ২০০৩-এ এই সংশোধনী করা হয়। গত দুই দশকে কোনও বিশেষ নিবিড় সংশোধনী করা হয়নি। অতএব ২০০৪-এর থেকে দীর্ঘ সময় পর ২০২৫-২৬এ এসআইআর-এর কাজ চলছে।

কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের এই ধারাবাহিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপের পাশাপাশি কমিশনের প্রতিষ্ঠা উদযাপন উপলক্ষে প্রতি বছর ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হয়। এই দিনটিতে নির্বাচন কমিশন দেশের রাজনৈতিক দলগুলি এবং বিদেশী প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এই উদযাপন অনুষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন সময়ে বিদেশী প্রতিনিধিরা ভারতের নির্বাচন কমিশন, ভোটদান ব্যবস্থা এবং ভোটের আয়োজনের প্রশংসা করেছেন।

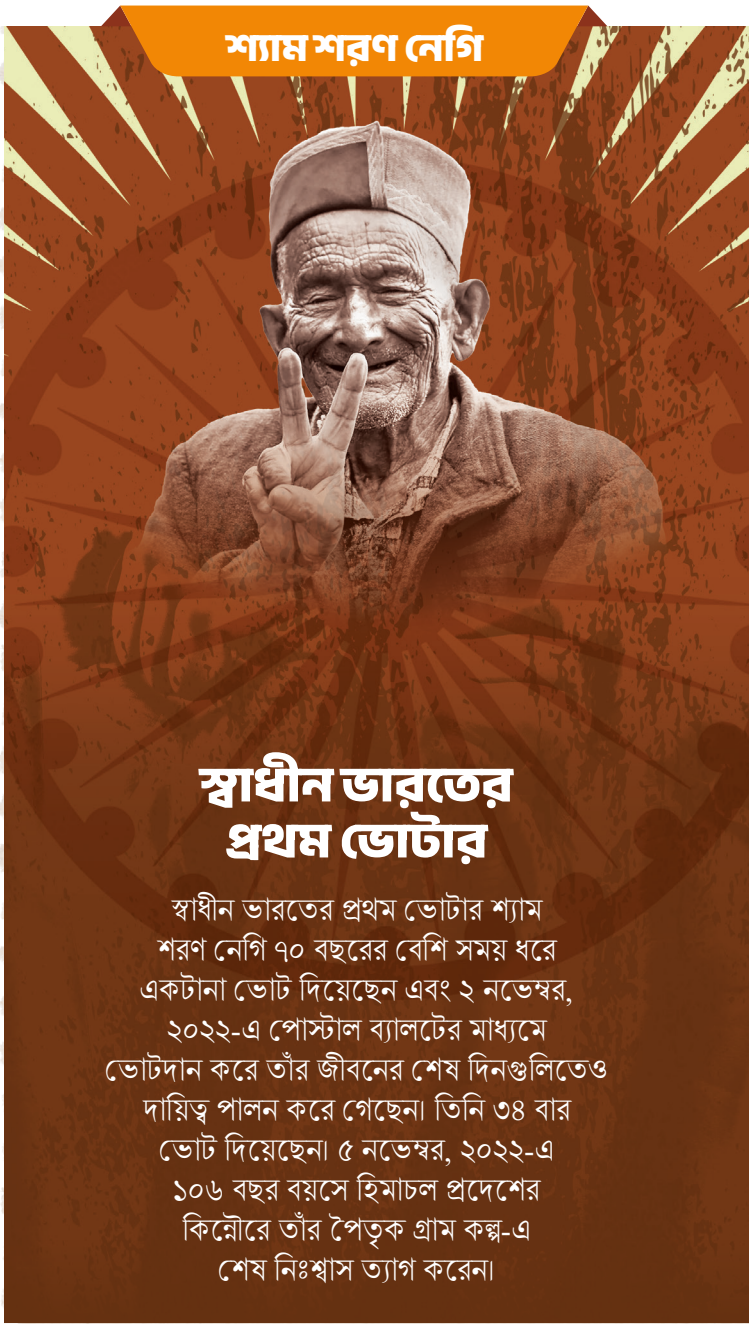

স্বাধীন ভারতের প্রথম ভোটার

স্বাধীন ভারতের প্রথম ভোটার শ্যাম শরণ নেগি ৭০ বছরের বেশি সময় ধরে একটানা ভোট দিয়েছেন এবং ২ নভেম্বর, ২০২২-এ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদান করে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলিতেও দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তিনি ৩৪ বার ভোট দিয়েছেন। ৫ নভেম্বর, ২০২২-এ ১০৬ বছর বয়সে হিমাচল প্রদেশের কিন্নৌরে তাঁর পৈতৃক গ্রাম কল্প-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নির্বাচন কমিশনের সংস্কার রূপায়ণ

গণতন্ত্রকে মজবুত করতে, ভোটারদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করতে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নির্বাচন কমিশন ৩০টির বেশি প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক এবং প্রযুক্তিগত সংস্কার রূপায়িত করেছে...

- ভোটার তালিকা থেকে কোনও বৈধ ভোটার যাতে বাদ না যান এবং কোনও অবৈধ ব্যক্তির নাম যাতে অন্তর্ভুক্ত না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে দুই দশক পর বিহারে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী করা হয়।
- অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোটারদের পরিষেবাকে ডিজিটাল করা হয়েছে। ভোটাররা এখন তাঁদের নামের অন্তর্ভুক্তি, নাম বাদ দেওয়া বা সঠিক করার জন্য অনলাইনে আবেদন জানাতে পারেন। প্রক্রিয়াটি আরও সহজ হয়েছে এবং সময়ের সাশ্রয় হচ্ছে।
- ১৮তম লোকসভা নির্বাচনে এই প্রথম ৮৫ বছর এবং তার ঊর্ধ্বে ও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বাড়ি থেকে ভোট দানের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। এই কাজের জন্য তরুণ আধিকারিকরা ব্যালট বক্স নিয়ে তাঁদের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন।
- সাধারণত ইভিএম গণনা শুরু হওয়ার আগে পোস্টাল ব্যালট গণনা করা হয়ে থাকে। কমিশন এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে সব গণনা কেন্দ্রে পোস্টাল ব্যালট গণনা করা হচ্ছে, সেখানে ইভিএম/ভিভিপ্যাট গণনার দ্বিতীয় থেকে শেষ রাউন্ডের গণনা একমাত্র পোস্টাল ব্যালট গণনা শেষ হওয়ার পরই করা হবে।
- ভোটের দিনে ভোটারদের সুবিধার্থে পোলিং স্টেশনগুলিতে মোবাইল ফোন জমা রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভিড় কমাতে প্রতিটি পোলিং স্টেশনে সর্বোচ্চ ১২০০ জন ভোটার রাখা হয়েছে।
- একই এপিক নম্বরের বহু ভোটারের সমস্যা দূর করা হয়েছে।
- ভোটারদের সিরিয়াল নম্বর এবং পার্ট নম্বর যাতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, সেজন্য ভোটার ইনফরমেশন স্লিপের নকশা বদলানো হয়েছে। চিহ্নিতকরণ এবং স্পষ্টতার জন্য ইভিএম-এ প্রার্থীদের রঙিন ছবি রাখা হয়েছে।
- নথিভুক্তির আবশ্যিক শর্তাবলী ধারাবাহিকভাবে পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় দুটি পর্যায়ে ৮০৮টি রাজনৈতিক দলের নথিভুক্তি বাতিল করা হয়।
- বুথ স্তরের আধিকারিকদের (বিএলও)-দের উপযুক্ত মানের সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছিল। বিএলও-দের সাম্মানিক ভাতা দ্বিগুণ এবং বিএলও সুপারভাইজার, পোলিং/গণনা কর্মী, সিএপিএফ, নজরদারি দল এবং মাইক্রো অবজারভারদের সাম্মানিক ভাতা বাড়ানো হয়।

নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠার উদযাপন উপলক্ষে প্রতি বছর ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হয়। ওই দিনে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি এবং বিদেশী প্রতিনিধিদের নিয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে নির্বাচন কমিশন। এই অনুষ্ঠানগুলিতে বিদেশী প্রতিনিধিরা বিশেষভাবে ভারতের নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং নির্বাচন পরিচালনা ধারাবাহিকভাবে প্রশংসা করে এসেছেন।

ভোট-কথা

১৯৫২তে ফুল দিয়ে সজ্জিত ব্যালট বক্স

১৯৫২তে ভারতে যখন প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন কিছু ব্যালট বক্সকে ফুল দিয়ে সাজানো এবং সিঁদুরের দাগ দেওয়া অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে, নির্বাচনের সময় ব্যালট বক্স বা ব্যালট পেপারকে মানুষ পূজার বস্তু হিসেবে মনে করেছিলেন। ব্যালট পেপার ছাড়াও অনেক বক্সের মধ্যে সাফল্য কামনা করে লেখা, সিনেমা তারকাদের ছবি, মুদ্রা, টাকার নোট প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের জিনিস পাওয়া গিয়েছিল।

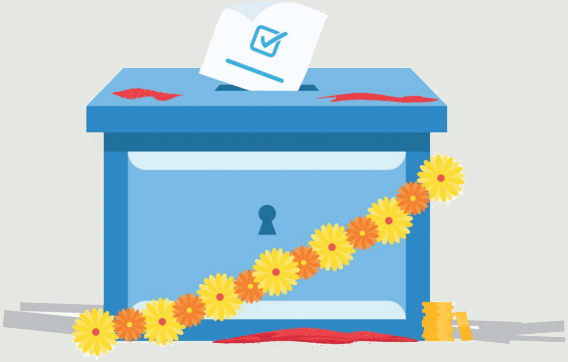

গণতন্ত্রের উৎসবে আরও স্বচ্ছতা এনেছে প্রযুক্তি

ভোটারদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করতে নির্বাচন কমিশন বেশ কিছু প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেগুলি ভোট প্রক্রিয়াকে আরও সহজ, নিরাপদ এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে...

- নাগরিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা আনতে নির্বাচন কমিশন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়েছে।

- নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর পরিদর্শন এবং ইভিএম মেমোরি/মাইক্রোকন্ট্রোলারের জন্য প্রযুক্তিগত প্রশাসনিক এসওপি তৈরি করা হয়েছে।

- কেন্দ্র-স্তরে নির্বাচন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান যাতে দ্রুত প্রদান করা যায়, সেজন্য ইনডেক্স কার্ড ও পরিসংখ্যান রিপোর্ট তৈরির প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে।

- **ECINET প্ল্যাটফর্ম:** ভোটার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জন্য ৪০টির বেশি অ্যাপ ও ওয়েবসাইটকে যুক্ত করে একটি সুসংহত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ECINET চালু করা হয়েছে।

- ভোটদান প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত নজরদারির জন্য সমস্ত পোলিং স্টেশনে ১০০% ওয়েবকাস্টিং-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।
- ভিভিপ্যাট গণনার মাধ্যমে ফর্ম ১৭সি এবং ইভিএম পরিসংখ্যানের মধ্যে গরমিলের প্রতিটি ক্ষেত্র সুনিশ্চিত করা যাবে।

- মৃত্যুর নথিভুক্তি সংক্রান্ত তথ্য এমনভাবে সুসংহত করা হয়েছে, যাতে ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার সঠিক সময়ে মৃত্যুর নথিভুক্তি সম্পর্কে তথ্য পেতে পারেন।
- ভোটার তালিকা পরিবর্তনের ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিটি স্তরে এসএমএস নোটিফিকেশন সহ এপিক সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে একটি নতুন এসওপি রূপায়িত করা হয়েছে।

আদর্শ আচরণবিধির ভঙ্গের অভিযোগ জানাতে C-Vigil আবেদন

সুবিধা পোর্টাল : এই পোর্টাল প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে অনলাইন মনোনয়ন, অনুমতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে,

যেমন :

- অনলাইন মনোনয়ন হলফনামা দাখিল করতে প্রার্থীদের জন্য একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করা হয়েছে।

- **প্রার্থীর অনুমতি সংক্রান্ত মডিউল** সুবিধা পোর্টালে এই মডিউলের মাধ্যমে প্রার্থী, রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর কোনও প্রতিনিধি অনলাইনে সভা, মিছিল, লাউডস্পিকার এবং সাময়িক কার্যালয়ের জন্য অনুমতি চেয়ে অনলাইনে আবেদন জানাতে পারেন।

- অপরাধের ইতিহাস থাকা প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য নির্বাচন কমিশন "Know Your Candidate" আবেদন চালু করেছে।

- **ভোটার সার্ভিসেস পোর্টাল :** https://voters.eci.gov.in-এর মাধ্যমে নাগরিকরা ভোটার তালিকা দেখতে পারেন, ভোটার আইডি কার্ডের জন্য আবেদন জানাতে পারেন, ভোটার আইডি কার্ডের সংশোধনের জন্য অনলাইনে আবেদন জানাতে পারেন এবং বুথ স্তরের আধিকারিক ও ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের যোগাযোগের নম্বর পেতে পারেন। একই ধরনের কিছু কাজ ভোটার হেল্পলাইন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ফোনে করা যেতে পারে।

- **প্রতিবন্ধী (বিশেষভাবে সক্ষম) ব্যক্তিদের আবেদনের অ্যাপ:** ‘সক্ষম’ অ্যাপটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য।

- **ন্যাশনাল গ্রিভান্স সার্ভিস পোর্টাল (এনজিএসপি):** এটি একটি জাতীয় অভিযোগ সংক্রান্ত পরিষেবা পোর্টাল। নাগরিকরা https://voters.eci.gov.in লিঙ্কটি ব্যবহার করে পরিষেবা পেতে পারেন।

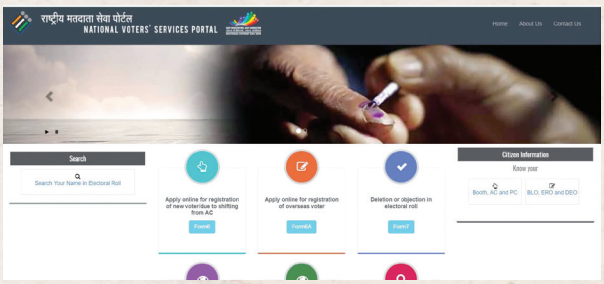

- **ইন্টিগ্রেটেড ইলেকশন এক্সপেনডিচার মনিটরিং সিস্টেম (আইইএমএস):** এটি হল সহজে ব্যবহারের উপযোগী একটি নিরাপদ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি অনুদান সংক্রান্ত রিপোর্ট, বার্ষিক অডিট অ্যাকাউন্ট এবং নির্বাচনী খরচের মতো নথিপত্র অনলাইনে পেশ করতে পারে।

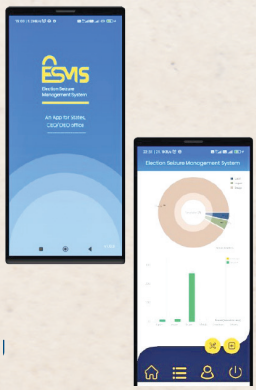

- ভোটার উপস্থিতি সংক্রান্ত অ্যাপটি সুনির্দিষ্ট আধিকারিকরা লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি-সংক্রান্ত তথ্যের জন্য ব্যবহার করে থাকেন।
- ফলাফল-সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে রিটার্নিং অফিসাররা গণনার তথ্যাদি জানতে পারন এবং ফলাফলের প্রবণতা ‘কমিশন রেজাল্টস ওয়েবসাইট’-এ পাওয়া যাবে।

ভোট-কথা

সিয়াচেন হিমবাহের চূড়ায় পাঁচ জন ভোটারের জন্য ভোটকেন্দ্র

সিয়াচেন বেস ক্যাম্প থেকে ১৭ কিলোমিটার দূরে লাদাখের প্রত্যন্ত অঞ্চল ওয়ারশিতে একটি পরিবারের মাত্র ৫ জন ভোটারের জন্য পোলিং স্টেশন বসানো হয়েছিল। সিয়াচেনের চূড়ায় সীমান্ত চৌকির আগে এটি হল শেষ গ্রাম। যেহেতু ভোটারদের বাড়ি ছাড়া সেখানে স্থায়ী কোনও বিল্ডিং ছিল না, তাই একটি তাঁবুতে পোলিং স্টেশনটি বসানো হয়েছিল।

ভবিষ্যতে ভারতে আপনি কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাবেন, তা নির্ভর করবে সেই সময় দেশে কোন সরকার ক্ষমতায় রয়েছে তার ওপর। তাই সঠিক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার দায়িত্ব আপনার মতো তরুণ ভোটারদের ওপর নির্ভর করছে। ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে আপনার ভোটদান একান্ত আবশ্যক। তাই মনে রাখবেন, আপনার একটি ভোট এবং দেশের উন্নয়নের দিক নির্দেশ, পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগে এই প্রথম আইন প্রণয়ন

নির্বাচন কমিশনারদের অর্থাৎ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত (অ্যাপয়েন্টমেন্ট কন্ডিশন্স অফ সার্ভিস অ্যান্ড টার্ম অফ অফিস) বিল ২০২৩ অনুমোদিত হয় ২০২৩-এর ২ মার্চ। আগে কোনও আইন ছিল না। যে ব্যবস্থা ছিল, তার ভিত্তিতে এই নিয়োগ করা হত। এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর সংসদ আইন প্রণয়ন করে। ৭৩ বছর ধরে এই দেশে নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগে কোনও আইন ছিল না। ১৯৫০ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন ছিল এক সদস্যের একটি সংস্থা। প্রধানমন্ত্রী সরাসরি নিয়োগ করতেন। তারপর নির্বাচন কমিশনকে একাধিক সদস্যের সংস্থায় পরিণত করা হয়। এর অর্থ হল, ১৯৫০ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগে কোনও আইন ছিল না। ২০২৩-এ সুপ্রিম কোর্টে অনুপ বারানওয়াল বনাম ভারত সরকারের একটি মামলা ওঠে। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলে যে, নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ আরও স্বচ্ছতার সঙ্গে করা উচিত। এটি ছিল একটি পরামর্শ, কোনও আদেশ নয়। সরকার এতে সহমত প্রকাশ করে এবং বলে যে, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে, যার জন্য কিছুটা সময় লাগবে। তখন সুপ্রিম কোর্ট পরামর্শ দেয় যে, আইন তৈরি না হওয়া পর্যন্ত, প্রধানমন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বিরোধী দলনেতাকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা উচিত। কেন্দ্রীয় সরকার এতে সায় দেয়। এরপর ২০২৩-এ সংসদে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়, যেখানে বিরোধী নেতা, প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত একজন মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করবেন।

নির্বাচন প্রক্রিয়া

বহুস্তরীয় যাচাইয়ের মাধ্যমে একে আরও সহজ করেছে ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট

এখন প্রতিটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ইলেক্ট্রনিক ভোটযন্ত্র (ইভিএম) এবং ভোটার ভ্যারিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেইল (ভিভিপ্যাট) ব্যবহার করা হয়। কোন ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট কোথায় ব্যবহার করা হবে, তা বন্টনের একটি প্রক্রিয়া রয়েছে; এগুলি যথেচ্ছভাবে প্রদান করা হয়। ইভিএম-এ প্রতীক ঢোকানোর পর ৫% ইভিএম-এ ১০০০ ভোটারের নকল ভোট নেওয়া হয়, যা প্রার্থী বা তাঁদের প্রতিনিধিদের দেখার অধিকার রয়েছে...

ইভিএম-এর জন্য ১৯৮৯-এ আইন পরিবর্তন

১৯৮২ কেরালার প্যারাভুরে ১৯৮২-র উপনির্বাচনে প্রথম ইভিএম ব্যবহার করা হয়েছিল। আদালতে একে চ্যালেঞ্জ জানানো হয় এবং তারপর ১৯৮৯ পর্যন্ত ইভিএম ব্যবহার করা হয়নি।

১৯৮৯ ১৫ মার্চ, ১৯৮৯-এ তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ইভিএম চালুর জন্য আইন সংশোধন করে।

১৯৯৮ ১৯৯৮-এ মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং দিল্লিতে ১৬টি বিধানসভার আসনে পরীক্ষামূলকভাবে এটি ব্যবহার করা হয়।

২০০২ ২০০২-এ ইভিএম-এর বিরুদ্ধে যখন পিটিশন পেশ করা হয়, তখন সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ আইনি সংশোধনকে বহাল রাখে।

২০০৪ ২০০৪-এর নির্বাচনে গোটা দেশে প্রথমবার ইভিএম ব্যবহার করা হয়। তার পর থেকে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

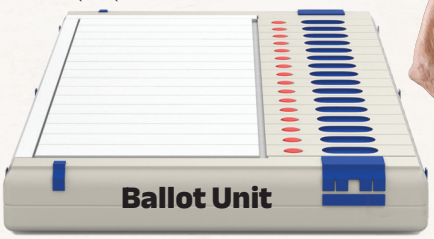

ভিভিপ্যাট

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট স্থানান্তরে শুধুমাত্র জিপিএস-সক্ষম যান ব্যবহারের জন্য রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ৫০টি ভোটের নকল মহড়া চালানো হয় এবং ভোট শুরু হওয়ার ৯০ মিনিট আগে প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মিলিয়ে দেখা হয়।

- অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগের মধ্যেই ৫ বছর ধরে গবেষণার পর নির্বাচন কমিশন ভিভিপ্যাট চালু করে।
- ইভিএম এবং ভিভিপ্যাটের মধ্যে গরমিলের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট স্লিপ-এর ৫ শতাংশ মিলিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেয়। যখন মেলানোর কাজ শেষ হয়, তখন দুটি ক্ষেত্রেই সমান ভোট পাওয়া যায়। ইভিএম এবং ভিভিপ্যাটের ফলাফলের ওপর রাজনৈতিক দলের এজেন্টরা স্বাক্ষর করেন।
- যথেচ্ছভাবে বাছাই করা ভিভিপ্যাটগুলিকে কন্ট্রোল ইউনিট থেকে পাওয়া ফলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য প্রার্থী বা তাঁদের এজেন্টদের উপস্থিতিতে গণনা করা হয়।

ভোট-কথা

ভোটকর্মী এবং সামগ্রী হেলিকপ্টারের মাধ্যমে কার্গিলে পৌঁছেছিল

কার্গিল জেলার জাঙ্সকার মহকুমার রালাকুঙ, ফেমা এবং শেড ভোটকেন্দ্রগুলি অত্যন্ত উচ্চস্থান এবং ভূমিধ্বস প্রবণ এলাকায় অবস্থিত। সেখানে যাতায়াত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এই প্রতিকূলতা বিবেচনা করে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে নিরাপত্তা কর্মী এবং মাইক্রো-অবজার্ভার সহ ভোটকর্মীদের বায়ুসেনা ও সেনাবাহিনীর সহায়তায় হেলিকপ্টারের সাহায্যে ভোটকেন্দ্রগুলিতে পৌঁছে দেওয়া হয়। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট সহ সমস্ত সামগ্রী হেলিকপ্টারের সাহায্যে গণনা কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়।

ভারত: গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দিক নির্দেশকারী আলো

ভারতীয় গণতন্ত্রের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য গর্বের বিষয়। গণতন্ত্রের এই গৌরবজনক যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। এ পর্যন্ত ইসিআই ১৮টি সাধারণ নির্বাচন এবং ৪০০টির বেশি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন সফলভাবে পরিচালনা করেছে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ১০ লক্ষ ভোটকেন্দ্র বসানো হয়েছিল। সেইসঙ্গে নিরাপত্তা কর্মী, পোলিং অফিসার এবং ভোটকর্মী সহ প্রায় দেড় কোটি কর্মী সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

নারী বা পুরুষ যেই হন না কেন, সমস্ত যোগ্য ভোটারদের কাছে আমি তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের আর্জি জানাচ্ছি। আমি আমার তরুণ বন্ধুদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, তাঁদের বয়স ১৮ বছর হলেই, যত দ্রুত সম্ভব ভোটার হিসেবে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করুন।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

এই নির্বাচনে প্রায় ৬৫০ মিলিয়ন ভোটার তাঁদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের ভোটদান থেকে একটি জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশের জনসংখ্যা প্রায় ৪৪০ মিলিয়ন। ভারত এখন 'এক দেশ, এক নির্বাচন' ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর বৈঠকে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে 'এক দেশ, এক নির্বাচন' কমিটির অনুমোদন দিয়েছে।

> *গণতন্ত্রের উৎসব নির্বাচন দেশের মানুষের কাছে গর্বের উৎস হয়ে উঠেছে। একে আরও কার্যকর করে তুলতে পাঠ্যসূচিতে ভোট সংক্রান্ত শিক্ষাদানকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই উদ্যোগ নাগরিকদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে পড়ুয়াদের আরও সচেতন করে তুলবে। কারণ, ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ রক্ষাকর্তা হলেন এই তরুণ নাগরিকরাই।*

গণতন্ত্রের উৎসব নির্বাচন দেশের মানুষের কাছে গর্বের উৎস হয়ে উঠেছে। একে আরও কার্যকর করে তুলতে পাঠ্যসূচিতে ভোট সংক্রান্ত শিক্ষাদানকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই উদ্যোগ নাগরিকদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে পড়ুয়াদের আরও সচেতন করে তুলবে। কারণ, ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ রক্ষাকর্তা হলেন এই তরুণ নাগরিকরাই।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্রমশ বাড়ছে। নতুন নতুন মাইলফলক সৃষ্টি হচ্ছে। ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ২০২৬-এর জন্য কাউন্সিল অফ মেম্বার স্টেটস অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স (ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ)-এর সভাপতিত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন।

এসআইআর

এসআইআর সঠিক তথ্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা সুনিশ্চিত করছে

বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) -এর লক্ষ্য হ'ল – ভোটার তালিকাকে নির্ভুল, সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। এসআইআর-এর কারণ হ'ল – নির্বাচন কমিশন মনে করছে যে, ভোটার তালিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। স্বাধীন ভারতে ১৯৫১ এবং ২০০৪ সালের মধ্যে আটবার এসআইআর করা হয়েছে। ২০২৫-এ বিহারে নির্বাচনের আগে পর্যন্ত প্রায় দু'দশক ধরে এ ধরনের অভিযান হাতে নেওয়া হয়নি। সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া, সময়সীমা বেঁধে এবং পর্যায়ক্রমে এই কাজ করা হয়েছে।

বিগত দুই দশক ধরে ভোটার তালিকায় বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন করা হয়েছে। মানুষ তাঁদের বাসস্থান বদলেছেন, একই ব্যক্তির নাম বিভিন্ন জায়গায় নথিভুক্ত রয়েছে, মৃত ব্যক্তিদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়নি এবং অবৈধ ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভোটার তালিকার মান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন উঠেছে, যার পরিণতি হিসেবে এসআইআর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সংবিধানের ৩২৬ ধারা মেনে এসআইআর–এর ক্ষেত্রে কঠোরভাবে ভোটারদের বৈধতা যাচাই করা হচ্ছে। একজন ভোটারকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে, তাঁর বয়স ১৮ বছর হতে হবে, তাঁকে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা হতে হবে এবং কোনও আইনের মাধ্যমে তাঁর ভোটাধিকার বাতিল করা যাবে না।

২৮ অক্টোবর, ২০২৫-এ দেশে এসআইআর অভিযানের সূচনা করা হয় এবং ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬–এর মধ্যে তা সম্পন্ন করা হবে। এসআইআর-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশের ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই অভিযান চালানো হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার ফলে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরি হবে এবং দেশে মুক্ত, অবাধ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের ভিত্তি মজবুত হবে।

এসআইআর-এর প্রথম পর্বে বিহারে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছিল। সেখানে কোনও আবেদন জমা পড়েনি। নির্বাচন কমিশন মনে করছে যে, এতে বৈধ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, পুদুচেরী, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে এই প্রক্রিয়া চালানো হয়। এই পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন প্রায় ৫১ কোটি ভোটার। এই পর্যায়ে ৫.৩৩ লক্ষ ভোটকেন্দ্র বসানো হয়। সেখানে বুথ স্তরের আধিকারিকরা (বিএলও) তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন।

৮ বার এসআইআর হয়েছে

প্রথম	১৯৫২-৫৬
দ্বিতীয়	১৯৫৭-৬১
তৃতীয়	১৯৬৫-৬৬
চতুর্থ	১৯৮৩-৮৪
পঞ্চম	১৯৮৭-৮৯
ষষ্ঠ	১৯৯২-৯৩
সপ্তম	১৯৯৫
অষ্টম	২০০২-০৪

"এক ব্যক্তি, এক ভোট" নীতিকে মজবুত করা হয়েছে

- যখনই কোনও এসআইআর করা হয়েছে, তখন নতুন ভোটারের নাম যুক্ত হয়েছে। মৃত এবং ঠিকানা বদল করা ব্যক্তিদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।
- ভোটার তালিকা আরও নির্ভুল এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে।
- এটি "এক ব্যক্তি, এক ভোট" নীতিকে শক্তিশালী করেছে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়িয়েছে।

প্রক্রিয়াটি কী?

- এই প্রক্রিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল – যদি প্রয়োজন হয়, এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি ও সংগ্রহ এবং পুরনো এসআইআর তথ্য যাচাইয়ের জন্য, বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার)-দের অন্তত তিনবার করে প্রতিটি বাড়িতে যেতে হবে।
- এতে মৃত ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ, স্থায়ী ঠিকানা যাচাই কিংবা ভুয়ো নথিভুক্তি যাচাইয়ের কাজ সহজ হবে।
- এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও), অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এইআরও), জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং রাজনৈতিক দলগুলির নিযুক্ত বুথ স্তরের এজেন্ট।
- এসআইআর হ'ল – বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য যাচাই করা। প্রতিটি পোলিং স্টেশনের বুথ স্তরের আধিকারিক ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি ও সংগ্রহ করবেন।
- তাঁরা পুরনো তথ্য পরীক্ষা করবেন এবং মৃত ব্যক্তি, স্থায়ী ঠিকানা বা ভুয়ো নথিভুক্তি খতিয়ে দেখবেন। বিভিন্ন স্তরে বিস্তারিত তথ্য যাচাই করা হবে।
- এরপর, প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। কোনোরকম আপত্তি থাকলে, প্রথম আবেদনের ক্ষেত্রে জেলাশাসক পর্যায়ে এবং দ্বিতীয় আবেদনের ক্ষেত্রে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয়ে শুনানি হবে।

এই সভাপতিত্ব প্রাপ্তি এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য। এর অর্থ হ'ল – বিশ্বের অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং উদ্ভাবনমূলক নির্বাচন পরিচালন সংস্থা (ইএমবি) হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল ভারতের নির্বাচন কমিশন। কাউন্সিল অফ মেম্বার স্টেটস অফ ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে ভারত সংস্থার প্রশাসনিক পরিচালনা, গণতান্ত্রিক মতবিনিময় এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে অবদান রেখে এসেছে। এটি সংবিধান প্রণেতাদের আস্থাকে ক্রমাগত উর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

ভারতে যে পর্যায়ের নির্বাচন সংগঠিত করা হয়, তা গোটা বিশ্বের মানুষকে বিস্মিত করে। আমাদের নির্বাচন কমিশন যে ধরনের দক্ষতার সঙ্গে এইসব নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে, তা স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে প্রতিটি নাগরিককে গর্বিত করে তোলে। আমাদের দেশে ভোটার হিসেবে নথিভুক্ত প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক যাতে তাঁদের ভোটাধিকারের সুযোগ পান, সেই লক্ষ্যে প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

ভারত হ'ল, বিশ্বের কয়েকটি দেশের অন্যতম, যেখানে নির্বাচন কমিশন মানুষকে নোটিশ পাঠাতে পারে এবং আধিকারিকদের বদলি করতে পারে। এ ধরনের সরকারি ক্ষমতা বহু গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচন কমিশনের নেই। তাই, ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং এর ভোট প্রক্রিয়া বহু দেশের কাছে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করছে। বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এর প্রশংসনীয় প্রয়াসের স্বীকৃতি হিসেবে ভারতের নির্বাচন কমিশনারকে সেপ্টেম্বর, ২০২০'তে অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়ার্ল্ড ইলেকশন বডিজ-এর সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। স্বাধীনতা অর্জনের সাত দশকের মধ্যে ভারত বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক আদর্শকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সাফল্য নির্বাচন কমিশন থেকে দেশের ক্ষুদ্রতম গ্রামের সাধারণ নাগরিক, প্রত্যেকের অমূল্য অবদানের সাক্ষ্য বহন করছে। ভারতের প্রতিটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের মর্যাদাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে প্রত্যেকে সর্বদা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে চলেছে। সুপ্রিম কোর্ট, আমাদের আদালতগুলি এবং প্রত্যেকে সর্বদা নির্বাচন কমিশনকে সমর্থন জানিয়েছে। তারা এটি সুনিশ্চিত করেছে যে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ এবং ভোট প্রক্রিয়া রূপায়ণের পথে যেন কোনও বাধা না থাকে।

বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ

রূপান্তরমূলক সংস্কার

দেশে মুক্ত ও অবাধ নির্বাচনে সাংবিধানিক অভিভাবক হ'ল – নির্বাচন কমিশন। ভোটাধিকারকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সংবিধান যেখানে নীরব থেকেছে, সেখানে বিচার বিভাগের মাধ্যমে বেশ কিছু ঐতিহাসিক ও রূপান্তরমূলক সংস্কার করা হয়েছে। আদালত স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, ভোটাধিকার কেবলমাত্র একটি আইনি অধিকার নয়, সংবিধানের ১৯ (১) (এ) অনুযায়ী, এটি হ'ল – স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

প্রার্থীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ (হলফনামা)

২০০২ সালের আগে পর্যন্ত দেশের ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও তথ্য জানতে পারতেন না। তারপর, একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশ দেয় যে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রত্যেক প্রার্থীকে তাঁদের অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য, সম্পত্তি এবং তাঁদের স্ত্রী বা স্বামী, পোষ্য এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার বিস্তারিত তথ্য হলফনামার মাধ্যমে জানাতে হবে। এতে ভোটাররা জাতিগত ও দলীয় স্বীকৃতি ছাড়াও প্রার্থীর সততা এবং যোগ্যতা সম্পর্কে জেনে তাঁদের পছন্দ মতো প্রার্থীকে বেছে নিতে পারবেন। সেইসঙ্গে, নেতাদের সম্পত্তির অস্বাভাবিক বৃদ্ধির উপরও তাঁরা নজর রাখতে পারবেন। এর ফলে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।

১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ২৭,৫২৭টি পোলিং বুথকে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছিল।

‘নান অফ দ্য অ্যাবাব’ (নোটা)

২০১৩’তে পিইউসিএল বনাম ভারত সরকারের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ভোটারদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকারও রয়েছে। শীর্ষ আদালত ইভিএম-এ নোটা বোতামের ব্যবস্থা রাখার জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয়। আগে যদি কোনও ভোটার ভোট দিতে না চাইতেন, তবে তাঁকে ফর্ম ১৭এ পূরণ করতে হ’ত। সেখানে তাঁদের পরিচয়ও গোপন রাখা যেত না।

সাজাপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধিদের তাৎক্ষণিক সদস্যপদ বাতিল

লিলি থমাস বনাম ভারত সরকার মামলায় (২০১৩) সুপ্রিম কোর্ট জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১’র ৮(৪) ধারাটিকে বাতিল করেছে। আগে এই আইনে সাংসদ বা বিধায়করা আবেদন পেশের মাধ্যমে তিন মাস পর্যন্ত পদে বহাল থাকতে পারতেন। এখন দুই বছর বা তার বেশি সময়ের সাজা হলে, সদস্যপদ তৎক্ষণাৎ বাতিল করা যাবে।

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে এটি একটি কঠোর পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে এটিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যাঁরা আইন ভঙ্গ করেন, তাঁরা আইন প্রণয়নকারী হতে পারেন না। আইনের চোখে রাজনীতিক এবং সাধারণ নাগরিক, সবাই সমান।

আগে বিভিন্ন প্রার্থীর জন্য বিভিন্ন রঙের পৃথক ব্যালট বক্স থাকত। সেখানে মানুষ তাঁদের ভোট দিতেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন ধরনের ব্যালট বক্স ছিল। প্রতিটিতে প্রার্থী বা দলের প্রতীক ছিল।

ভিভিপ্যাট ব্যবস্থা

২০১৩’তে স্বচ্ছ নির্বাচনের জন্য ভোটারদের আস্থার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট ইভিএম – এর সঙ্গে ভিভিপ্যাট ব্যবস্থা রূপায়ণের নির্দেশ দেয়। এই ব্যবস্থায় সঠিক প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন কিনা, তা জানতে ভোটাররা ৭ সেকেন্ড সময় পাবেন।

ভোট-কথা

একটি ভোটের জন্য নির্বাচনী দল ১৮ কিমি ট্রেক করেছিল

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ৮৫ বছরের উর্ধ্বে এবং বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের ক্ষেত্রে ‘বাড়ি থেকে ভোট’ ব্যবস্থা চালু করেছিল নির্বাচন কমিশন। এই ব্যবস্থায় কেরলের ইদুক্কি কেন্দ্রের এদামালাক্কুদি এলাকার ৯২ বছরের এক শয্যাশায়ী ব্যক্তি ভোটদানের আবেদন জানান। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে তাঁর ভোটদানের অধিকারকে নিশ্চিত করতে ৩ জন মহিলা সহ ভোট কর্মীদের একটি দল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কয়েক ঘন্টায় ১৮ কিমি পথ ট্রেক করে। এতে প্রায় ৫ ঘন্টা সময় লেগেছিল। ভোটদানের জন্য শিবালিঙ্গম নামে ঐ ব্যক্তি তাঁর নাতি মহাননের সাহায্য নিয়েছিলেন।

আমাদের দেশে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এটি আমাদের গণতন্ত্রের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আমাদের প্রজাতন্ত্রের চেয়েও প্রাচীন – ২৫ জানুয়ারি হ'ল, নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস, যা 'জাতীয় ভোটার দিবস' হিসেবে উদযাপন করা হয়। জাতীয় ভোটার দিবসে আমি আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। গণতন্ত্রে নির্বাচন কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে আমি কুর্নিশ জানাই। এটি মানুষের ইচ্ছাকে প্রকাশ করে, যা গণতন্ত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

সেই যুগ থেকে ভারত এখন ইলেক্ট্রনিক ভোট যন্ত্রের (ইভিএম) মাধ্যমে ভোটদানের প্রক্রিয়ায় পৌঁছেছে। একটা সময় ছিল, যখন ভোটের পর, গণনার জন্য বেশ কয়েকদিন সময় লেগে যেত। কিন্তু, এখন ইভিএম-এর সাহায্যে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ভোটের ফল ঘোষণা করা যায়।

প্রজাতন্ত্রে নির্বাচনে ভোটদান হ'ল, একটি পবিত্র আচারবিধির মতো, যেখানে প্রত্যেক ভোটার যেন যজ্ঞে অংশ নিচ্ছেন। এটি দেশের গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের সকলের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতিটি ভোটই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের ভোটদান আবশ্যিক। স্বাধীন নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার ধারণা গণতন্ত্রের প্রতীক ভারতের সংবিধানে নিহিত রয়েছে, যা প্রত্যেক ব্যক্তির ভোটকে সমান ও অবাধ অধিকারের পাশাপাশি, গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। সেই কারণে, ভারতের গণতন্ত্র গোটা বিশ্বে তার পরিপক্কতা ও স্থায়িত্বের জন্য পরিচিত। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব হ'ল – ভারতীয় ভোটারদের এবং আমাদের সংবিধান ভোটারদের এই ক্ষমতা অর্পণ করেছে।

জনশ্রুতি/ বাস্তব

জনশ্রুতি: হরিয়ানায় একটি বাড়ি থেকেই ৫০১টি ভোট পড়েছে।

বাস্তব: নির্বাচন কমিশন ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে, ২৬৫ নম্বর বাড়িটি ছোট বাড়ি নয়। পারিবারিক এক একর জমিতে অনেকগুলি পরিবার বসবাস করে। প্রতিটি পরিবারের বাড়ির নম্বর পৃথকভাবে দেওয়া হয়নি; প্রত্যেকেই বাড়ির একই নম্বর ব্যবহার করেন। তিন প্রজন্ম ধরে পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে বসবাস করছেন।

জনশ্রুতি: বিহারে ১২৪ বছরের ভোটার সুবোধ কুমার বিএলএ-র নাম কখনও তালিকায় ছিল না এবং তলব করার পর, রঞ্জু দেবীর নাম জোর করে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

বাস্তব: বিহারের ৩৪ বছর বয়সী ভোটার মিনতা দেবী নিজেই জানিয়েছেন, তিনি অনলাইনে আবেদন করেছিলেন এবং তাঁর বয়স ১২৪ বছর ছাপা হয়েছে। সুবোধ কুমার বিএলএ-র নাম ভোটার তালিকায় ছিল না, এই তথ্য ঠিক নয়। রঞ্জু দেবী স্বীকার করেছেন, তিনি ভুল তথ্য দিয়েছেন।

ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে ভাষণ

বিশ্বের সেরা গণতান্ত্রিক দেশগুলির বিশিষ্ট পদাধিকারীগণ, ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ,

- আমি ভারতের এবং ভারতকে সামনে রেখে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।
- ভারত হ'ল – গণতন্ত্রের মা এবং আজ এই দেশ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রও।
- ভারতের নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক সংস্থা এবং রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, সংসদ, রাজ্য বিধানসভা ও বিধান পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা করা এর সাংবিধানিক দায়িত্ব।
- ভারতের ২৮টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৯০০ মিলিয়নেরও বেশি ভোটার রয়েছেন। স্বচ্ছতার সঙ্গে নির্বাচন পরিচালনা এবং বৈধতার ভিত্তিতে সঠিক ভোটার তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে প্রায় ৭৫ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে নির্বাচন কমিশনের।
- লোকসভা নির্বাচন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ১০ লক্ষেরও বেশি ভোট কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে ভারতের নির্বাচন কমিশন বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থায় পরিণত হয়েছে।
- ৩৫টি গণতান্ত্রিক দেশ এবং দুই পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রকে নিয়ে গঠিত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান কাউন্সিল অফ মেম্বার স্টেটস অফ ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ-র মর্যাদাপূর্ণ সভাপতি পদে ভারতের অধিষ্ঠানে আজ প্রতিটি ভারতীয় সম্মানিত বোধ করছেন।
- ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে আমি জ্ঞানেশ কুমার ভারতের সমস্ত নাগরিকের হয়ে সব দেশের প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং কাউন্সিল অফ মেম্বার স্টেটস অফ ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ-র সভাপতিত্ব গ্রহণ করছি।
- সভাপতি হিসেবে আমি আশ্বস্ত করছি যে, আমার কার্যকালে সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশগুলির সহায়তায় গণতন্ত্র এবং বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে আমরা কাজের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করব।

জয় হিন্দ, জয় ভারত

প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনে ভারতীয় ভোটাররা এই ব্যবস্থায় সংবিধান প্রণেতাদের আস্থাকে ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী করেছেন। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। এছাড়া, নির্বাচন কমিশনের অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগ ভোটারদের উপস্থিতি বাড়িয়েছে, ভোটারদের আস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে। এর ফলে, ভারতের নির্বাচন কমিশন বিশ্বজুড়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। তাই, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, ভোট প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীরা রাষ্ট্রসেবক হিসেবে মর্যাদার দাবি রাখেন। আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও দক্ষ করে তোলার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির ভূমিকাও প্রশংসারযোগ্য।

১৯৫১-৫২'তে ভারতে যখন প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন মনে করা হয়েছিল, গণতন্ত্র স্থায়ী হবে না। কিন্তু, সেইসব ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে গণতন্ত্রের মা বিশ্বকে আলোর পথ দেখিয়ে চলেছে। নির্বাচন কমিশনের ধারাবাহিক উদ্ভাবন এবং উদ্যোগের ফলে হাতের আঙুলের কালির চিহ্নকে একটি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণী বার্তায় পরিণত করেছে। এটি সর্বদা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পবিত্র কাজ হ'ল – ভোটদান। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতের গণতন্ত্র বিশ্বের সামনে এক নতুন মান তুলে ধরবে এবং এই যাত্রায় দেশের ভোটার এবং নির্বাচন কমিশন অংশগ্রহণ ও উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা জুগিয়ে যাবে। ●

গ্রামীণ ভারতের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা

মনরেগার নতুন অবতার
বিকশিত ভারত-জি রাম জি বিল

কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার গ্রাম এবং গরীবদের কল্যাণ। বিগত দশকে, তাদের জন্য কর্মসংস্থান এবং স্ব-নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বেশকিছু প্রকল্প এবং কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। সংসদে পাস হয়েছে বিকশিত ভারত-কর্মসংস্থান এবং জীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল, যা 'বিকশিত ভারত-জি রাম জি' বিল নামেও পরিচিত, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর যা এখন আইনে পরিণত হয়েছে। এই আইন গ্রামের চেহারা বদলে দেবে এবং একটি আর্থিক বছরে প্রতিটি পরিবারের ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে। এটা মহাত্মা গান্ধীর স্বনির্ভর এবং উন্নত গ্রামের দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করবে...

মনরেগার নতুন রূপ, 'বিকশিত ভারত-জি রাম জি বিল ২০২৫', শুধুই একটা কর্মসংস্থান প্রকল্প নয় বরং গ্রামীণ ভারতকে স্বনির্ভর করার এক নীল নকশা। মনরেগার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, সরকার এমন একটা ব্যবস্থা তৈরি করার লক্ষ্য নিয়েছে যা কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং জীবিকার সুযোগকে শক্তিশালী করবে। কারণ ২০৪৭ সালে বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি রূপান্তরমূলক পদ্ধতির দরকার। এই কারণেই গ্রামীণ পরিবারগুলির জন্য মজুরি কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রতি আর্থিক বছরে ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করা হয়েছে। বিলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে গ্রামীণ উন্নয়ন কাঠামোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। এটা দারিদ্র্য হ্রাস এবং গ্রামে সুস্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির দিকে একটি নির্ধারক পদক্ষেপ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে।

২০০৫ সালে প্রয়োগের পর থেকে, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন (MNREGA) মজুরি কর্মসংস্থান প্রদান, গ্রামীণ আয় স্থিতিশীল করা এবং মৌলিক পরিকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, গ্রামীণ ভারতের পরিকাঠামো এবং আকাঙ্ক্ষা উল্লেখ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বর্ধিত আয়, বর্ধিত সংযোগ, ব্যাপক ডিজিটাল সুবিধা এবং বৈচিত্র্যময় জীবিকা গ্রামীণ কর্মসংস্থানের চাহিদার চরিত্রটাকে বদলে দিয়েছে। এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে বিকশিত ভারত-কর্মসংস্থান ও জীবিকা মিশন (গ্রামীণ), বিল, ২০২৫ পেশ করেছে। এই বিলটি MNREGA-কে জবাবদিহিতা, পরিকাঠামোগত ফলাফল এবং আয় সুরক্ষা জোরদার করে এমন ব্যাপক আইনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে বদলে দেয়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২০২৫-এর ২১ ডিসেম্বর ভিবি-জি রাম জি বিলে তাঁর সম্মতি জানিয়েছেন।

পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের চারটি স্তম্ভ

ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন, একত্রীকরণ এবং সম্পৃক্ততার নীতির ওপর ভিত্তি করে, বিকশিত ভারত-জি রাম জি আইন এক সমৃদ্ধ, সক্ষম এবং স্বনির্ভর গ্রামীণ ভারতের ভিত্তি মজবুত করবে। এটা জোরদার করবে গ্রামীণ পরিবারের আয় সুরক্ষা এবং শাসন ও জবাবদিহিতার আধুনিকীকরণও হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নতুন আইনে কর্মসংস্থানের চারটি স্তম্ভের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে যা গ্রামীণ পরিকাঠামো তৈরি করবে, একটি সমৃদ্ধ এবং ক্ষমতায়িত গ্রামীণ ভারতের ভিত্তি আরও শক্তিশালী করবে।

১

জল নিরাপত্তা এবং জল সংক্রান্ত কাজ

এর মধ্যে রয়েছে সেচ, জলাশয়ের পুনরুজ্জীবন, বনসৃজন, খাল, বন্যার জল বেরোনোর পথ, ভূগর্ভস্থ বাঁধ, পুকুর, কূপখনন, জনসম্প্রদায়ের জল সংরক্ষণ এলাকার উন্নতি এবং ছাদে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ।

২

মূল গ্রামীণ পরিকাঠামো

এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, শৌচ ব্যবস্থা, নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং সম্প্রদায়ের সুবিধা সম্পর্কিত পরিকাঠামো, যার মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ রাস্তা, গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন, স্কুলে অতিরিক্ত কক্ষ বা প্রাঙ্গন, শ্মশান, গ্রামীণ পার্কিং, পরিবহণ গুমটি এবং জল জীবন মিশনের অধীনে কাজ।

৩

জীবিকা সংক্রান্ত পরিকাঠামো

এর মধ্যে রয়েছে কৃষি, পশুপালন, মৎস, দক্ষতা বিকাশ এবং উদ্যোগ উন্নয়ন, যার মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ বাজার, সাপ্তাহিক বাজার, খাদ্য ও কৃষি সংরক্ষণ, নার্সারি চাষের প্রচার এবং নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন।

৪

আবহাওয়ার প্রভাব কমানোর জন্য কাজ

এর মধ্যে রয়েছে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানো, জলবায়ু অভিযোজন, ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র এবং বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য পুকুর এবং জল পরিকাঠামো নির্মাণ। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপিত যেকোন জনসাধারণের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং স্যানিটেশন সম্পর্কিত কাজও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মনরেগার পরবর্তী পদক্ষেপঃ বিকশিত ভারত জি রাম জি

কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং-এর মতে, বিকশিত ভারত জি রাম জি প্রকল্পটি মনরেগার পরবর্তী পদক্ষেপ। এখন ১০০ দিনের বদলে ১২৫ দিনের কাজের আইনি গ্যারান্টি আছে। কাজ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বেকার ভাতার বিধান আরও জোরদার করা হয়েছে। মজুরি দিতে দেরি হলে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আইনও রয়েছে। তাছাড়া, চলতি বছরে এই প্রকল্পের জন্য ১,৫১,২৮২ কোটি টাকারও বেশি অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। উন্নত ভারত গঠনের জন্য উন্নত গ্রাম, স্বনির্ভর গ্রাম এবং দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মসংস্থান সমৃদ্ধ গ্রাম তৈরির জন্য, জল সংরক্ষণ, গ্রামের পরিকাঠামো উন্নয়ন, জীবিকা নির্বাহকারী কার্যক্রম এবং দুর্যোগ কমানো সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। আরেকটি বিশেষ নিয়ম

আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি

- নতুন আইনের অধীনে গ্রামীণ পরিবারের জন্য বার্ষিক মজুরি কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা MNREGA-এর অধীনে প্রতি বছর ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করা হয়েছে।
- বীজ বপন এবং ফসল কাটার মরশুমে কৃষি শ্রমিকের প্রাপ্যতা সহজতর করার জন্য, এই আইন রাজ্যকে একটি আর্থিক বছরে ৬০ দিন পর্যন্ত বিরতি দেওয়ার ক্ষমতা দেয়। ১২৫ দিনের কর্মসংস্থানের মোট অধিকার অপরিবর্তিত থাকবে।
- রাজ্যগুলি এই আইনের অধীনে নেওয়া প্রকল্পের সারসংক্ষেপ দুটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করবে। এতে শর্তগুলিরও উল্লেখ থাকবে।
- কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের আওতায় নতুন মজুরি ঘোষণা না করা পর্যন্ত, মজুরি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন, ২০০৫-এর অধীনে প্রণীত বর্তমান মজুরির চেয়ে কম হবে না।
- যারা এর জন্য আবেদন করেছেন তাদের ১৫ দিনের মধ্যে কর্মসংস্থান প্রদান না করা হলে, তারা দৈনিক বেকার ভাতা পাওয়ার অধিকারী হবেন। এই ভাতা রাজ্য সরকার জানাবে, তবে এটা প্রথম ৩০ দিনের জন্য মজুরি হারের ১/৪ এর কম হবে না। আর্থিক বছরের বাকি সময়ের জন্য, এটা মজুরি হারের অর্ধেকের কম হবে না।
- দৈনিক মজুরি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে দেওয়া হবে এবং কোন ক্ষেত্রেই কাজ শেষ হওয়ার দিন থেকে ১৫ দিনের বেশি অর্থপ্রদান বিলম্বিত হবে না।
- গ্রামসভা এই আইনের অধীনে গৃহীত সমস্ত কাজ পর্যবেক্ষণ করবে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রয়োজনীয় সব নথি সরবরাহ করবে।
- এই আইনের অধীনে কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ব্যয়ের অনুপাত হবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য, হিমালয় রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল – উত্তরাখণ্ড , হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর-এর জন্য ৯০:১০ এবং অন্যান্য রাজ্য ও আইনসভা সহ রাজ্যগুলির জন্য ৬০:৪০।
- বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণ, ভূ-রেফারেন্সিং, উপগ্রহ চিত্র এবং কাজের ডিজিটাল ম্যাপিং পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হবে। চাহিদা, কাজ, কর্মী মোতায়েন এবং বাস্তব সময়ের অগ্রগতি জানার জন্য ড্যাশবোর্ড-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা সহ একটি মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করা হবে।
- ব্লক এবং জেলা পর্যায়ে একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা তৈরি করা হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরণের অভিযোগ সমাধানের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবে।

বাপু নিজেই রাম রাজ্যের কথা বলেছিলেন। এই দেশে ভগবান রামের উপস্থিতি প্রতিধ্বনিত হয়। কোন কারণে, ভগবান রামের নাম উঠলে কিছু লোক উত্তেজিত হয়ে পড়ে। মহাত্মা গান্ধী নিজেই রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন; তাঁর শেষ কথা ছিল "হে রাম"। বাপুর প্রতি আমাদের পরম শ্রদ্ধা।

শিবরাজ সিং চৌহান
কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী

করা হয়েছেঃ প্রশাসনিক ব্যয় ৬% থেকে ৯% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। যদি আমরা প্রস্তাবিত ১, ৫১,২৮২ কোটি টাকার ৯% হিসেব করি, তাহলে তা প্রায় ১৩,০০০ কোটি টাকা হবে। এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে, কাজটি বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত সহকর্মীরা - যার মধ্যে পঞ্চায়েত সচিব, কর্মসংস্থান সহকারী এবং কারিগরি কর্মীরাও – ঠিক সময়ে এবং পর্যাপ্ত বেতন পাবেন যাতে তারা তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।

নতুন আইনগত কাঠামোর যৌক্তিকতা

উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের জন্য ক্রমাগত সংস্কারের প্রয়োজন। ২০০৫ সালে MNREGA বাস্তবায়িত হয়েছিল, কিন্তু গ্রামীণ ভারত এখন রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ২০১১-১২ সালে দারিদ্র্যের মাত্রা ২৭.১ শতাংশ থেকে কমে ২০২২-২৩ সালে ৫.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে

সংসদের শীতকালীন অধিবেশন

লোক সভাঃ ১১১% উৎপাদনশীলতা; রাজ্য সভাঃ ১২১% উৎপাদনশীলতা

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয় ১৫টি অধিবেশন। সম্পন্ন কাজ লোক সভা এবং রাজ্যসভা দুয়ের জন্যই নির্ধারিত অ্যাজেন্ডা ছাড়িয়ে যায়, লোকসভায় পরিকল্পিত কাজের ১১১% এবং রাজ্যসভায় ১২১% সম্পন্ন হয়। অধিবেশন চলা কালীন, ভিবি-জি রাম জি বিল সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ এবং পাস করা হয়। জাতীয় সঙ্গীত "বন্দে মাতরম" এর ১৫০তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য সংসদের উভয় কক্ষে একটি বিশেষ আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়।

শীতকালীন অধিবেশনে রাজ্যসভা এবং লোকসভা দুটোতেই কিছু বাধা সত্ত্বেও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। সরকার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করেছে, যার মধ্যে অনেকগুলি পাস হয়েছে। লোকসভায় দশটি বিল পেশ করা হয়েছিল, যার মধ্যে আটটি পাস হয়েছে এবং রাজ্যসভায়ও আটটি বিল পাস হয়েছে। এভাবে, সংসদের উভয় কক্ষেই মোট আটটি বিল পাস হয়েছে। অধিবেশন চলাকালীন লোকসভায় মোট বৈঠকের সময় ছিল ৯২ ঘন্টা ২৫ মিনিট। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বন্দে মাতরমের ওপর আলোচনা শুরু করেছিলেন, যাতে ৬৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সংসদ ১১ ঘন্টা ৩২ মিনিট ধরে চলেছিল। রাজ্যসভায়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ আলোচনা শুরু করেছিলেন, যেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন ৮১ জন সদস্য। এই আলোচনা মোট ১২ ঘন্টা ৪৯ মিনিট চলেছিল।

এছাড়াও, ৯ ও ১০ ডিসেম্বর লোকসভায় এবং ২০২৫ সালের ১১, ১৫ এবং ১৬ ডিসেম্বর, রাজ্যসভায় নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় আলোচনা শেষ করেছিলেন। লোকসভার আলোচনায় ৬২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন, এবং রাজ্যসভায় ৫৭ জন সদস্য অংশগ্রহন করেন। লোকসভায় এই আলোচনা মোট ১০ ঘন্টা ৩৭ মিনিট ধরে চলে।

সংসদের উভয় কক্ষে পাস হওয়া বিল

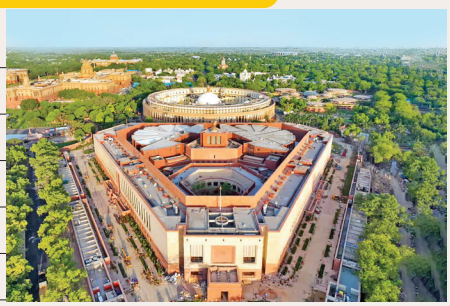

- মণিপুর পণ্য ও পরিষেবা কর (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল, ২০২৫
- কেন্দ্রীয় আবগারি (সংশোধন) বিল, ২০২৫
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা থেকে জাতীয় নিরাপত্তা কর বিল, ২০২৫
- বরাদ্দ (নং ৪) বিল, ২০২৫
- বাতিল ও সংশোধন বিল, ২০২৫
- সবকা বীমা সবকি রক্ষা (বীমা আইন সংশোধন) বিল,২০২৫
- ভারতের রূপান্তরের জন্য পারমাণবিক শক্তির সুস্থায়ী ব্যবহার এবং অগ্রগতি বিল, ২০২৫
- বিকশিত ভারত - রোজগার এবং আজীবিকা মিশনের গ্যারান্টি (গ্রামীণ): ভিবি-জি রাম জি বিল, ২০২৫

সম্প্রসারিত কভারেজের সাহায্যে ভোগ বৃদ্ধি এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উন্নতি হয়েছে। গ্রামীণ জীবিকা আরও বৈচিত্র্যময় এবং ডিজিটালভাবে সংযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, MNREGA'র বিস্তৃত এবং চাহিদা-চালিত কাঠামো আর আজকের গ্রামের বাস্তবতার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিকশিত ভারত-জি রাম জি এই চাহিদাগুলি পূরণ করবে। ●

একটি কন্যা সন্তানের জন্ম উদযাপিত হওয়া উচিত

সশক্ত কন্যা
এক সমৃদ্ধ ও উন্নত ভারত

মেয়েরা সমাজ ও সমাজের নীতি-নৈতিকতা গঠনে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২২ জানুয়ারি, ক্রমহ্রাসমান শিশু লিঙ্গ অনুপাত মোকাবিলার লক্ষ্যে চালু হওয়া 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পটি তার ১২বছরে পা দিয়েছে। দেশ ২৪ জানুয়ারি জাতীয় কন্যা শিশু দিবসও উদযাপন করছে, যা এই কথা মনে করিয়ে দেয় যে মেয়েরা পুষ্টি, শিক্ষা এবং সম্মান পেলে জাতি আরও শক্তিশালী হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টা কীভাবে মেয়ে এবং মহিলাদের জীবনচক্র জুড়ে তাদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং ক্ষমতায়নের প্রচার করছে... আসুন জেনে নেওয়া যাক

২০১৫ সালের ২২ জানুয়ারি হরিয়ানার জিন্দ থেকে এক ঐতিহাসিক সূচনা হয়, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশ জুড়ে শিশু লিঙ্গ অনুপাতে ক্রমহ্রাসমান সমস্যা মোকাবিলা এবং নারী ও মেয়েদের জীবনচক্র জুড়ে ক্ষমতায়নের জন্য "বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও" প্রকল্প চালু করেন।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশন মিশন শক্তির আওতায় এই প্রকল্পটি বহু-ক্ষেত্রীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে সমস্ত জেলাকে আওতায় এনে এবং তৃণমূল স্তরে প্রভাব ফেলতে পারে এমন কার্যকলাপে আরও তহবিল বরাদ্দ করে। প্রতিটি মেয়ের জন্মগ্রহণ, নিরাপদ থাকার, পড়াশোনা করার, স্বপ্ন দেখার এবং নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকারকে শক্তিশালী করার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার "বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও", "সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট", "মাতৃবন্দনা যোজনা", "পিএম মুদ্রা যোজনা", "স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া" এবং "পিএম আবাস যোজনা" সহ বিভিন্ন প্রকল্পে নারীদের অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

এছাড়াও, দেশ বিকশিত ভারতের নারীর নেতৃত্ব চলা উন্নয়নের ওপর দৃষ্টি দিয়েছে। এই কারণেই জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও -এর মাধ্যমে আচরণগত পরিবর্তন

নীতি আয়োগ ২০১৯ থেকে ২০২৪ অর্থবছরের জন্য নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রকল্পগুলির মূল্যায়ন করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও (BBBP) এবং ওয়ান স্টপ সেন্টার (OSC) কর্মসূচিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। BBBP (বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও) –এর মাধ্যমে আচরণগত পরিবর্তন প্রচারের এই উদ্যোগটি সারা দেশে নারীদের নিরাপত্তা এবং ক্ষমতায়নকে শক্তিশালী করেছে।

অগ্রগতিগুলি

- স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থা অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ সালে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ছিল ৬১ শতাংশ, যা ২০২৩-২৪ সালে বেড়ে ৯৭.৩% হয়েছে। প্রাক প্রসব প্রথম ত্রৈমাসিকের যত্ন নিবন্ধনও ৬১% থেকে বেড়ে ৮০.৫% হয়েছে।
- জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাত, যা ২০১৪-১৫ সালে ৯১৮ ছিল, ২০২৩-২৪ সালে বেড়ে হয়েছে ৯৩০।
- ১৮৭৬ সালে প্রথম জাতীয় জনগণনার পর প্রথমবারের মতো, প্রতি ১,০০০ পুরুষের মধ্যে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫-এ প্রতি ১,০০০ পুরুষের মধ্যে ১,০২০ জন নারী নিবন্ধিত হয়েছে।
- জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা প্রতিবেদন-৫-এ বলা হয়েছে ১৮ বছর বয়সের আগে বিবাহিত মেয়েদের সংখ্যা এখন NFHS-৩-এর তুলনায় অর্ধেক হয়ে গেছে।

কন্যা শিশুদের উন্নয়নের পদক্ষেপ

- ২০২৪-২৫ সালে মোট ভর্তি অনুপাতের জন্য লিঙ্গ সমতা সূচক ভিত্তি স্তর, প্রস্তুতিমূলক স্তর এবং মধ্য স্তরের জন্য ছিল ১.০, যেখানে মাধ্যমিক স্তরের জন্য ছিল ১.১।
- ৯৭.১% স্কুলে পৃথক শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে এবং ৯৯.৩% স্কুলে পানীয় জলের সুবিধা পাওয়া গেছে। স্কুলের পরিকাঠামোগত উন্নতির ফলে মেয়েদের ভর্তির হার বেড়েছে এবং স্কুলছুট হওয়ার হার কমেছে।
- ২০১৪ সাল থেকে শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলিতে কারিগরি শিক্ষায় নারীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক-ম্যাট্রিক, ম্যাট্রিক-পরবর্তী এবং মেরিট-কাম-মিনস ভিত্তিক স্কলারশিপের ৩০% স্কলারশিপ মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত।
- প্রধানমন্ত্রীর উচ্চশিক্ষা প্রকল্পে (PM-USP), ৫০% স্কলারশিপ স্লট মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত।
- খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের অধীনে 'মহিলাদের জন্য খেলা' লিগ চালু করা হয়েছিল। ২৯টি ক্রীড়া বিভাগে ১.৩৯ লক্ষ অংশগ্রহণকারী অংশ নিয়েছিলেন।
- ভারতীয় ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, কেরালা এবং আসামে মহিলা ক্রীড়াবিদদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণের জন্য ৪টি ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করেছে।

সাফল্যগুলি

- কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে লিঙ্গ সমতার জন্য ৪.৪৯ লক্ষ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করেছে, যা মোট বাজেটের ৮.৮৬%।
- এনডিএ এবং সৈনিক স্কুলে মেয়েদের ভর্তি শুরু হয়েছে।
- নারী শক্তি বন্দন আইন, ২০২৩ লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভায় ৩৩% আসব সংরক্ষণের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।
- ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৪.৩১ কোটি সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।
- উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় মহিলাদের নামে ১০.৩ কোটি গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে।
- প্রায় ৯০লক্ষ স্বনির্ভর দল ১০ কোটি মহিলার ক্ষমতায়ন করে গ্রামীণ স্ব-কর্মসংস্থানে বদলে দিয়েছে, অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় ৩ কোটিরও বেশি বাড়ি মহিলাদের নামে নিবন্ধিত-যা ভারত জুড়ে নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়নকে শক্তিশালী করছে।
- নারীদের দেওয়া হয়েছে ৩৫.৪০ কোটি পিএম মুদ্রা ঋণ, যা মোট ঋণের প্রায় ৬৮ শতাংশ।
- ২.২১ কোটি নারী মালিকানাধীন এমএসএমই নিবন্ধিত।
- ভারতের ২.০৫ লক্ষেরও বেশি স্বীকৃত স্টার্টআপের ৪৮%-এ কমপক্ষে একজন মহিলা পরিচালক আছেন।
- ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানীদের প্রায় ২৫% হলেন নারী।

> **আমাদের সরকারের চালু করা প্রতিটি উন্নয়নমূলক উদ্যোগে, আমরা মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং নারী শক্তিকে শক্তিশালী করার ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিই। আমাদের লক্ষ্য মেয়েদের সম্মান এবং সুযোগ নিশ্চিত করা।**
>
> **নরেন্দ্র মোদী,** *প্রধানমন্ত্রী*

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পটি দেশে মেয়েদের জীবন উন্নত করছে। এটা জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাত বাড়াতে, শিক্ষায় প্রবেশ বাড়াতে, স্বাস্থ্যসেবা বাড়াতে এবং মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করতে সহায়তা করেছে। সরকারের প্রতিশ্রুতির ফলে শুধু সরকারি পর্যায়েই নয়, বেসরকারি পর্যায়েও মেয়েদের প্রতি মানসিকতার বদল এসেছে। প্রতিটি কন্যা শিশুকে মূল্য দেওয়ার ও সুরক্ষা দেওয়ার জন্য দেশে একটা শক্তিশালী ভিত গড়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি এখন দ্বাদশ বর্ষে পা দিয়েছে, যা দেশে লিঙ্গ সমতা এবং ক্ষমতায়নের অভিমুখে অব্যাহত অগ্রগতি নিশ্চিত করবে।

ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থা

জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান

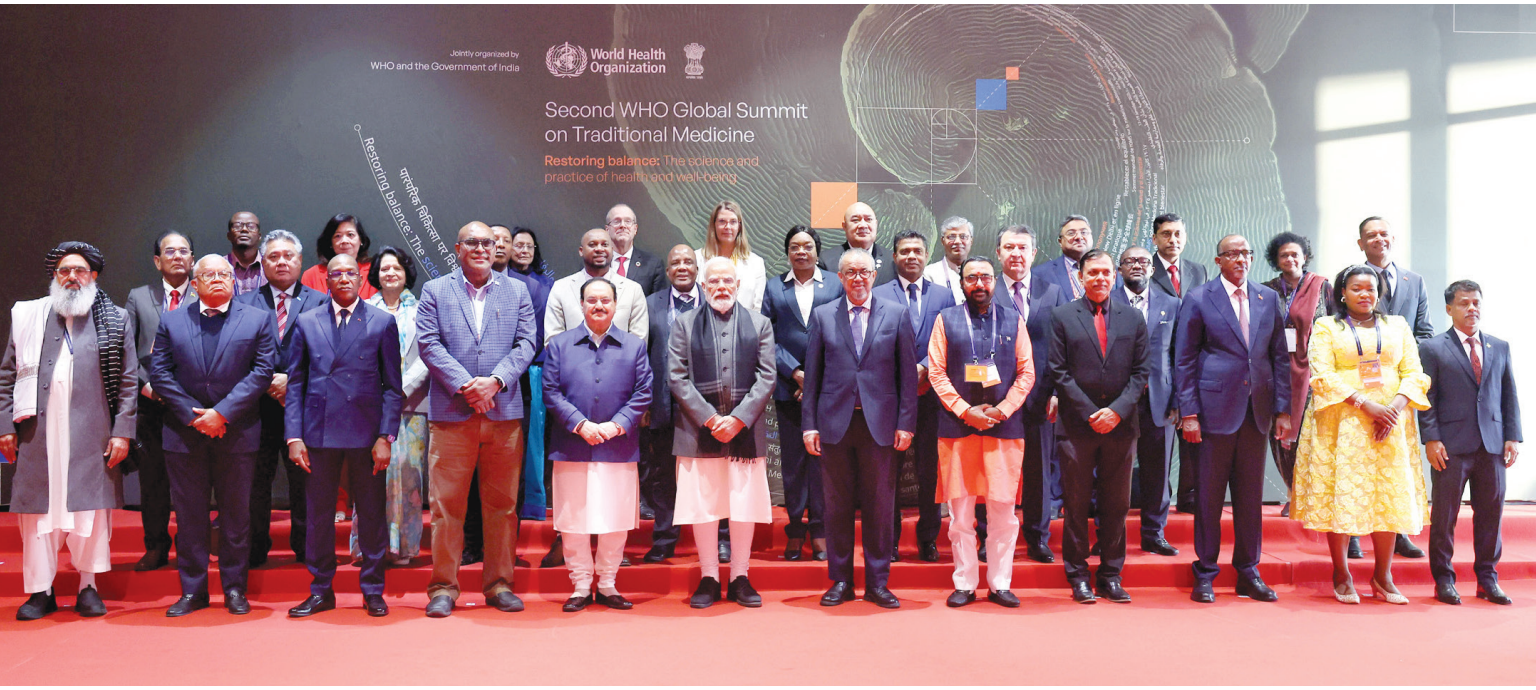

ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা বিশ্বের প্রাচীনতম সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাগুলির অন্যতম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৭০টি দেশে ঐতিহ্যবাহী, পরিপূরক এবং সমন্বিত চিকিৎসা (TCIM) ব্যবহার করা হয়। ভারত, চীন এবং জাপানের মত দেশগুলি ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন করেছে, একইসঙ্গে আফ্রিকা এবং আমেরিকাতেও এটা প্রচলিত। ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর ১৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত দ্বিতীয় হু আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেছিল, যা গুরুতর স্বাস্থ্য সংকটের সমাধান হিসেবে আলোকপাত করেছিল ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী...

ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রক এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এই শীর্ষ সম্মেলনটি ভারত মন্ডপে অনুষ্ঠিত হয়, যার মূল ভাবনা ছিল "ভারসাম্য পুনরুদ্ধারঃ স্বাস্থ্য ও সুস্থতার বিজ্ঞান ও অনুশীলন।" এই শীর্ষ সম্মেলনটি ভারতে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠিত হল, যা বৈশ্বিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক এবং জন-কেন্দ্রিক ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা বিষয়সূচি তৈরিতে দেশের ক্রমবর্ধমান নেতৃত্ব এবং অগ্রণী প্রচেষ্টার প্রমাণ এবং প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকারের শক্তি। ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা সুস্থতা এবং জীবনযাত্রার বাইরেও বিস্তৃত, তা গুরুতর স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে। তিনদিনের শীর্ষ সম্মেলনে, গুজরাট ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়, যা প্রমান-ভিত্তিক TCIM-এর প্রতি বিশ্বব্যাপী প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে,উন্নত তথ্য এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো গড়ার আহ্বান জানায় এবং একটি সামগ্রিক, সাংস্কৃতিকভাবে মৌলিক এবং বৈজ্ঞানিকভাবে সমন্বিত বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য বিষয়সূচি তৈরিতে ভারতের নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দেয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বেশ কয়েকটি আয়ুষ উদ্যোগের সূচনা করেছেনঃ

- তিনি আয়ুষ ক্ষেত্রের জন্য একটি প্রধান ডিজিটাল পোর্টাল মাই আয়ুষ ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিসেস পোর্টাল চালু করেছেন। এটা ঐতিহ্যবাহী, পরিপূরক এবং সমন্বিত চিকিৎসার ওপর বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপক ডিজিটাল ভান্ডার, যার ১.৫ মিলিয়নেরও বেশি রেকর্ড রয়েছে।
- তিনি আয়ুষ চিহ্ন উন্মোচন করেছেন। এটা আয়ুষ পণ্য এবং পরিষেবার মানের জন্য একটা বিশ্বব্যাপী মান হিসেবে ভাবা হয়েছে। "শিকড় থেকে বৈশ্বিক ব্যাপ্তি: আয়ুষে ১১ বছরে রূপান্তর" নামে যোগ প্রশিক্ষণের ওপর একটা WHO প্রযুক্তিগত প্রতিবেদন এবং বই প্রকাশিত হয়েছে।
- ভারতের ঐতিহ্যবাহী ঔষধি ঐতিহ্যের বিশ্বব্যাপী অনুরণনকে তুলে ধরে অশ্বগন্ধার ওপর একটা স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে।
- দিল্লিতে নতুন WHO-দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আঞ্চলিক অফিসও উদ্বোধন করা হয়েছে, যেখানে WHO-এর ভারতীয় অফিসও থাকবে।
- ২০২১-২০২৫ সালের জন্য যোগ প্রচার ও উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার বিজয়ীদের সম্মানিত করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী মোদী 'ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন ডিসকভারি সাইট' প্রদর্শনীটিও ঘুরে দেখেন, যা ভারত এবং বিশ্বজুড়ে ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা জ্ঞান ব্যবস্থার বৈচিত্র্য, গভীরতা এবং সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে।

ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা বৈশ্বিক গ্রন্থাগার হিসেবে একটি বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে, যা ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং নীতিগত নথিগুলি নিরাপদে এক জায়গায় সংরক্ষণ করবে। প্রতিটি দেশের জন্য দরকারি তথ্য সমানভাবে অ্যাক্সেস করা যাবে। ভারতের G20 সভাপতিত্বের সময় প্রথম WHO গ্লোবাল সামিটে এই গ্রন্থাগারের ঘোষণা করা হয়েছিল। এই প্রস্তাবটি এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

প্রধানমন্ত্রীর নিবন্ধটি পড়তে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

ভারতে ৩,৮৪৪টি আয়ুষ হাসপাতাল, ৩৬,৮৪৮টি ডিসপেনসারি, ৮৮৬টি স্নাতক এবং ২৫১টি স্নাতকোত্তর কলেজ এবং ৭.৫ লক্ষেরও বেশি নিবন্ধিত অনুশীলনকারী রয়েছে। ভারত সরকার ২০১৪ সালে জাতীয় আয়ুষ মিশনও চালু করে, যার লক্ষ্য দেশজুড়ে আয়ুষ পরিষেবা পাওয়া জোরদার করা।

WHO দিল্লি ঘোষণা

ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা সংক্রান্ত WHO দিল্লি ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। "দিল্লি ঘোষণাপত্র" ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসার ব্যাপকতা, এর শক্তিশালী প্রামাণিক ভিত্তি, উদ্ভাবন এবং স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জের নতুন সমাধান প্রদানের সম্ভাবনার ওপরও আলোকপাত করে, যা মূলত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চারটি ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত সমাধানের ওপরঃ

- প্রমাণ-ভিত্তিক জ্ঞান জোরদার করা।
- নিরাপত্তা, গুণমান এবং জনসাধারণের আস্থা নিশ্চিত করা।
- নিরাপদ এবং কার্যকর ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা সংহত করা।
- উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার।

জামনগরে WHO গ্লোবাল সেন্টার ফর ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন প্রতিষ্ঠায় গর্ব প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এই শীর্ষ সম্মেলন ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান এবং আধুনিক অনুশীলনের এক সঙ্গম প্রত্যক্ষ করছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ভবিষ্যতকে রূপান্তরিত করতে পারে এমন বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ চালু করা হয়েছে। ঐতিহ্য এবং প্রযুক্তি যখন এক হয়, তখন বিশ্ব জুড়ে স্বাস্থ্যকে আরও কার্যকর করার সম্ভাবনা উল্লেখ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তাই, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী মোদী স্পষ্ট করে বলেন যে একুশ শতকে জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ আরও বেশি হবে। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন, AI এবং রোবোটিক্সের আকারে প্রযুক্তির একটা নতুন যুগের আবির্ভাব, আগামী বছরগুলিতে আমাদের জীবনযাত্রাকে অভূতপূর্ব উপায়ে বদলে দেবে। তাই আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে জীবনযাত্রায় এই ধরণের আকস্মিক এবং ব্যাপক পরিবর্তন, পরিশ্রম ছাড়াই সম্পদ এবং সুযোগসুবিধার সহজলভ্যতা, মানবদেহের জন্য অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। তাই ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসায়, আমাদের শুধুই বর্তমান চাহিদার ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিৎ নয়। আমাদের যৌথ দায়িত্ব ভবিষ্যতের দিকেও প্রসারিত। ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করা এখন কেবল একটি বিশ্বব্যাপী উদ্দেশ্য নয় বরং একটা বিশ্বব্যাপী প্রয়োজনীয়তা। এটা অর্জনের জন্য আমাদের আরও দ্রুত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে।

আসাম এবং উত্তরপূর্ব

ভারতের উন্নয়নের নতুন প্রবেশদ্বার

আসাম এবং সমগ্র উত্তরপূর্ব আজ ভারতের উন্নয়নের নতুন প্রবেশদ্বার হয়ে উঠছে। বহুমুখী সংযোগের প্রতিশ্রুতি এই অঞ্চলকে বদলে দিয়েছে। আসামে উন্নয়ন কাজের গতি স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করছে। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০ এবং ২১ ডিসেম্বর আসাম সফর করেন। তিনি প্রায় ১৫,৬০০ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন করেন। আসাম থেকে তিনি আরও বলেন যে দেশের ভবিষ্যতের নতুন ভোরের সূচনা হবে উত্তরপূর্ব থেকে...

প্রধানমন্ত্রীর নিবন্ধটি পড়তে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

আজ ভারত সম্পর্কে বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। বদলেছে দেশের ভূমিকাও। আধুনিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন এতে বিশাল ভূমিকা পালন করেছে। ভারত ২০৪৭ সালের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, জোর দিচ্ছে পরিকাঠামোর ওপর। কেন্দ্রীয় সরকার দেশের প্রতিটি রাজ্যে একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার এবং বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে অবদান রাখার জন্য কাজ করছে। আসামের গুয়াহাটিতে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদোলোই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, তিনি খুশি যে আসাম এবং উত্তরপূর্বাঞ্চল এই লক্ষ্যে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

গত ১০-১১ বছরে, দেশ দশকের পর দশক ধরে চলা সহিংসতার চক্রের অবসান ঘটানোর দিকে এগিয়ে চলেছে। আসামের সম্পদ যাতে আসামের জনগণের উপকারে আসে তা এখন নিশ্চিত করা হচ্ছে। হিংসাপ্রবণ জেলাগুলি এখন উচ্চকাঙ্খী জেলা হিসেবে বিকশিত হচ্ছে। আগামী সময়ে, এই অঞ্চলগুলি শিল্প করিডরে পরিণত হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে আজ আমরা আসামকে ভারতের পূর্ব প্রবেশদ্বার হিসেবে উঠে আসতে দেখছি। আসাম বহু ক্ষেত্রে বিকশিত ভারতের ইঞ্জিন হয়ে উঠবে।

বিকশিত ভারত গঠনে দেশের কৃষকদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের স্বার্থকে সবার আগে রেখে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে, কৃষকদের নিরবছিন্ন সার সরবরাহ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। আসামের নামরূপে ইউরিয়া প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, আগামী দিনে ইউরিয়া কারখানা কৃষকদের নিরবছিন্ন সার সরবরাহ নিশ্চিত করবে। এই সার প্রকল্পে প্রায় ১১,০০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এটা বার্ষিক ১.২ মিলিয়ন মেট্রিক টনেরও বেশি সার উৎপাদন করবে। নামরূপের এই ইউনিট হাজার হাজার নতুন কর্মসংস্থান এবং স্বনিয়োগের সুযোগও তৈরি করবে।

উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের এক সঙ্গমঃ গোপীনাথ বরদোলোই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবন

প্রধানমন্ত্রী মোদী গুয়াহাটিতে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদোলোই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবন উদ্বোধন করেছেন। এই টার্মিনাল ভবনটি "উন্নয়ন ও ঐতিহ্য" নীতির মূর্ত প্রতীক।

- এই টার্মিনালটি আসামের সংযোগ, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং বৈশ্বিক সংযুক্তি বৃদ্ধিতে এক রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ।
- এটা প্রায় ১.৪ লক্ষ বর্গমিটার বিস্তৃত এবং বার্ষিক ১৩ মিলিয়ন যাত্রী ধারণের মতো করে ডিজাইন করা হয়েছে।
- রানওয়ে বিমানক্ষেত্র ব্যবস্থা, অ্যাপ্রন এবং ট্যাক্সিওয়েতে ব্যাপক আপগ্রেড এর সক্ষমতা আরও বাড়িয়েছে।
- ভারতের প্রথম প্রকৃতি-থিমযুক্ত বিমানবন্দর টার্মিনাল, বিমানবন্দরের নকশা "বাঁশের অর্কিড" থিমের মধ্যে দিয়ে আসামের জীববৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছে।
- টার্মিনালটি স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত উত্তরপূর্বের প্রায় ১৪০ মেট্রিক টন বাঁশের অভাবনীয় ব্যবহার করেছে।
- একটি অনন্য স্কাই ফরেস্ট যাত্রীদের বনের মতো অভিজ্ঞতা দেয়, যার মধ্যে প্রায় এক লক্ষ দেশীয় গাছপালা রয়েছে।
- টার্মিনালটি যাত্রীদের সুবিধার এক নতুন মান তৈরি করেছে, যেমন দ্রুত নিরাপত্তা পরীক্ষার জন্য ফুল-বডি স্ক্যানার, স্বয়ংক্রিয় ব্যাগেজ হ্যান্ডলিং এবং এআই-চালিত বিমানবন্দর পরিচালনা।

নতুন ব্রাউনফিল্ড অ্যামোনিয়া-ইউরিয়া সার প্রকল্পের ভূমিপুজো

- প্রধানমন্ত্রী মোদী আসামের ডিব্রুগড় জেলার নামরূপে ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেডের বিদ্যমান প্রাঙ্গনে নতুন ব্রাউনফিল্ড অ্যামোনিয়া-ইউরিয়া সার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।
- কৃষকদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও প্রসারিত করে, ১০,৬০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের এই প্রকল্পটি আসাম এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সারের চাহিদা পূরণ করবে।
- এটা আমদানি নির্ভরতা কমাবে, সৃষ্টি করবে উল্লেখ্য কর্মসংস্থান এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি আনবে। এটা শিল্প পুনরুজ্জীবন এবং কৃষক কল্যাণের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

“ আসামের ভূমির সঙ্গে আমার সংযোগ, তার জনগণের ভালোবাসা এবং স্নেহ, আর বিশেষ করে আসামের আমার মা ও বোনদের উষ্ণতা আমাকে ক্রমাগত অনুপ্রাণিত করে এবং উত্তরপূর্বের উন্নয়নের জন্য আমাদের সংকল্পকে শক্তিশালী করে।

নরেন্দ্র মোদী, **প্রধানমন্ত্রী**

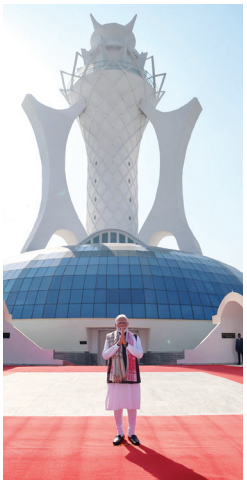

প্রধানমন্ত্রী মোদীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

ঐতিহাসিক আসাম আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বরগাঁওয়ের শহীদ স্মৃতিসৌধ এলাকা পরিদর্শন করেন। এটা ছিল ছ'বছর ধরে চলা একটা গণআন্দোলন যা বিদেশীমুক্ত আসাম এবং রাজ্যের পরিচয় রক্ষার সমবেত প্রতীক ছিল। শহীদ স্মৃতিসৌধে কাটানো মুহূর্তগুলিকে একটি আবেগময় অভিজ্ঞতা হিসেবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে আমরা আসামের অগ্রগতি, সমৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক গৌরবের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করার প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছি।

বীজ থেকে বাজার পর্যন্ত কৃষকদের পাশে সরকার দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে

- ২০১৪ সালে, দেশে মাত্র ২২৫ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপাদন হয়েছিল। গত ১১ বছরে উৎপাদন প্রায় ৩০৬ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে।
- কৃষকরা মাত্র ৩০০ টাকায় এক ব্যাগ ইউরিয়া পান। ভারত সরকার এক ব্যাগের জন্য প্রায় ৩,০০০ টাকা দেয়।
- প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের কাছে প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছে।
- ২০২৫ সালে, ৩৫,০০০ কোটি টাকার দুটি নতুন প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী ধন ধান্য কৃষি যোজনা এবং দলন আত্মনির্ভরতা মিশন চালু হয়েছিল।
- কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে, ২০২৫ সালে কৃষকরা ১০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সহায়তা পেয়েছেন।
- পাম তেল সহ ভোজ্য তেল সম্পর্কিত একটি মিশনও চালু করা হয়েছিল, যার বিশেষ লক্ষ্য ছিল উত্তরপূর্ব অঞ্চল।

রাজ্যের জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের নেতৃত্ব দেবে উত্তরপূর্ব। এর জন্য আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আসামের উন্নয়নকে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমি নিশ্চিত যে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আসামকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। আমরা এক উন্নত ভারতের স্বপ্ন পূরণ করবো।

আসামের উন্নয়নে নতুন গতি

ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর নির্মিত সেতুগুলি আসামের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নতুন শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। স্বাধীনতার পর ৬-৭ দশকে সেখানে মাত্র তিনটি বড় সেতু নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু গত দশকে চারটি নতুন মেগা সেতুর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর পাশাপাশি, বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রকল্প রূপ নিচ্ছে। বগিবিল এবং ঢোলা-সাদিয়ার মতো দীর্ঘতম সেতু আসামকে কৌশলগতভাবে আরও শক্তিশালী করেছে। রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। বগিবিল সেতু চালু হওয়ার ফলে আপার আসাম এবং দেশের বাকি অংশের মধ্যে দুরত্ব কমেছে। গুয়াহাটি থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত চলা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যাতায়াতের সময় কমিয়েছে। দেশে জলপথের উন্নয়নের ফলে আসামও উপকৃত হচ্ছে। পণ্য পরিবহণ ১৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে ব্রহ্মপুত্র শুধুই একটা নদী নয় বরং অর্থনৈতিক শক্তির একটি ধারা। পান্ডুতে প্রথম জাহাজ মেরামতের সুবিধা তৈরি হচ্ছে এবং বারাণসী থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত চলা গঙ্গা বিলাস ক্রুজ নিয়ে উৎসাহ রয়েছে। এটা উত্তরপূর্বকে বিশ্বব্যাপী ক্রুজ পর্যটন মানচিত্রে স্থান দিয়েছে। ●

মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের প্রেস ব্রিফিং দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত

দিল্লি মেট্রো সম্প্রসারিত হবে

মহারাষ্ট্র ও ওড়িশায় গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্প অনুমোদন

দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগত এর অগ্রগতি দ্রুত করছে। এই ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা নতুন বছরের উপহার হিসেবে দিল্লি মেট্রোর সম্প্রসারণের অনুমোদন দিয়েছে। এর পাশাপাশি, মহারাষ্ট্র ও ওড়িশার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত প্রস্তাবগুলিও অনুমোদিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ শুধু দেশজুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করবে না বরং লক্ষ লক্ষ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতকেও সহজ করে তুলবে।

সিদ্ধান্তঃ দিল্লি মেট্রো ফেজ-৫ (এ) প্রকল্পের অংশ হিসেবে তিনটি নতুন করিডরের অনুমোদন।

প্রভাবঃ ১৬.০৭৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রকল্পটি জাতীয় রাজধানীর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করবে। দিল্লি মেট্রো ফেজ-৫ (এ) এর মোট ব্যয় হবে ১২০১৪.৯১ কোটি টাকা।

তিনটি নতুন করিডরঃ

১. আর. কে. আশ্রম মার্গ থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ (৯.৯১৩ কিমি)
২. এয়ারোসিটি থেকে আইজিডি বিমানবন্দর টি-১ (২.২৬৩ কিমি)
৩. তুঘলকাবাদ থেকে কালিন্দী কুঞ্জ (৩.৯ কিমি)

- এটা সেন্ট্রাল ভিস্তা করিডরের সব সরকারি ভবনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে, এর ফলে অফিসযাত্রী এবং এলাকার দর্শনার্থীদের সুবিধা হবে।
- প্রতিদিন প্রায় ৬০,০০০ অফিসযাত্রী এবং ২ লক্ষ দর্শনার্থী উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
- এই করিডরগুলি দূষণ এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার আরও কমাবে, যার ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।
- এখন, দিল্লি মেট্রো প্রতিদিন গড়ে ৬.৫ মিলিয়ন যাত্রীকে পরিষেবা প্রদান করে। দিল্লি মেট্রো এখন ভারতের বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্ক এবং বিশ্বের বৃহত্তম মেট্রোগুলির মধ্যে অন্যতম।

সিদ্ধান্তঃ ওড়িশার জাতীয় সড়ক-৩২৬-এর ৬৮.৬০০ কিলোমিটার থেকে ৩১১.৭০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিদ্যমান ২-লেনের রাস্তা প্রশস্ত এবং মজবুতকরণের প্রস্তাব অনুমোদন, যা ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকিউরমেন্ট এবং কনস্ট্রাকশন (ইপিসি) প্রকল্প বিতরণ পদ্ধতির আওতায় পাকা ফুটপাত সহ ২-লেনের রাস্তায় রূপান্তরিত হবে।

প্রভাবঃ উন্নত ৩২৬-জাতীয় সড়ক যাতায়াতকে দ্রুত, নিরাপদ এবং আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলবে। এটা দক্ষিণ ওড়িশার সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখবে, বিশেষ করে গজপতি, রায়গড়া এবং কোরাপুট জেলাগুলির উপকার হবে। উন্নত সড়ক যোগাযোগ স্থানীয় সম্প্রদায়, শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পর্যটন কেন্দ্র, বাজার এবং স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলিতে সহজে প্রবেশাধিকার প্রদান করবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করবে। এটা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে অবদান রাখবে। প্রকল্পের মোট মূলধন ব্যয় ১,৫২৬.২১ কোটি টাকা।

সিদ্ধান্তঃ মহারাষ্ট্রে BOT ভিত্তিতে ৬-লেনের গ্রিনফিল্ড অ্যাক্সেস-নিয়ন্ত্রিত নাসিক-শোলাপুর-আক্কালকোট করিডর নির্মাণের প্রকল্পের অনুমোদন।

প্রভাবঃ প্রকল্পটি ৩৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ হবে এবং এতে প্রায় ১৯,১৪২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এই প্রকল্পটি নাসিক, অহল্যানগর এবং সোলাপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক শহরগুলিকে কুর্নুলের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। এই প্রকল্পটি প্রায় ২৫১.০৬ লক্ষ মানব-দিবসের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান এবং ৩১৩.৮৩ লক্ষ মানব-দিবসের পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করবে। এছাড়াও, প্রস্তাবিত করিডরের আশেপাশের এলাকায় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধির কারণে আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। ●

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতিতে এক নতুন গতি

প্রধানমন্ত্রীর নিবন্ধটি পড়তে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

কেন্দ্রীয় সরকার "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ" নিশ্চিত করার জন্য লাগাতার কাজ করে চলেছে। দেশের যেসব অংশ দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, সেখানেও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ার প্রচেষ্টা চলছে। এই পটভূমিতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সফর করেন এবং প্রায় ৩,২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্পগুলি রাজ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করবে এবং পর্যটনে উৎসাহ দেবে...

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া হল সেই ভুমি যেখানে প্রেম, করুণা এবং ভক্তির প্রাণবন্ত প্রতিমূর্তি শ্রী চৈতন্য প্রভু নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের এই ভূমি থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নদীয়া জেলার রাণাঘাটে দুটি বড় প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করেছিলেন, যা পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতিতে এক নতুন গতি দেবে। নতুন প্রকল্পগুলি এই অঞ্চলের সঙ্গে কলকাতার ও শিলিগুড়ির যোগাযোগ আরও উন্নত করবে। আধুনিক পরিকাঠামো একটি উন্নত ভারতের স্বপ্ন সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একারণেই কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক পরিকাঠামোতে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে বড়জাগুলি থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত চার লেনের রাস্তাটির জন্য উত্তর ২৪ পরগণা, নদীয়া, কৃষ্ণনগর এবং অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ বিরাট উপকৃত হবেন। এর ফলে কলকাতা এবং শিলিগুড়ির মধ্যে যাতায়াতের সময় প্রায় দু-ঘন্টা কম হবে। বারাসাত থেকে বড়জাগুলি পর্যন্ত চার লেনের রাস্তার কাজও শুরু হয়েছে। এই দুটি প্রকল্পই সমগ্র অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং পর্যটনকে প্রসারিত করবে।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য অর্থ, উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনার কোন অভাব নেই।

দুটি ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

- প্রধানমন্ত্রী মোদী পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩,২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি দুটি ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।
- নদীয়া জেলার বড়জাগুলি-কৃষ্ণনগর অংশে ন্যাশনাল হাইওয়ে-৩৪-এর ৬৬.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪-লেনের অংশের উদ্বোধন করা হয়েছে।
- উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত-বড়জাগুলি অংশে ন্যাশনাল হাইওয়ে-৩৪-এর ১৭.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪-লেনের অংশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।
- এই প্রকল্পগুলি কলকাতা এবং শিলিগুড়ির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসেবে কাজ করবে।
- এই প্রকল্পগুলি প্রায় ২ ঘন্টা যাতায়াতের সময় সাশ্রয় করবে। এগুলি নির্বিঘ্ন ট্র্যাফিক চলাচলের জন্য যানবাহনের দ্রুত এবং মসৃণ যাতায়াত নিশ্চিত করবে।
- যানবাহন চলাচলের খরচ কমবে এবং কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য প্রতিবেশী জেলাগুলির পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে।

আমি আপনাদের স্বপ্ন পূরণের এবং পশ্চিমবঙ্গের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমার সর্বশক্তি দিয়ে, আপনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবো।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার এমন নীতি প্রণয়ন করছে এবং সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যা প্রতিটি নাগরিকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "আমি আপনাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কিছুদিন আগে, আমরা জিএসটি বচত উৎসব পালন করেছি। কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকদের সর্বনিম্ন মূল্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া নিশ্চিত করেছে। ফলে দুর্গা পুজো এবং অন্যান্য উৎসবের সময় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রচুর কেনাকাটা করতে পারছেন।"

নদীয়ার ভূমি... প্রেম, করুণা এবং ভক্তির জীবন্ত প্রতিরূপ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সফর করেন, যেখানে তিনি ভার্চুয়াল মাধ্যমে একটা জনসভায় ভাষণ দেন। নদীয়া হল সেই ভূমি যেখানে প্রেম, করুণা এবং ভক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্তি চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন। নদীয়ার প্রতিটি গ্রামে, গঙ্গার প্রতিটি ঘাটে, যখন হরি নাম সংকীর্তনের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, তখন এটা শুধুই ভক্তি ছিল না··· এটা ছিল সামাজিক ঐক্যের আহ্বান। "হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে··· আমার একলা নিতাই!!" এই অনুভূতি··· এখনও সেখানকার মাটি, বাতাস, জল এবং মানুষের হৃদয়ে জীবন্ত।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর আহ্বানঃ বন্দে মাতরমকে দেশ গঠনের মন্ত্র করুন

বাংলা এবং বাংলা ভাষা ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে ধারাবাহিকভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বন্দে মাতরম এমনই এক মহান অবদান। সমগ্র জাতি বন্দে মাতরম-এর ১৫০তম বর্ষ উদযাপন করছে। সম্প্রতি, ভারতের সংসদও এর গৌরবকে শ্রদ্ধা জানায়। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি অমর বন্দে মাতরম গানের ভূমি। এই ভূমি দেশকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন মহান ঋষি উপহার দিয়েছে। ঋষি বঙ্কিমবাবু বন্দে মাতরম-এর মাধ্যমে দাসত্বপ্রাপ্ত ভারতে এক নতুন চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাছাড়া, বন্দে মাতরম উনিশ শতকে দাসত্ব থেকে মুক্তির মন্ত্র হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবাইকে বন্দে মাতরমকে একুশ শতকে জাতি গঠনের মন্ত্র করার আহ্বান জানিয়েছেন। এখন আমাদের বন্দে মাতরমকে উন্নত ভারতের অনুপ্রেরণা করতে হবে। আর এই গানের মাধ্যমে,আমাদের একটা উন্নত পশ্চিমবঙ্গের চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে।

নেতাজির জন্মবার্ষিকীতে কৃতজ্ঞ দেশের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

নেতাজির সাহস পুনরুজ্জীবিত করেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে

একজন মেধাবী ছাত্র, দক্ষ প্রশাসক এবং সবচেয়ে দৃঢ়চেতা নেতা, সুভাষ চন্দ্র বসু, তাঁর সাহস এবং বীরত্বের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। প্রতিকূলতার মুখেও তিনি তাঁর অনন্য নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশের যুবশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। জাতির প্রতি নেতাজির নিঃস্বার্থ সেবাকে সম্মান জানাতে, ভারত সরকার প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারি তাঁর জন্মদিন 'পরাক্রম দিবস' (বীরত্ব দিবস) হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মাতৃভূমির জন্য তাঁর অতুলনীয় ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং সংগ্রাম চিরকাল জাতিকে পথ দেখাবে...

গাড়ি বা সাবমেরিনে প্রায় ৩৫,০০০ কিলোমিটার অতিক্রম করে, সব ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু তাঁর দেশবাসীর মনে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারতের বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিলেন। কলকাতা থেকে বার্লিন এবং তারপর জাপান গিয়ে ভারতকে স্বাধীন করার জন্য তিনি এক বিরাট প্রচেষ্টা চালান। নেতাজি খুব গর্ব, আত্মবিশ্বাস এবং সাহসের সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সামনে ঘোষণা করেছিলেনঃ "আমি স্বাধীনতা ভিক্ষা করবো না, আমি তা অর্জন করবো।" ২০২৬ সালের ২৩ জানুয়ারি, জাতি সেই নেতাজির ১২৯তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করছে, যিনি ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রথম স্বাধীন সরকার।

আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের (ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী) সংকল্প ছিল ভারত তার পরিচয় এবং অনুপ্রেরণা পুনরুজ্জীবিত করবে। এভাবেই, দেশ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি ঐতিহ্যকে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে লালন করছে। নেতাজি বলেছিলেন, "ভারত ডাকছে। রক্ত রক্তকে ডাকছে। ওঠো, আমাদের নষ্ট করার মতো সময় নেই।" একমাত্র নেতাজিই এমন প্রাণবন্ত আহ্বান জানাতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা হল, তিনি আরও দেখিয়েছিলেন যে, যার সূর্য কখনও অস্ত যায় না, সেই শক্তিকেও যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের বীর সন্তানরা পরাজিত করতে পারেন। তিনি ভারতের মাটিতে স্বাধীন ভারতের একটি স্বাধীন সরকারের ভিত গড়ার সংকল্প করেছিলেন। এই প্রতিশ্রুতিও পূরণ করেছিলেন নেতাজি। তিনি তাঁর সৈন্যদের নিয়ে আন্দামানে এসে তেরঙ্গা পতাকা তুলেছিলেন।

নেতাজি সম্পর্কিত ফাইলগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ

২০১৫ সালে, ভারত সরকার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে সম্পর্কিত গোপনীয় ফাইলগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৩টি ফাইলের প্রথম ব্যাচ ২০১৫ সালের ৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের জন্য, ২০১৬ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতাজি সম্পর্কিত ১০০টি ফাইলের ডিজিটাল কপি প্রকাশ করেন।

'পরাক্রম দিবস' উপলক্ষে তরুণদের সঙ্গে আলাপচারিতা

২০২৫ সালের ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, যা 'পরাক্রম দিবস' হিসেবে পালিত হয়, বেশ কয়েকটি স্কুলের শিক্ষার্থীরা 'আপনার

নেতাজির ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে

- ২০২১ সালের ১৯ জানুয়ারি, ঘোষণা করা হয়েছিল যে দেশ প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারি পরাক্রম দিবস হিসেবে পালন করবে।
- ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি, নেতাজির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, ভারত সরকার এই ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য এক বছরব্যাপী উদযাপন শুরু করে।
- ২০১৫ সালের ১৪ অক্টোবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সরকারি বাসভবনে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর পরিবারের ৩৫ জন সদস্যের সঙ্গে দেখা করেন।
- আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৮ সালের ২১ অক্টোবর, লাল কেল্লায় পতাকা উত্তোলন করেন।
- ২০১৯ সালের প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনে, আজাদ হিন্দ ফৌজের (আইএনএ) চারজন প্রাক্তন সৈনিক কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেন।
- ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলকাতায় নেতাজির পৈত্রিক বাসভবন পরিদর্শন করেন। নেতাজির স্মরণে একটা স্মারক মুদ্রা এবং ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। নেতাজির চিঠির ওপর একটা বই প্রকাশিত হয়।
- ২০২১ এর ২৩ জানুয়ারি কলকাতায় নেতাজির জীবনের ওপর একটি প্রদর্শনী এবং প্রজেকশন ম্যাপিং প্রদর্শনী শুরু হয়। হাওড়া থেকে চলা 'হাওড়া-কালকা মেল' ট্রেনটির নামকরণ করা হয় 'নেতাজি'স এক্সপ্রেস'।
- কর্তব্য পথে নেতাজির মূর্তিকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে। যার উদ্দেশ্য, কর্তব্য পথ পরিদর্শনকারী প্রতিটি নাগরিক যাতে নেতাজির কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠার কথা স্মরণ করেন। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, যেখানে আজাদ হিন্দ সরকার প্রথম তেরঙ্গা উত্তোলন করেছিল, তা নেতাজির নামে করা হয়েছে। রোজ দ্বীপের নাম দেওয়া হয়েছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু দ্বীপ এবং হ্যাভলক ও নীল দ্বীপপুঞ্জের নাম দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে স্বরাজ ও শহীদ দ্বীপ।
- ২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু দ্বীপে নির্মিত এবং নেতাজিকে উৎসর্গ করা জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভের মডেল উন্মোচন করেন।
- লাল কেল্লায় নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদানের প্রতি নিবেদিত একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রথমবার নেতাজির নামে সুভাষ চন্দ্র বসু আপদা প্রবন্ধন পুরস্কার নামে একটা জাতীয় পুরস্কার চালু করা হয়েছে।

ছোটবেলা থেকে, যখনই আমি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু নামটি শুনতাম, তখনই আমার মধ্যে এক নতুন শক্তির সঞ্চার হত। এতটা উচ্চতার ব্যক্তিত্ব যে তাঁর বর্ণনা দেওয়ার জন্য কোন শব্দই যথেষ্ট নয়! তাঁর এত গভীর দূরদর্শিতা ছিল যে তা বুঝতে হলে বারবার জন্ম নিতে হয়। তাঁর এত মনোবল এবং সাহস ছিল, এমনকি কঠিন পরিস্থিতিতেও যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জও তাঁকে দমাতে পারেনি। আমি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি প্রণাম জানাই এবং সেলাম করি।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

নেতাদের জানুন' কর্মসূচির আওতায় সংসদের কেন্দ্রীয় হলে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানটি পার্লামেন্টারি রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্র্যাসিস (PRIDE) দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে, বেশ কয়েকজন তরুণ অংশগ্রহণকারী স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির অবদান সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করেন এবং তাঁর জীবনের মূল্যবোধ ও আদর্শকে স্মরণ করেন। ●

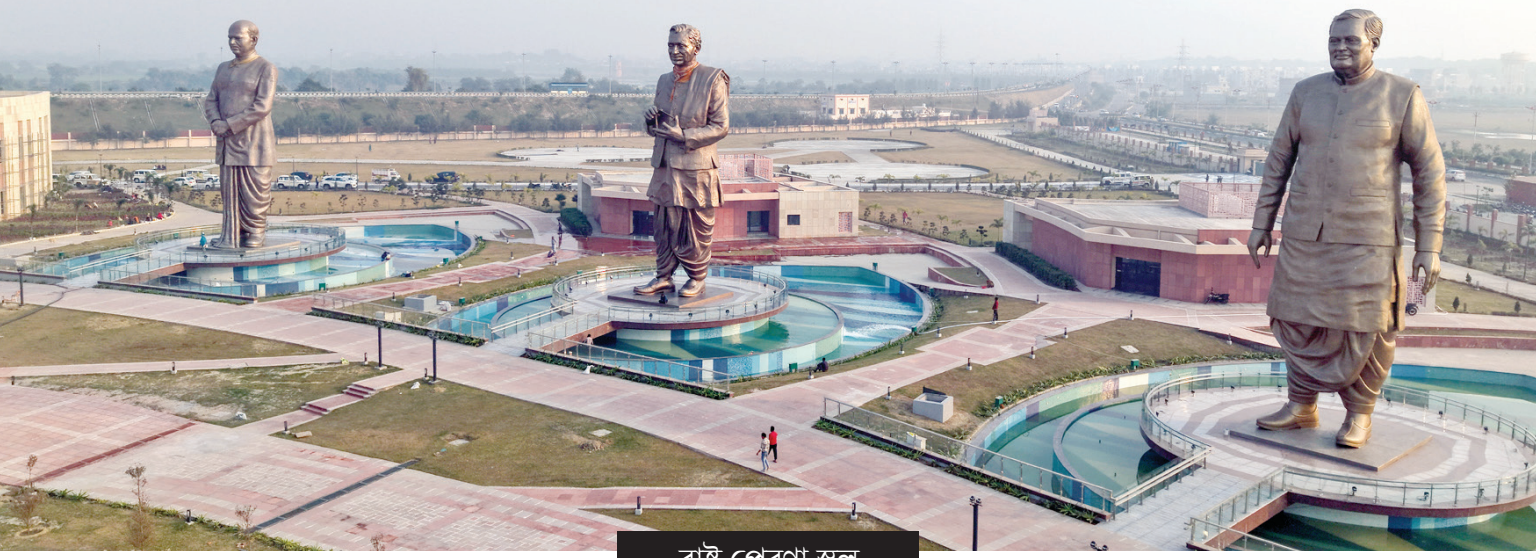

রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল

আত্মসম্মানের প্রতীক, ঐক্য ও পরিষেবা

২৫ ডিসেম্বর, ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর ১০১তম জন্মবার্ষিকী, যিনি শুধু সুশাসনের রূপান্তরই করেননি বরং পোখরান এবং কার্গিল বিজয়ের মাধ্যমে মুছে ফেলা যায়না এমন এক গাথাও লিখেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লখনউতে রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল উদ্বোধন করেন। এই কমপ্লেক্সে ডঃ. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ৬৫ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জ মূর্তি রয়েছে, যা রাজনৈতিক চিন্তাধারা, জাতি গঠন এবং জনজীবনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রতীক।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি "একটি দেশে দুটি সংবিধান, দুটি রাষ্ট্রপ্রধান এবং দুটি জাতীয় প্রতীক থাকতে পারেনা" এই মন্ত্র নিয়ে একটি অখণ্ড ভারতের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, অন্যদিকে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রদান করেছিলেন "অখণ্ড মানবতাবাদ" নীতি, সমাজের প্রতিটি অংশের উন্নতির জন্য অন্ত্যোদয়ের (দরিদ্রতম মানুষের উন্নতি) লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। জাতীয় কল্যাণের এই ধারাটিকে মহান কবি এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তার জাতীয় বীর অটল বিহারী বাজপেয়ী এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জীবন ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে উত্তরপ্রদেশের লখনউতে রাষ্ট্র প্রেরণা স্থলের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে ২৫ ডিসেম্বর একটি উল্লেখযোগ্য দিন কারণ এটা দেশের দুই মহান ব্যক্তিত্বের জন্মবার্ষিকী। ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং ভারতরত্ন মহামান্য মদন মোহন মালব্য – এই দুই মহাপুরুষই ভারতের পরিচয়, ঐক্য এবং গর্ব রক্ষা করেছিলেন এবং দেশ গঠনে এক অমোচনীয় চিহ্ন রেখে গেছেন।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ছিলেন একজন দূরদর্শী নেতা যিনি ঐক্য, অখণ্ডতা এবং শক্তিশালী জাতি গঠনের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। অন্যদিকে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ভারতকে তার শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে একটা আত্মনির্ভরশীল, সমৃদ্ধ এবং সাংস্কৃতিকভাবে শক্তিশালী জাতি হিসেবে গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। অটল বিহারী বাজপেয়ী দ্ব্যর্থহীনভাবে বিশ্ব মানচিত্রে ভারতকে একটা শক্তিশালী বিশ্ব শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। লখনউয়ের রাষ্ট্র প্রেরণা স্থলে এই তিন মহান জাতীয় বীরের ৬৫ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, যা জাতীয়তাবাদী আদর্শ এবং নীতির বাস্তব প্রতিনিধিত্ব করে। চিন্তা, সংস্কৃতি এবং জাতীয় চেতনার এই অসাধারণ সঙ্গম এক উন্নত ভারত এবং এক উন্নত উত্তরপ্রদেশের জন্য একটি নতুন অনুপ্রেরণামূলক আখ্যান তৈরি করতে প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ডঃ মুখার্জি, পন্ডিত

রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল দেশের সোনালী ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করছে

- লখনউ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৬৫ একর জমির ওপর পদ্ম ফুলের আকৃতির রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল তৈরি করেছে।
- এটা সেই একই জায়গা যেখানে কয়েক মাস আগে পর্যন্ত ৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টন আবর্জনার বিশাল পাহাড় ছিল।
- কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে, আবর্জনা বৈজ্ঞানিকভাবে অপসারণ করা হয়েছে এবং সমগ্র এলাকাটাকে একটা সবুজ ও পরিস্কার কমপ্লেক্সে রূপান্তরিত করা হয়েছে।
- এই কমপ্লেক্সে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ৬৫ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জের মূর্তি রয়েছে, যা ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, জাতি গঠন এবং জনজীবনে তাদের অমোচনীয় অবদানের প্রতীক।
- ২৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই চমৎকার জায়গায় ২ লক্ষ লোকের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। কমপ্লেক্সটিতে একটা ধ্যান কক্ষ, একটা গ্রন্থাগার, তিন হাজার লোক ধরে এমন একটি বড় অ্যাম্ফিথিয়েটার এবং একটি সুন্দরভাবে সাজানো বাগান রয়েছে।
- জাদুঘরটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং অটল বিহারী বাজপেয়ীর গৌরবময় জীবন, দর্শন, সংগ্রাম এবং ধারণা ভার্চুয়াল বর্ণনার মাধ্যমে উপস্থাপন করে।

প্রধানমন্ত্রীর নিবন্ধটি পড়তে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল সেই আদর্শের প্রতীক যা ভারতকে আত্মসম্মান, ঐক্য এবং সেবার পথ দেখিয়েছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং অটল বিহারী বাজপেয়ীর মূর্তিগুলি উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে, তবে তাঁরা যে অনুপ্রেরণা প্রদান করেন তা আরও বড়।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

দীনদয়াল এবং অটলজির অনুপ্রেরণা, তাদের দূরদর্শী কাজ এবং এই অসাধারণ মূর্তিগুলি এক উন্নত ভারতের দৃঢ় ভিত্তি। আজ, তাদের মর্যাদা আমাদের নতুন শক্তিতে ভরিয়ে দিচ্ছে। আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে উত্তরপ্রদেশের পরিশ্রমী মানুষ একটি নতুন ভবিষ্যৎ লিখছেন। উত্তরপ্রদেশ একসময় তার দুর্বল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য পরিচিত ছিল, কিন্তু আজ এটা তার উন্নয়নের জন্য পরিচিত। আজ, উত্তরপ্রদেশ দ্রুত দেশের পর্যটন মানচিত্রে উঠে আসছে। অযোধ্যার বিশাল রাম মন্দির এবং কাশী বিশ্বনাথ ধাম বিশ্বের একটা নতুন পরিচয়ের প্রতীক হয়ে উঠছে। রাষ্ট্র প্রেরণা স্থলের মতো আধুনিক কাঠামো উত্তরপ্রদেশের নতুন ভাবমূর্তিকে আরও আলোকিত করে।

মহারাজা বিজলি পাসির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

২৫ ডিসেম্বর মহারাজা বিজলি পাসির জন্মবার্ষিকীও পালিত হয়। লখনউয়ের বিখ্যাত বিজলি পাসির দুর্গ রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল থেকে খুব বেশি দূরে নয়। মহারাজা বিজলি পাসির বীরত্বের ঐতিহ্য, সুশাসন এবং অন্তর্ভুক্তির উত্তরাধিকার পাসি সম্প্রদায় গর্বের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এটাও একটা কাকতালীয় ঘটনা যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ২০০০ সালে মহারাজা বিজলি পাসির সন্মানে একটা ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর ভাষণে বলেন এই শুভদিনে, আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে মহারাজা বিজলি পাসির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাই।

বীর বাল দিবস

ব্যতিক্রমী সাহস ও প্রতিভা প্রদর্শনকারী শিশুদের সম্মাননা জ্ঞাপন

সাহিবজাদাদের শৌর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ২৬ ডিসেম্বর দিনটিকে বীর বাল দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। গত ৪ বছরে এই নতুন উদ্যোগ সাহিবজাদাদের অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে, পাশাপাশি 'প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার'-এর মাধ্যমে শিশুদের সাহসিকতা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য একটি মঞ্চ গড়ে তুলেছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২০২৫-এর ২৬ ডিসেম্বর বীর বাল দিবসে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান করেন। ভারত মণ্ডপমে বীর বাল দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও ভাষণ দিয়েছেন...

প্রতি বছর, শিল্পকলা, সাহসিকতা, সমাজসেবা এবং বিজ্ঞানের মতো ক্ষেত্রে যেসব শিশুরা ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করে, তাঁদের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০ জন পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ৭ বছর বয়সী বাকা লক্ষ্মী প্রাজ্ঞিকা। এর মধ্য দিয়ে এটি প্রমাণিত হয় প্রতিভাকে স্বীকৃতি দানের ক্ষেত্রে বয়সের কোনও সীমা থাকে না। প্রতিভাবান এই শিশুরা ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দাবার জগতে চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাহসিকতার জন্য অজয়রাজ এবং মহম্মদ সিদান পি কে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তাঁদের ঘটনাগুলি অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং সাহসিকতার মাধ্যমে তাঁরা অন্যদের জীবন বাঁচিয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ৯ বছরের ব্যোমা প্রিয়া এবং ১১ বছরের বাহাদুর কমলেশ কুমার অন্যদের প্রাণ বাঁচালেও নিজেরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন।

পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে রয়েছে ১০ বছরের শ্রাবণ সিং। শ্রাবণ অপারেশন সিঁদুরের সময় যুদ্ধের আবহে তার বাড়ির কাছে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে থাকা ভারতীয় সৈন্যদের সে নিয়মিতভাবে জল, দুধ এবং লস্যি সরবরাহ করেছে। ভিন্নভাবে সক্ষম শিবানী

আমি ভারতের শিশুদের কাছ থেকে আশা করবো তারা বড় বড় স্বপ্ন দেখবে, কঠোর পরিশ্রম করবে এবং নিজের প্রতি আস্থাশীল থাকবে। যদি ভারতের শিশু ও কিশোরদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল হবে। দেশের উন্নয়নে তাদের সাহস, তাদের প্রতিভা এবং তাদের অধ্যবসায় পথ দেখাবে।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

বীর বাল দিবস উপলক্ষ্যে বেশ কয়েকটি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়

কেন্দ্রীয় সরকার বীর বাল দিবস উপলক্ষ্যে দেশ জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এই অনুষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে সাহিবজাদাদের আত্মবলিদান এবং ব্যতিক্রমী সাহসের কথা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। সাহিবজাদাদের অদম্য সাহস, আত্মত্যাগ এবং শৌর্যকে সম্মান জানানো হয়। এই উপলক্ষে গল্প ও কবিতা পাঠ, পোস্টার তৈরি, রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রী গুরু গোবিন্দ সিং-এর প্রকাশ পর্ব উপলক্ষে ২০২২ সালের ৯ জানুয়ারি ঘোষণা করেছিলেন, ২৬ ডিসেম্বরকে বীর বাল দিবস হিসেবে উদযাপন করা হবে। গুরু গোবিন্দ সিং-এর পুত্র সাহিবজাদা বাবা জোরাওয়ার সিং এবং বাবা ফতে সিং-এর শহীদ হওয়ার ঘটনাটিকে স্মরণ করে এই দিনটি পালন করা হয়।

বীর বাল দিবস: সাহিবজাদাদের সাহসিকতার স্মৃতিচারণ

শিশুদের সাহস ও নিষ্ঠাকে স্মরণ করে বীর বাল দিবস উদযাপনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাহিবজাদা অজিত সিং, সাহিবজাদা জুঝর সিং, সাহিবজাদা জোরোওয়ার সিং এবং সাহিবজাদা ফতে সিং খুব কম বয়েসেই তাঁদের সময়কালের মহাশক্তিধরের মুখোমুখি হন। ভারতের মৌলিক আদর্শের সঙ্গে ধর্মান্ধতার সেই দ্বন্দ্ব ছিল মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রাম। সেই যুদ্ধের এক পক্ষে ছিলেন দশম গুরু শ্রী গুরু গোবিন্দ সিং জি। অন্য পক্ষে ছিলেন শাসক ঔরঙ্গজেব। সাহিবজাদারা তখন খুবই ছোট ছিলেন, কিন্তু এর জন্য ঔরঙ্গজেব ও তার নিষ্ঠুরতা একটুও কমেনি। আমাদের গুরুরা কোনও সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁরা আত্মত্যাগের ব্রত অনুসরণ করতেন। সাহসী সাহিবজাদারা উত্তরাধিকার সূত্রে সেই স্বভাব লাভ করেছিলেন। তাই একজন সাহিবজাদাও মাথা নত করেননি। সাহিবজাদা অজিত সিং-এর ঘটনাটি তাঁর সাহসের প্রতিফলন: "আমার নাম অজিত, আমাকে কেউ জয় করে পারে না; আমি যদি হেরেও যাই, তাহলে আমি জীবিত অবস্থায় ফিরে আসিনা।"

হোসুরু উপ্পারা তার আর্থিক ও শারীরিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ক্রীড়া জগতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ক্রিকেটের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে বৈভব সূর্যবংশী প্রচুর রেকর্ড গড়েছেন। পুরস্কার প্রাপক প্রত্যেক শিশু মনে রাখার মতো বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বীর বাল দিবস অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রাপকদের উপস্থিতিতে বলেন, এদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যতিক্রমী সাহস দেখিয়েছেন। কেউ আবার সমাজসেবা অথবা পরিবেশের জন্য প্রশংসনীয় কাজ করেছে। কেউ কেউ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে। কেউ আবার খেলাধুলা, শিল্পকলা এবং সাংস্কৃতিক জগতে নিজ নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। আমি এই পুরস্কার প্রাপকদের বলতে চাই, এই সম্মান শুধুমাত্র তোমাদের নয়, এটি তোমাদের মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পরামর্শদাতাদের কঠোর পরিশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

বলা হয় "**बालादपि ग्रहीतव्यं युक्तमुक्तं मनीषिभिः,**" অর্থাৎ, কোনও শিশু যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে থাকে তাহলে সেটিকে মেনে নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে তার বয়সকে বিবেচনা করা উচিত নয়। সে হয়তো শিশু, কিন্তু তার কথাও গুরুত্বপূর্ণ। আপনি আপনার কাজ এবং সাফল্যের মাধ্যমে সকলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শৈশবে আপনি এমন কিছু করতে পারেন যা অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করে। তবে এই অর্জনকে সূচনা হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত, কারণ শিশুদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। তাদের স্বপ্ন আকাশ ছোঁয়া।

শান্তি বিল ২০২৫

এক সুরক্ষিত, দূষণমুক্ত ও শক্তিশালী ভবিষ্যতের ভিত্তি

‘আগে সুরক্ষা, পরে উৎপাদন’

নেট জিরো@২০৭০-এর অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে ভারত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মিটিয়ে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের লক্ষ্যে ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জনের জন্য কাজ চলছে। এই ভাবনাকে সামনে রেখে সংসদে সাসটেনেবল হারনেসিং অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অফ নিউক্লিয়ার এনার্জি ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া বিল ২০২৫ বা শান্তি বিল গৃহীত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে দূষণমুক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশ্বজনীন প্রয়াসে ভারত নিজেকে সংযুক্ত করছে, ভারতের আত্মবিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক পরিপক্কতা ও দায়িত্ববোধের প্রতিফলন ঘটছে...

শান্তি বিল ২০২৫ শুধু একটি বিলই নয়, এটি দূষণমুক্ত শক্তির সাহায্যে জীবনের রূপান্তর ঘটানোর এক হাতিয়ার। ভারতের অসামরিক পরমাণু বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে এই বিল আনা হয়েছে। এর সংস্থান অনুযায়ী বেসরকারী সংস্থাগুলিও পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিচানলা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সাজ-সরঞ্জাম নির্মাণ এবং নির্দিষ্ট কিছু কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে এর সুরক্ষার দায়িত্ব ও কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ থাকবে সরকারের হাতে। তেজস্ক্রিয়তার বিকীরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপের ক্ষেত্রে আগে থেকে অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। এই বিলের মাধ্যমে পরমাণু শক্তি আইন ১৯৬২ এবং পরমাণু সংক্রান্ত ক্ষতির ক্ষেত্রে অসামরিক দায় আইন ২০১০-এ বিভিন্ন সংস্থানের সংহতি সাধন করা হয়েছে। একইসঙ্গে এই বিল পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে।

এই বিলে স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কৃষি, শিল্প, গবেষণা এবং অন্যান্য শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরমাণু ও তেজস্ক্রিয় প্রযুক্তি ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাঠামো রয়েছে। গবেষণা, উন্নয়ন, উদ্ভাবনের মতো কিছু উদ্যোগের ক্ষেত্রকে লাইসেন্সের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

পরমাণু সুরক্ষায় কোনও আপস নয় বিলে সব কিছুর সুস্পষ্ট সংস্থান

- সুরক্ষা সম্পর্কিত আইন: সুরক্ষা এখন আর কেবল "সুঅভ্যাস" নয়, এক কড়া আইনী সংস্থান। সুরক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি এখন একটি সুস্পষ্ট সংযুক্ত আইনে রয়েছে।
- নজরদারির জন্য শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ : শান্তি বিলে পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রক পর্ষদকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পর্ষদ এখন আইন বলে যেকোনও পরমাণু কেন্দ্র পরিদর্শন করে তার ত্রুটি নির্ধারণ করতে পারে এবং প্রয়োজন মনে করলে অবিলম্বে তা বন্ধ করে দিতে পারে।
- সবার জন্য সমান নিয়ম : বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও স্থান নির্বাচন, নির্মাণ ও কাজ শুরুর জন্য একই রকম বহুস্তরীয় লাইসেন্স গ্রহণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।
- নতুন প্রজন্মের সুরক্ষার ওপর জোর : এই বিলে ছোট পরমাণু চুল্লি গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এগুলিতে পরোক্ষ সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকায় মানুষের ভুলের আশঙ্কা কম।
- সুস্পষ্ট লাইসেন্সিং বিধি : পরমাণু কেন্দ্র কারা গড়ে তুলতে এবং পরিচালনা করতে পারে, সে বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।
- বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই থাকছে : শান্তি বিলে কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি অংশগ্রহণের অনুমোদন দেওয়া হলেও জ্বালানি চক্রের মতো সংবেদনশীল কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতেই থাকছে।
- প্রতিটি স্তরে বাধ্যতামূলক সুরক্ষা : কেন্দ্র স্থাপন থেকে শুরু করে কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া সব ক্ষেত্রেই প্রতিটি স্তরে সুরক্ষা সংক্রান্ত নজরদারি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক।
- প্রতিটি কাজের আগে অনুমতি প্রয়োজন: যেসব কাজে তেজস্ক্রিয়তা বিকীরণের ঝুঁকি রয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রে আগাম অনুমতি প্রয়োজন।

শান্তি বিলের অনুমোদন আমাদের প্রযুক্তিগত চালচিত্রে এক উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের মুহূর্ত-যাঁরা এই বিলের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন সেই সাংসদদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃত্রিম মেধার নিরাপদ পরিচালনা থেকে শুরু করে দূষণমুক্ত উৎপাদন, সব ক্ষেত্রেই এই বিল আমাদের দেশ ও বিশ্বের দূষণমুক্ত ভবিষ্যৎ গড়ার উদ্যোগে গতির সঞ্চার করবে। এর ফলে বেসরকারি ক্ষেত্র এবং আমাদের যুব সমাজের সামনেও বিপুল সুযোগ-সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

ক্ষতিপূরণের অঙ্ক কমেনি

কেন্দ্রীয় মন্ত্রি ডঃ জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করতে এই বিলে বহুস্তরীয় ক্ষতিপূরণের সীমা রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের অঙ্ক কমানো হয়নি। যদি কোনও দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতির পরিমাণ অপারেটরের নির্ধারিত সীমার বেশি হয়, তাহলে সরকার পরমাণু ক্ষতি তহবিল এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। এছাড়া পরমাণু ক্ষতির আওতায় পরিবেশগত ক্ষতিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে আপস করা হয়নি

দেশের পরিস্থিতি ও স্বার্থের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাগুলিই একমাত্র গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে ভারতের কৌশলগত স্বাধীনতা, জাতীয় স্বার্থ ও প্রথাগত শক্তির সঙ্গে কোনওভাবেই আপোষ করা হবে না। শান্তি বিল সম্পূর্ণভাবে অসামরিক পরমাণু শক্তি ব্যবহারের সঙ্গে সম্পৃক্ত, চুল্লির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের সীমা স্থির করা হয়েছে। এরসঙ্গে পরমাণু অস্ত্র তৈরির কোনও যোগ নেই।

জনশ্রুতি: পরমাণু শক্তির ফলে বিদ্যুতের খরচ বাড়বে

বাস্তব: পরমাণু শক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, জ্বালানির খরচ সুস্থিত থাকে।

- এক একটি পরমাণু কেন্দ্রের কার্যকাল ৬০-৮০ বছর। অর্থাৎ বিদ্যুতের বিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ কমে আসে।

জনশ্রুতি: এই সংস্কার কেবল বড় শিল্পপতিদের জন্য।

বাস্তব: শান্তি বিল এমএসএমই এবং স্টার্টআপগুলির জন্য নতুন সুযোগ সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।

- হাজার হাজার উপাদানের সরবরাহে অংশগ্রহণ, এআই-য়ের উদ্ভাবন, স্বাস্থ্য এবং নতুন উপাদান
- গবেষণার জন্য খরচসাপেক্ষ কেন্দ্রের প্রয়োজন নেই।

জনশ্রুতি: পরমাণু শক্তির বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে।

বাস্তব: বেসরকারীকরণ কোনওভাবেই নয়, পরমাণু জ্বালানির ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকছে।

- সরকার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ করবে, খরচ হওয়া জ্বালানির ওপর নজরদারি চালাবে।
- বেসরকারি সংস্থাগুলি বিনিয়োগ আনবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

জনশ্রুতি: পরমাণু শক্তি ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে বিপজ্জনক।

বাস্তব: পরমাণু শক্তি দূষণ কমায়। কয়লা ও তেলের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে।

- ইলেক্ট্রিক যানবাহন, কৃত্রিম মেধা এবং গ্রিন হাইড্রোজেনের মতো নতুন নতুন ক্ষেত্রের বিকাশে সাহায্য করে।

জনশ্রুতি: পরমাণু শক্তি কেবলমাত্র বিদ্যুতের জন্য।

বাস্তব: পরমাণু প্রযুক্তি ক্যান্সারের চিকিৎসা, খাদ্য সুরক্ষা, দূষণমুক্ত পানীয় জল এবং কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। নতুন বিল অনুযায়ী পরমাণু শক্তি কেবল বিদ্যুৎই উৎপাদন করবে না, জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আনবে।

জনশ্রুতি: বেসরকারি সংস্থাগুলি সুরক্ষার ক্ষেত্রে আপোস করবে।

বাস্তব: সরকারি লাইসেন্স, সুরক্ষার ছাড়পত্র এবং বাধ্যতামূলক বিমা ছাড়া কোনও অপারেটর কাজ করতে পারবে না।

- নিয়ম লঙ্ঘন করলে সরকার কেন্দ্র বন্ধ করে দিতে বা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারে। সুরক্ষা নিয়ে কোনও আপোস নয়।

“

মোদী সরকারের বৃহত্তম বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্কার হিসেবে শান্তি বিল ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং
কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রি

শান্তি বিল, ২০২৫ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন পথ খুলে দেবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পরমাণু চুল্লিগুলির উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে। এই বিল পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রণ কাঠামো গড়ার কথা বলেছে।

পরমাণু শক্তি ক্ষেত্রে ভারতের যাত্রার পরবর্তী পর্যায়ের লক্ষ্য অর্জনে শান্তি বিল এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আইনি কাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক নজরদারি বাড়িয়ে এটি আরও দক্ষ, ভবিষ্যৎমুখী, উদ্ভাবনী ও নিরাপদ পরমাণু শক্তি পরিমণ্ডলের ভিত্তি স্থাপন করছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা ভারত নিয়েছে, তা অর্জনে এই বিল সহায়ক হবে। দেশ যখন শক্তিক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে হাঁটছে, তখন এই আইন ভারতের পরমাণু শক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতি বৃদ্ধিতে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে। ●

কিংবদন্তী ভাস্কর রাম সুতারের জীবনাবসান

তাঁর শিল্পকৃতি পাথরে প্রাণ জাগাতো

জন্ম: ফেব্রুয়ারি ১৯, ১৯২৫। মৃত্যু: ডিসেম্বর ১৮, ২০২৫

বিশ্বের উচ্চতম মূর্তি, গুজরাটের স্ট্যাচু অফ ইউনিটির রূপকার বিখ্যাত ভাস্কর রাম ভাঞ্জি সুতার প্রয়াত। জীবনাবসান হয়েছে। ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর শিল্পকৃতি শুধু যে পাথরকে আকার দিত তাই নয়, তা পাথরে প্রাণের সঞ্চার করতো। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিভিন্ন ভাস্কর্যের রূপকার এই শিল্পী অজন্তা ও ইলোরার সংরক্ষণ কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁর অসামান্য অবদানের মধ্যে দিয়ে তিনি ভারতের শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। আগামী প্রজন্মেরও প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন তিনি...

রাম সুতার ১৯২৫ সালে মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মুম্বাইয়ের জে জে স্কুল অফ আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচারের স্বর্ণপদক জয়ী ছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স বার্তায় বলেছেন, "শ্রী রাম সুতার জির প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। তিনি এক অসামান্য ভাস্কর ছিলেন। কেভাডিয়ার স্ট্যাচু অফ ইউনিটি সহ ভারতের বহু অসামান্য স্মারকের তিনি রূপকার। তাঁর কাজ ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সম্মিলিত চেতনার শক্তিশালী প্রকাশ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আগামী প্রজন্মের জন্য ভারতের গৌরবকে তিনি অমর করে দিয়ে গেছেন। তাঁর সৃষ্টি কর্ম শিল্পী ও নাগরিকদের উদ্বুদ্ধ করবে। তাঁর পরিবার, অনুগামী এবং তাঁর জীবন ও কাজ স্পর্শ করেছে এমন সবাইকে আমি সমবেদনা জানাই।" ১৯৯৯ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী এবং ২০১৬ সালে তাঁকে পদ্মভূষণে সম্মানিত করা হয়। সম্প্রতি তাঁকে মহারাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান মহারাষ্ট্র ভূষণ-ও প্রদান করা হয়। তাঁর বিখ্যাত ভাস্কর্যের মধ্যে ধ্যানমগ্ন মহাত্মা গান্ধী এবং সংসদ চত্বরে ঘোড়ার থাকা পিঠে ছত্রপতি শিবাজী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। তাঁর প্রয়াণকে ভারতের শিল্প জগতের কাছে এক অপূরণীয় শূন্যতা আখ্যা দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, "ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন এবং তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের এই শোক সহ্য করার ক্ষমতা দিন।"

রাম সুতার বেঙ্গালুরুতে শ্রী নাদপ্রভু কেম্পেগৌড়ার ১০৮ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জ মূর্তি নির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা তাঁর সৃষ্টি ভারতের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। ●

জর্ডন, ইথিওপিয়া এবং ওমান

তিন দেশ, এক বার্তা
সহযোগিতা, উন্নয়ন এবং আস্থা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জর্ডন, ইথিওপিয়া ও ওমান সফর এই তিন দেশের সঙ্গে ভারতের সভ্যতাগত, সাংস্কৃতিক ও সহযোগিতা-ভিত্তিক সেতু আরও মজবুত করেছে। এই সফরে হওয়া বিভিন্ন আলাপচারিতা ও বৈঠক অভিন্ন ঐতিহ্য, কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার নতুন দিশা দিয়েছে। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা, আস্থা ও অংশীদারিত্বের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে...

জর্ডনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি এবং ওমানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭০ বছর পূর্তি ভারতের সঙ্গে এই দুটি দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এক নতুন মাইলফলকে পৌঁছে দিয়েছে। ইথিওপিয়ায় এটিই ছিল প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সফর। তাঁর সফরের মাধ্যমে তিনটি দেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় হয়েছে, অভিন্ন উন্নয়নের নতুন নতুন সুযোগের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে এবং আঞ্চলিক শান্তি, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও সুস্থিতিকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

সফরের প্রথম পর্বে প্রধানমন্ত্রী জর্ডনে পৌঁছন। আম্মান বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান জর্ডনের প্রধানমন্ত্রী ডঃ জাফর হাসান।

৩৭ বছর পর, কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জর্ডন সফর করলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী জর্ডনের রাজা দ্বিতীয় আব্দুল্লার সঙ্গেও দেখা করেন। জর্ডনের রাজা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সবধরনের সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা করেন। দুই নেতার মধ্যে শিল্প ও বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, সার ও কৃষি, উদ্ভাবন, তথ্য প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য ও ওষুধপত্র, পর্যটন, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন

ভারত ও জর্ডনের মধ্যে হওয়া চুক্তি

- নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতা।
- জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা।
- পেট্রা ও ইলোরাকে যমজ শহর হিসেবে ঘোষণা।
- ২০২৫-২০২৯ সময়কালে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির পুনর্নবীকরণ।
- ডিজিটাল রূপান্তর ও ডিজিটাল সমাধান ভাগ করে নেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ।

ভারত - জর্ডন যৌথ বিবৃতি

- **রাজনৈতিক সম্পর্ক :** দুই দেশ নিজেদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একে-অপরকে নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে সহযোগিতা আরও নিবিড় করতে সহমত হয়েছে।
- **অর্থনৈতিক সহযোগিতা :** ভারত, জর্ডনের তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। দুই দেশের যৌথ শিল্প ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে মুখোমুখী বসে অর্থনীতি ও শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রগতি খতিয়ে দেখবে।
- **প্রযুক্তি ও শিক্ষা :** ডিজিটাল প্রযুক্তি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়েছে। দুই দেশ এক নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তুলতে একে-অপরকে সহযোগিতায় সহমত হয়েছে।
- **স্বাস্থ্য:** টেলিমেডিসিন এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান বিনিময় নিয়ে চুক্তি।
- **কৃষি:** খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির ক্ষেত্রে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও নিবিড় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- **দূষণমুক্ত ও সুস্থিত উন্নয়ন :** জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ, সুস্থিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহারকে উৎসাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- **সাংস্কৃতিক সহযোগিতা :** ২০২৫-২০২৯ সময়কালের জন্য সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচিকে দুই দেশ স্বাগত জানিয়েছে। সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, শিল্প, সংগ্রহালয়, পাঠাগার, সাহিত্য ও

উৎসবের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতায় দুই দেশ সহমত হয়েছে।

- **বহুমুখী সহযোগিতা :** কার্বন নির্গমন হ্রাসের অঙ্গীকার পূরণে দুই দেশ জৈব জ্বালানীকে এক সুস্থিত বিকল্প হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। দুই দেশের মানুষের কল্যাণে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহমত হয়েছে দুই পক্ষ।

দিক নিয়ে আলোচনা হয়। ভারত, জর্ডনের তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আগামী ৫ বছরের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ৫ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। ওষুধপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্ষেত্রে ভারতের দক্ষতা এবং জর্ডনের সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থান একে-অপরের পরিপূরক। দূষণ-মুক্তির লক্ষ্যে ভারতের প্রয়াসের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, পরিবেশ-বান্ধব প্রকল্পে বিনিয়োগ এবং বর্জ্য জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সহযোগিতার আহ্বান জানান। ভারতে সার সরবরাহের ক্ষেত্রে জর্ডন অগ্রগণ্য। দুই দেশের বিভিন্ন সংস্থা ভারতে ফসফেটিক সারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে জর্ডনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করে। রাজা দ্বিতীয় আব্দুল্লা বলেন, জর্ডনের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং ভারতের অর্থনৈতিক শক্তি একত্রিত হয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া জুড়ে, এমনকি তার বাইরেও অর্থনৈতিক করিডর গড়ে তুলতে পারে। ●

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

ইথিওপিয়া সফর...

৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ ৭৫,০০০ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় প্রাসাদে ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডঃ আবে আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও আলোচনা করেছেন। আলোচনাকালে উভয় নেতা ভারত-ইথিওপিয়ার সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারিত্বের স্তরে উন্নীত করতে সম্মত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন যে ২০২৩ সালে ভারতের সভাপতিত্বে থাকাকালীন সময়ে আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি২০-এর অংশ করা ভারতের জন্য বিশেষ সম্মানের বিষয়। পহেলগাম জঙ্গি হামলার প্রেক্ষাপটে সহানুভূতি দেখানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী ইথিওপিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

দুই নেতা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি, শিক্ষা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত ও ইথিওপিয়ার মধ্যে বহুমুখী অংশীদারিত্বের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে ভারতীয় কোম্পানিগুলি ইথিওপিয়ার অর্থনীতিতে ৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ করেছে। এটি মূলত উৎপাদন ও ওষুধের মতো ক্ষেত্রে ৭৫০০০ এরও বেশি স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। উভয় প্রধানমন্ত্রী একসঙ্গে চলার এবং বিশ্বব্যাপী দক্ষিণের উদ্বেগ মোকাবেলার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। রাষ্ট্রসংঘ সহ বহুপাক্ষিক মঞ্চে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তারা জলবায়ু পরিবর্তন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং বিপর্যয় মোকাবিলার মতো বিষয়গুলিতে আরও বেশি সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন।

ইথিওপিয়ার সংসদের যৌথ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভাষণ দিলেন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৭ ডিসেম্বর ইথিওপিয়ার সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিলেন। এই উপলক্ষে, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে উভয় দেশ প্রাচীন জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় তৈরি করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বন্দে মাতরম এবং ইথিওপিয়ার জাতীয় সঙ্গীত উভয়ই তাদের নিজ নিজ ভূমিকে মা হিসেবে সম্বোধন করে। উভয় দেশের অংশীদারিত্বের সংগ্রাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে ১৯৪১ সালে ভারতীয় সৈন্যরা ইথিওপিয়ার মুক্তির সংগ্রামে ইথিওপিয়ার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেছিল। তিনি বলেন যে ইথিওপিয়ার জনগণের আত্মত্যাগের প্রতীক আদোয়া বিজয় স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানানো তার জন্য সম্মানের বিষয়। ভারত-ইথিওপিয়া অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার জন্য ভারতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আলোচনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী "বসুধৈব কুটুম্বকম" (বিশ্ব এক পরিবার) এর মূলনীতির কথা উল্লেখ করে বলেন যে কোভিড ১৯ মহামারীর সময় ইথিওপিয়ায় টিকা সরবরাহ করা ভারতের জন্য একটি সৌভাগ্যের বিষয়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইকে শক্তিশালী করে তুলতে সংহতি দেখানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী ইথিওপিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কিউআর কোডটি স্ক্যান করে প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে পারবেন

ইথিওপিয়া সফরের ফলাফল

- দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারিত্বের স্তরে উন্নীত করা।
- শুল্ক বিষয়ে সহযোগিতা এবং পারস্পরিক প্রশাসনিক সহায়তার বিষয়ে চুক্তি।
- ইথিওপিয়ার বিদেশ মন্ত্রকে একটি ডেটা সেন্টার স্থাপনের বিষয়ে চুক্তি।
- শান্তির জন্য প্রশিক্ষণে সহযোগিতার বিষয়ে চুক্তি।
- জি-২০ সাধারণ কাঠামোর আওতায় ইথিওপিয়ার জন্য ঋণ সীমাবদ্ধকরণের বিষয়ে চুক্তি
- আই সি সি আর বৃত্তি কর্মসূচির আওতায় ইথিওপিয়ার পণ্ডিতদের জন্য বৃত্তি দ্বিগুণ করা।
- আই টি ই সি কর্মসূচির আওতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে ইথিওপিয়ার শিক্ষার্থী এবং পেশাদারদের জন্য বিশেষ স্বল্পমেয়াদী কোর্স। ভারত ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবায় অবস্থিত মহাত্মা গান্ধী হাসপাতালে মাতৃস্বাস্থ্য এবং নবজাতকের যত্নে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

ইথিওপিয়া এবং ওমান থেকে সম্মাননা গ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডঃ আবে আহমেদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ইথিওপিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান "নিশান অফ ইথিওপিয়া" প্রদান করেন। অন্যদিকে ওমানের সুলতান হাইথাম বিন তারিক ভারত ওমান সম্পর্ক এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের উন্নয়নে ব্যতিক্রমী অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে "অর্ডার অফ ওমান" প্রদান করেন। পারস্পরিক অংশীদারিত্ব জোরদারে ব্যতিক্রমী অবদান এবং বিশ্ব রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী এই সম্মাননা গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই পুরস্কারটি সমস্ত ভারতীয় এবং ইথিওপীয় জনগণের প্রতি উৎসর্গ করেন যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক লালন করে চলেছেন।

ভারত-ওমানের জন্য সামনের পথ আরও কার্যকর হবে

ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি

- ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার ও উন্নত করা।
- বাণিজ্যিক বাধা হ্রাস করে এবং একটি স্থিতিশীল কাঠামো তৈরি করে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি।
- অর্থনীতির সকল মূল ক্ষেত্রে সুযোগ উন্মুক্ত করা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিনিয়োগ প্রবাহকে উৎসাহিত করা।

সামুদ্রিক ঐতিহ্য এবং জাদুঘরের বিষয়ে চুক্তি

- লোথালে জাতীয় সামুদ্রিক ঐতিহ্য কমপ্লেক্স সহ সামুদ্রিক জাদুঘরগুলিকে সমর্থন করার জন্য একটি সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।
- সামুদ্রিক ঐতিহ্যের প্রচার, পর্যটন বৃদ্ধি এবং দ্বিপাক্ষিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্য যৌথ প্রদর্শনী, গবেষণা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিদর্শন এবং দক্ষতা বিনিময় সহজতর করা।

কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চুক্তি

- কৃষি ক্ষেত্রের পাশাপাশি পশুপালন ও মৎস্যক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাঠামোগত নথি তৈরি।
- কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে সহযোগিতা, উদ্যানপালনের উন্নয়ন, সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র-সেচ।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে চুক্তি

- মানব ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং উদ্ভাবনী ব্যবস্থা বিকাশের ক্ষেত্রে যৌথভাবে গবেষণার সিদ্ধান্ত। মিলেট চাষ এবং কৃষি খাদ্য উদ্ভাবনে সহযোগিতার জন্য নির্বাহী কর্মসূচি।
- মিলেট উৎপাদন, গবেষণা এবং প্রচারকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ভারতের বৈজ্ঞানিক দক্ষতা এবং ওমানের অনুকূল কৃষি-জলবায়ু পরিস্থিতির মধ্যে সহযোগিতার জন্য একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা।

মেরিটাইম কর্পোরেশনের উপর একটি যৌথ ভিশন ডকুমেন্ট গ্রহণ

- আঞ্চলিক সামুদ্রিক নিরাপত্তা, নীল অর্থনীতি এবং সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করা।

কিউআর কোডটি স্ক্যান করে প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে পারবেন

ভারত-ওমানের অভিন্ন ভবিষ্যৎ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মাস্কাটে ভারত-ওমান বাণিজ্য মঞ্চে ভাষণ দেন, যেখানে জ্বালানি, কৃষি, লজিস্টিকস, পরিকাঠামো, উৎপাদন, স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক পরিষেবা, সবুজ উন্নয়ন, শিক্ষা এবং সংযোগের ক্ষেত্রে উভয় দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়িক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি মান্ডভি থেকে মাস্কাট পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে শত শত বছরের পুরোনো সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন, যা আজকের প্রাণবন্ত বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ভিত্তি। প্রধানমন্ত্রী মোদি শিল্পপতিদের ভারত ও ওমানের মধ্যেকার ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তির (সিইপিএ) পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান, যাকে তিনি ভারত ও ওমানের অভিন্ন ভবিষ্যতের একটি নীলনকশা হিসেবে বর্ণনা করেন। নীতি সংস্কার, সুশাসন এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার পথে রয়েছে। বাণিজ্য অংশীদারিত্বকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে প্রধানমন্ত্রী মোদি একটি ভারত-ওমান কৃষি উদ্ভাবন কেন্দ্র এবং একটি ভারত-ওমান উদ্ভাবন সেতু তৈরির প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, এগুলো শুধু ধারণাই নয়, বরং বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং একসঙ্গে ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য আমন্ত্রণ।

ভারত-ওমান সম্পর্কের কেন্দ্রে রয়েছে 'জ্ঞান'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মাস্কাটে ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ওমানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ভারতীয় প্রবাসীদের সঙ্গে দেখা করে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত।তিনি বলেন, বৈচিত্র্যই ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি, এবং এই মূল্যবোধই তাদের যেকোনো সমাজে সহজে মিশে যেতে সাহায্য করে। ভারত ও ওমানের মধ্যে শত শত বছরের পুরনো সম্পর্ক আজ প্রবাসীদের কঠোর পরিশ্রম ও ঐক্যের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হচ্ছে। ভারত-ওমান সম্পর্কের কেন্দ্রে রয়েছে 'জ্ঞান', এবং তিনি ভারতীয় বিদ্যালয়গুলোকে ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অভিনন্দন জানান। ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদি শিক্ষার্থীদের ইসরোর 'যুবিকা' কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এটি বিশেষভাবে তরুণদের জন্য তৈরি।

কিউআর কোডটি স্ক্যান করে প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে পারবেন

গরিব রোগীদের পরিত্রাতা

ডাঃ মুনীশ্বর চন্দ্র ডাবর তাঁর জীবনে লক্ষ লক্ষ রোগীর চিকিৎসা করেছেন। এমনকি এই উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির যুগেও তিনি রোগীদের কাছ থেকে মাত্র ২০ টাকা ফি নিতেন। এই কারণে সেনাবাহিনীর চিকিৎসক ডাঃ মুনীশ্বর চন্দ্র ডাবরকে মধ্যপ্রদেশের পিছিয়ে পড়া মানুষের ত্রাতা হিসেবে ভগবানের মতো সমীহ করা হত। সমাজের প্রতি তাঁর নিঃস্বার্থ সেবা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২০২৩-এ তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়। জনসেবার প্রতি তাঁর চেতনা আগামী দিনে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে প্রেরণা জোগাবে...

জন্ম : ১৬ জানুয়ারি, ১৯৪৬, মৃত্যু : ৪ জুলাই, ২০২৫

জনসেবাকে তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করে তোলা মুনীশ্বর চন্দ্র ডাবর ১৯৪৬ সালের ১৬ জানুয়ারি অবিভক্ত ভারতের পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। দেশভাগের পর তাঁর পরিবার ভারতে চলে আসে। ১৯৬৭-তে তিনি জবলপুর থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। পরে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৯৭১-এ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় প্রায় এক বছর সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। যুদ্ধের সময় বাংলাদেশে তাঁর কার্যকালে তিনি বহু আহত সেনার চিকিৎসা করেন। যুদ্ধের পর স্বাস্থ্যের কারণে ১৯৭২-এ তিনি আগাম অবসর নেন এবং জবলপুরে নিজের ক্লিনিক খুলে মানুষের সেবা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মাত্র ২ টাকার বিনিময়ে তিনি রোগীদের চিকিৎসা শুরু করেন এবং প্রায় পাঁচ দশক ধরে এই সেবাকার্যে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

তাঁর শিক্ষকের কাছ থেকে নেওয়া নৈতিকতার পাঠ তাঁর জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। তাঁর শিক্ষক তাঁকে বলেছিলেন যে, চিকিৎসার পেশা হল মানুষের সেবা করা, তাঁদের শোষণ করা নয়। এই শব্দগুলি তাঁর জীবনের দিক নির্দেশ বদলে দিয়েছিল। সাধ্যের মধ্যে তাঁর সুচিকিৎসার প্রভাব এমনই ছিল যে, তাঁর ক্লিনিকে সর্বদা রোগীদের ভিড় লেগেই থাকতো। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল, মানুষের সেবা করা। সেবার প্রতি তাঁর অঙ্গীকার এতই মজবুত ছিল যে, ৫০ বছর ধরে তিনি রোগীদের চিকিৎসা করে গিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে তিনি মাত্র ২ টাকা ফি নিতেন, পরে তা বাড়িয়ে ৫, ১০, ১৫ এবং ২০ টাকা করা হয়। সাধ্যের মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবার প্রতীক হয়ে ওঠা ডাঃ ডাবর মাদকাশক্তির বিরুদ্ধেও প্রচার চালিয়েছেন এবং সামাজিক নানা বিষয় নিয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।

২০২৩-এ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেন। তিনি আরও বেশ কয়েকটি সম্মাননা পেয়েছিলেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন জবলপুর সফরে গিয়েছিলেন, তখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে ডাঃ ডাবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর স্বাস্থ্য ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, জবলপুর এবং আশেপাশের অঞ্চলের অসংখ্য মানুষ গরিব ও বঞ্চিত মানুষের চিকিৎসায় তাঁর প্রয়াসের প্রশংসা করেন। ২০২৪-এর এপ্রিলে জে পি নাড্ডাও ডাঃ ডাবরের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেবা, আত্মত্যাগ এবং সহমর্মিতার প্রতীক ডাঃ ডাবর ৪ জুলাই, ২০২৫-এ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ●

আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলা ২০২৬

ভারতীয় সামরিক বাহিনীর শৌর্য ও বিচক্ষণতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

এই বছরের বইমেলা স্বাধীনতার পর থেকে দেশের প্রতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদানকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এর নামকরণ করা হয়েছে "ভারতীয় সেনার ইতিহাস: বীরত্ব ও বিচক্ষণতা@৭৫"। অপারেশন সিঁদুরে ভারতের পরাক্রমতা প্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭২-এ এর সূচনার সময় থেকেই আন্তর্জাতিক সাহিত্য ক্যালেন্ডারে এই মেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে, বই এবং পাঠকের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করছে এই মেলা। প্রকাশক, লেখক, গবেষক এবং পাঠক, সকলকেই এক ছাদের নীচে নিয়ে আসে এই মেলা। গত কয়েক দশকে এই বইমেলা শুধুমাত্র বই বিক্রির বাজার হয়ে ওঠা ছাড়াও ভারতীয় জ্ঞান, চিন্তা-ভাবনা এবং মতামতকে তুলে ধরার এক আন্তর্জাতিক মঞ্চ হয়ে উঠেছে।

নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ১০ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে এই মেলার ৫৩তম সংস্করণ। এটি চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। শিক্ষা মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট আয়োজিত আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলায় ৬০০টির বেশি বিভাগে ১০০০-এর বেশি বক্তা অংশ নেবেন। এতে ৩৫টি দেশের ১০০০-এর বেশি প্রকাশক যোগ দিচ্ছেন। এই বছর ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভারতীয় স্থল, নৌ এবং বায়ুসেনাকে যৌথভাবে তুলে ধরা হবে না, সেইসঙ্গে জাতীয় ঐক্যের স্তম্ভ হিসেবেও তুলে ধরা হবে। এতে থাকছে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের লেখা ইতিহাস, সুরক্ষা ও কৌশল সংক্রান্ত ৫০০টি বই।

যখন নাগরিকরা পড়েন, তখন দেশ নেতৃত্ব দেয়।

নরেন্দ্র মোদী, *প্রধানমন্ত্রী*

পিএম-যুবা ৩.০ ঘোষণা: ৪৩ জন তরুণ লেখককে বাছাই

প্রধানমন্ত্রী তরুণ লেখক মেন্টরশিপ স্কিম ৩.০-র আওতায় ৪৩ জন তরুণ লেখককে বেছে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট (এনবিটি) ইন্ডিয়া এটি রূপায়িত করে থাকে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল, উদীয়মান লেখকদের চিহ্নিত করা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা, সেইসঙ্গে তাঁদের প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা, সম্পাদকীয় সহায়তা এবং তাঁদের বই প্রকাশে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা। এর ফলে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তরুণ লেখকরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে দেশ গড়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখবেন। এই পর্বে ২২টি ভাষা ও ইংরেজিতে লেখা বইয়ের ভিত্তিতে জাতীয় স্তরে ৩০ বছরের কম বয়সী ৪৩ জন লেখককে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই ৪৩ জন উদীয়মান লেখকের মধ্যে ১৯ জন তরুণী এবং ২৪ জন তরুণ। এইসব লেখকদের পাঠানো লেখাগুলি ৬ মাসের সময়সীমার মধ্যে পণ্ডিত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হবে। প্রত্যেক বাছাই করা লেখক প্রতি মাসে ৫০,০০০ টাকা করে বৃত্তি পাবেন এবং প্রকাশিত বইয়ের ওপর সারাজীবন ধরে ১০ শতাংশ করে রয়্যালটি পাবেন।

Narendra Modi @narendramodi

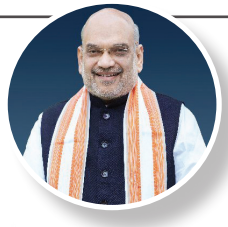

ICMR यानि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की हाल ही की एक रिपोर्ट बताती है कि निमोनिया और UTI जैसी बीमारियों में Antibiotic दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। इसका एक बड़ा कारण बिना सोचे-समझे इनका सेवन है। इसलिए मेरा आग्रह है कि Doctors की सलाह के बिना Antibiotics दवाएं ना लें।

#MannKiBaat

Rajnath Singh

A Proud Moment celebrating India's deep maritime heritage as INSV Kaundinya, #IndianNavy's Sailing Vessel, built using the Ancient Indian Stitched Ship technique, embarks on a historic voyage from Porbandar (Gujarat) to Muscat, Oman, carrying a powerful message of heritage,craftsmanship and enduring friendship.

Amit Shah @AmitShah

भारतीय भाषाओं के सम्मान की दिशा में एक और बड़ा कदम!

हमारे संविधान का संथाली भाषा में प्रकाशन किया जाना, संथाली समाज के साथ ही पूरे देश के लिए गौरव की बात है। अलचिकि लिपि में प्रकाशित यह संविधान जनजातीय समाज तक हमारे संविधान के आदर्शों और मूल्यों को और भी स्पष्ट रूप में पहुँचाएगा तथा हमारे संविधान निर्माताओं का स्वप्न साकार करेगा।
इस ऐतिहासिक कार्य के लिए मोदी जी का हार्दिक आभार।

Nitin Gadkari @nitin_gadkari

Under the visionary leadership of PM Shri @narendramodi Ji, the #IndiaOmanCEPA marks a major milestone in India's trade journey 🇮🇳🤝🇴🇲

Enhanced market access will boost Indian exports across plastics, furniture, engineering goods, pharmaceuticals, medical devices & automobiles.

Piyush Goyal

"Ideate in India, Innovate in India, Make in India & Make for the World" – PM @NarendraModi ji

The Trade Marks Act, 1999, has been a key pillar in protecting the interests of innovators & creators for 26 years. Along with that, the Modi Government's sincere efforts to foster the innovation ecosystem have strengthened the country's position in the global Intellectual Property (IP) landscape, promoting innovation-led growth that benefits not just India, but the world.

Ashwini Vaishnaw @AshwiniVaishnaw

From finished products to components; production is growing. Exports are rising. Global players are confident. Indian companies are competitive. Jobs are being created.
This is 'Make in India' impact story!

Kaundinya highlights India's rich maritime traditions: PM

New Delhi: PM Modi on Monday expressed delight at the maiden voyage of INSV Kaundinya, the Navy's engineless vessel built using the ancient stitched-ship technique, and said it highlights the nation's rich maritime traditions.

He said, "Wonderful to see that INSV Kaundinya is embarking on her maiden voyage from Porbandar to Muscat, Oman. Built using the ancient Indian stitched-ship technique, this ship highlights India's rich maritime traditions. I congratulate the

designers, artisans, shipbuilders and the Indian Navy for their dedicated efforts in bringing this unique vessel to life." He sent best wishes to the crew for a safe and memorable journey as they retrace India's historic links with the Gulf region and beyond. TNN

DAC gives its nod for defence purchases worth ₹79,000 cr.

Committee accorded approval for the Army's proposal for radars and guided rocket ammunition, Navy's request for tugs and high frequency radio, and Air Force's proposal for missiles, simulators

Joint synergy: The ₹79,000-crore package is aimed at boosting the operational capabilities of the three Services.

DRDO tests Pinaka rocket

Centre notifies guidelines for two shipbuilding initiatives with an outlay of ₹44,700 crore

India reaches 50% non-fossil power capacity in '25

Non-fossil power capacity saw 225% growth in 11 yrs

Self reliance, empowerment of poor key for Viksit Bharat: PM

Sanjeev K Jha

Narendra Modi

Replicate PRAGATI in states, set up data strategy units: PM

Asks top state govt bureaucrats to set up deregulation cells in their offices

Damini Nath
New Delhi, December 28

Prime Minister Narendra Modi during the Fifth National Conference of Chief Secretaries in New Delhi on Sunday.

World looks at India with hope due to our youth: PM

HT Correspondent

PM Narendra Modi addressed the nation in the 129th edition of his monthly Mann Ki Baat radio programme, which was his final broadcast of 2025.

সংরক্ষণ প্রয়াসে নতুন উদ্যম

১০০ রামসর সাইট-এর পথে

পরিবেশগত সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ভালভাবেই প্রতিদান দিচ্ছে। রাজস্থানের আলোয়ারের সিলীসেঢ় লেক এবং ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরের কোপরা জলাশয়কে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বা রামসর সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এটি প্রকৃতির সংরক্ষণ ও রক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের অঙ্গীকারকে আবার তুলে ধরেছে। এটি একটি অনন্য সাধারণ সাফল্য, যা সমৃদ্ধ জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা, জল সম্পদ সংরক্ষণ, জলবায়ু সুরক্ষা এবং সুস্থিতিশীল জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে দেশের যৌথ প্রয়াসকে তুলে ধরছে...

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত জৈববৈচিত্র্য এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। ১০০টি রামসর সাইটের স্বীকৃতি অর্জনের পথে দেশ সঠিক পথে এগোচ্ছে।

ভারতে রামসর সাইটের সংখ্যা

২৬ (২০১৪)	২৬৯% বৃদ্ধি	৯৬ (২০২৫)

দেশে রামসর সাইটের আওতাভুক্ত এলাকা

২৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের **১৩.৬১** লক্ষ হেক্টর এলাকা।

কোপরা জলাশয় (বিলাসপুর, ছত্তিশগড়)

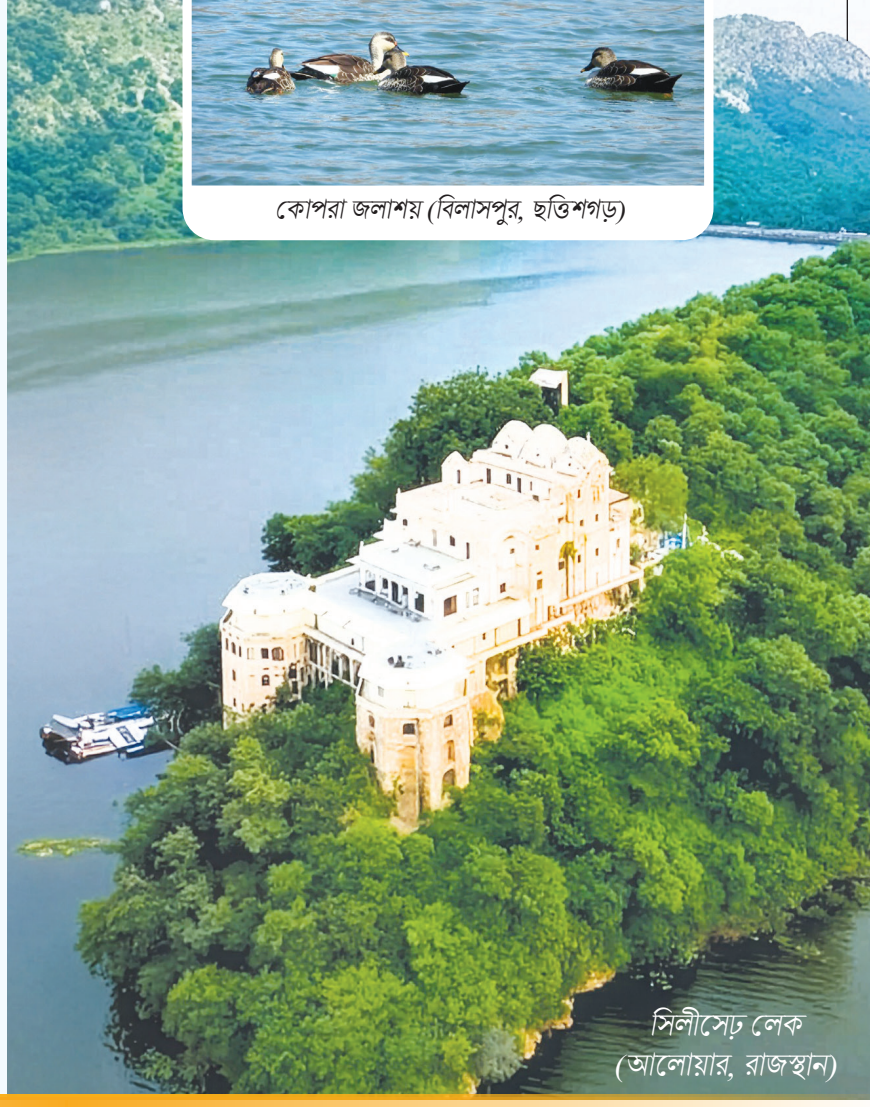

সিলীসেঢ় লেক (আলোয়ার, রাজস্থান)

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পাক্ষিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 JANUARY 16-31, 2026

RNI Registered No DELENG/2020/78811, Delhi Postal License No DL(S)-1/3545/2023-25, WPP NO U(S)-93/2023-25, posting at BPC, Market Road, New Delhi-110001 on 13-17 advance Fortnightly (Publishing Date: January 02,2026 Pages-64)

EDITOR IN CHIEF
Dhirendra Ojha
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

PUBLISHED & PRINTED BY:
Kanchan Prasad
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

PUBLISHED FROM:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003

PRINTED AT:
JK Offset Graphics Pvt. Ltd., B-278, Okhla Ind. Area Phase-I, New Delhi-110020